বিধবাবিবাহের নিষেধক।

বিচারঃ

শ্রীউমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিতঃ
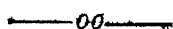
ভাঁটপুর নিবাসি দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীতঃ

পুনঃ প্রকাশিতশ্চ।

কলিকাতা,—৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীট।

বীডন যন্ত্রে

শ্রী[illegible]চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৪।
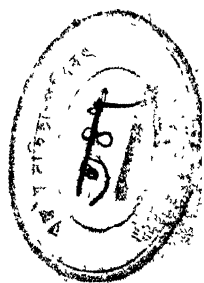
বিজ্ঞাপন।

বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপাদক বিচার গর্ব্ভ এই পুস্তক ১২৮২ শালে মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীতে সমর্পণ করিয়াছিলাম, অভিলাষ যে, উক্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্যবস্থার উপর যে কএকটী দোষ দেখিতেছি, যদিই কেহ তাহার খণ্ডন করেন, তবে বিশুদ্ধভাবে আমরা তাঁহার মতের পোষক হই, এবং আর্য্যগণও ক্রমশঃ নির্ব্বিবাদ হইয়া এক সমাজভুক্ত হন, কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া প্রায় সকলেই দোষ গুলির অখণ্ডনীয়ত্ব প্রকাশ করিলেন; মান্যবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় একদা, ঐ কথার উল্লেখ করিয়া কোপ করাতে আনন্দিত হইয়া মনে করিলাম, ইনি বহুদর্শী প্রবীণ পণ্ডিত গভীর গর্জ্জন করিতেছেন, অবশ্যই দোষ খণ্ডনরূপ অমৃতবর্ষন করিবেন; কিন্তু তিনি শারদ জলধরের ব্যবহার করিলেন, তদনন্তর ভাবিলাম দোষ গুলির উদ্ধার কিম্বা স্বীকার নিষ্পন্নে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপা ব্যতীত উপায় নাই, তিনি লোকান্তরিত হইলে নিরূপায় হইত, কিন্তু জীবিত থাকিতেও কি কৃপাদানে কৃপণতা করিবেন বারম্বার ডাকিতে ডাকিতে পারলৌকিক দেবতাও আসিয়া বাঞ্ছা পূর্ণ করেন; ইনি ইহলোকে থাকিয়াও করিবেন, না এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার সেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দান আরম্ভ করিলাম এ দানের প্রার্থনীয় ফল, কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপা। তিনি আর্য্যকুলের উজ্জ্বল ভূষণস্বরূপ, তাঁহার গুণ দ্বারা গ্রথিত করিয়া কোন ব্যক্তি না তাঁহাকে কণ্ঠে বহন করিতেছেন; যিনি জগজ্জনের কণ্ঠহার, তাঁহার কি এই

ব্যবহারই উচিত, যে, প্রায় সমুদায় আর্য্যগণকে এক সমাজে নিঃক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং সমাজান্তরে বিরাজ করা ? আমার পুস্তক দৃষ্টে যুক্তি এবং শাস্ত্রেতে ঐ বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় বুঝিয়া থাকেন, অন্য ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইয়া দেন, অকর্ত্তব্য বোধ হয়, স্বীকৃত ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করেন ইহাই তাদৃশ মহোদয়ের কর্ত্তব্য, হে আর্য্যগণ ! আপনাদের কুলভূষণ বিদ্যাসাগর ধন হস্তান্তর হইয়া যাইতেছেন, ইহা যদি দুঃখাতিশয় বোধ হয় তবে, এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত অথবা ৯২ পৃষ্ঠা অবধি যুক্তিপক্ষ যাহা কেবল বঙ্গ ভাষায় লিখিয়াছি ; তদ্দৃষ্টে প্রবল শাস্ত্রাস্ত্র ও শাস্ত্রানুসারি যুক্তিবল অবলম্বন করিয়া সকলেই আসুন, ঐ ধন রক্ষণে যত্নবান হই, কেবল বল দ্বারা সফল করা দুর্ঘট অতএব দৈবচেষ্টা ঈশ্বরানুধ্যানও করিতে থাকি ; তাহা হইলেও কি ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইবেন না? যদি ঈশ্বর সত্যময় হন, যদি ঈশ্বর দয়াময় হন, তবে ঈশ্বর বিচ্ছেদজনিত আমাদের হৃদয়বেদনা অবিলম্বেই দূরীকৃত হইবে।

যিনি পূর্ব্বে অত্যন্ত কটুভাসিদিগের প্রদত্ত দোষও আলোচনা করিয়াছেন, তিনি কি এখন সবিনয় জিজ্ঞাসাকেও উপেক্ষা করিবেন বোধ হয় করিবেন না। ব্যয়বাহুল্যে অক্ষম বলিয়া এই পুস্তকে কোন কোন দোষ থাকিতেও পারে, ফলত তাহাতে পাঠকগণের ফলিতার্থ গ্রহণের বাধা নাই ; বিশেষ দোষ দেখেন দয়া করিয়া সংবাদ করিবেন, তাহাতে যদিও শ্রম আছে কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থ শ্রম করা অতীব আবশ্যক।

জেলা হুগলি
ডাক দ্বারহাট্টা
সাং আঁটপুর।

শ্রীশ্যামাপদ শর্ম্মণঃ।

বিধবাধর্ম্মরক্ষা

ভূমিকা।

১২৬২ শালে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ নামক যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা আমার আলোচিত থাকে না, ইহার কারণ, সে সময়ে আমি অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। কতক উপেক্ষাও আমার ছিল। পরে দেখিতে থাকিলাম বিধবাবিবাহের উল্লেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা অনেকে করেন নিন্দাও অনেকে করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকানেক বিশুদ্ধ গুণের পরিচয় লাভে আমার হৃদয় একান্তই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল সুতরাং তাঁহার নিন্দাশ্রবণ আমার অসহ্য হইতে থাকিল। বিবেচনা করিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এক্ষণে সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি—যদ্যপি সরল ভাবে শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়া সঙ্গত বিচার দ্বারায় শাস্ত্র সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইব এবং ধার্ম্মিক হিন্দু সমাজে সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে ঐ কথার প্রচার করিয়া সকল ব্যক্তিকেই ঐ ব্যবহার স্বীকার করাইতে যত্ন করিব। আর যদ্যপি বিধবা-বিবাহে শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের যথার্থ তাৎপর্য্য না থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল চতুরতা করিয়াই বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিন্দাকারিদিগকেই সুতরাং সাধু বলিয়া সম্মানিত করিতে হইবে এই নিশ্চয় করিয়া বিদ্যাসাগর প্রণীত পুস্তকের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম, যেসকল প্রমাণ দিয়াছেন এবং তাহার যে যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আপাতত দেখিলেই বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রানুমত কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে—কিন্তু সেই সকল বচনের প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কলিযুগের মনুষ্য-

দিগের পক্ষে কদাচই শাস্ত্র সম্মত হইতে পারেনা এবং যে কলি-কালে ধর্ম্মভয় অনেকের নিকটেই পরাজয় হইতেছে, কেবল স্বেচ্ছাচারের শাখাপল্লব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, সেই কলিকা-লের সঙ্গে বিচার করিয়া দেখিলে যুক্তিসঙ্গতও হইতে পারে না তাহাতে আমার সন্দেহ হইল যে, এ বিষয়ের বিবেচনা পক্ষেই আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইল? কি বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজলেখনীর বলে অকর্ত্তব্য কর্ম্মকেও কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? আমার এই সন্দেহের নিজ বিবেচনার ত্রুটি পক্ষেই উৎকটতা থাকিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, শঠতা করিয়াছেন এপক্ষে অল্পই সন্দেহ হইল। কারণ তিনি শান্তগণের মধ্যে প্রশংসা ভাজন, অত্যন্ত মহোদয়, সর্ব্বদাই পরোপকারী অতএব তাদৃশ ব্যক্তি কি নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? এই সন্দেহের নিবারণ করিতে বিদ্যাসাগর প্রণীত পুস্তক বারংবার দেখিলাম তথাপি বিধবাবিবাহকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিতে পরিলাম না বরং যে সকল দোষে বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহাই জাগরূক হইতে থাকিল। দুই চারি জন সুপণ্ডিতের সহিত ঐ কথার আলোচনা করিলাম তাহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থার দোষকে দূরী কৃত করিতে পারিলাম না। তখন দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল যে, হায়। এ ভাবনায় আমি কি জন্যই ভাবিত হইতেছি, গ্রন্থ কর্ত্তা উপস্থিত না থাকিলেই সে গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হয় কিন্তু এগ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তবে আর তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিবার চিন্তা কি? এই উৎসাহে আনন্দিত হইয়া কোন সময়ে ঐ ব্যবস্থার দোষ দুই চারিটি তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলাম, তাহাতে দেখিলাম তিনি পক্ষ পাতীর ন্যায় ব্যবহার করিলেন, অর্থাৎ প্রস্তাবিত দোষের কোন সদুত্তর করিলেন না, তথাপি বিধবাবিবাহে অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদর্শী ইংরাজি বিদ্যাতেও বিলক্ষণ নিপুণ ইংরাজি বিদ্যানিপুণ অনেক হিন্দু সন্তানকে দেখাযায় তাঁহারা পক্ষপাত শূন্য

ধর্ম্মকেই স্বীকার করেন অর্থাৎ যেসকল ধর্ম্মকে সর্ব্বদেশীয় সমুদয় ধার্ম্মিকই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, ইংরাজি নিপুণ অনেক হিন্দু সন্তান তন্মাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া সমাদর করেন, এ ভিন্ন আমাদের হিন্দু সমাজে যে সকল চিরাচরিত ধর্ম্ম চর্চ্চা আছে, যথা দ্বিজগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি করা, শূদ্রের দ্বিজসেবাকরা, সর্ব্বজাতিরই পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা জাতিভেদ বিবেচনা করিয়া আহার ব্যবহারে সতর্ক থাকা, এসকলকে ইংরাজি নিপুণ হিন্দুরা, প্রায় ধর্ম্মবলিয়া স্বীকার করেন্ না। তাহার কারণ ঐসকল ধর্ম্মের প্রকাশক বেদাদি বাক্যকে সত্য বাক্য বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন্ না। তাহাতেই তাঁহারা শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন করিয়াও স্বেচ্ছাক্রমে আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল হিন্দুরা বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস করেন তাঁহারা কষ্ট সাধ্যহইলেও শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন করেন না, এমন কি বহুতর ধন জনে সম্পন্ন অথচ সুবুদ্ধিমান্ হিন্দু ধার্ম্মিকরা উত্তম উত্তম আহার দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কখন হবিষ্যান্ন কখন উপবাসে কালযাপন করত ধর্ম্মসেবা করিয়া থাকেন। কোন কোন সময়ে রমণীয় শয্যা বসন ভূষণ কি পরমাসুন্দরী নিজবনিতা ইহাকেও পরিত্যাগ করিয়া কুশময় শয্যায় শয়ন, কাষায় বস্ত্র পরিধান অথবা কৌপীন পরিধানে কাল যাপন করেন, কিন্তু যাহাদের বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, বেদাদি প্রসিদ্ধ পরলোকের সুখ দুঃখেও তাঁহাদের সুতরাং বিশ্বাস নাই। যদি পরলোকে বিশ্বাস না থাকিল তবে পরলোক চেষ্টী আর্য্যগণের কষ্ট কল্পনা দেখিলে অবশ্যই তাঁহাদের মনে হয় যে, হায়! এব্যক্তি কি নির্ব্বোধ, অকারণে এই দুঃখরাশি ভোগ করিতেছে, এই ভাবিয়া অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয় দয়ার্দ্র হয় এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া অবশ্যই তাঁহারা ঐ আর্য্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে যে কোন কৌশলে ঐ কষ্ট কর ধর্ম্মাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাবিভব, দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি সর্ব্বগুণেরই আকর, কিন্তু তাঁহার বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কি আছে, তাহা জ্ঞাত নহি; যদি বিশ্বাস না থাকে তবে হিন্দু বিধবাদিগকে

অকারণ বৈধব্য যন্ত্রণার ভোগ করিতে দেখিয়া দয়ালু বিদ্যা-
সাগর মহাশয় অবশ্যই দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে পারেন এবং ঐ
দুরন্ত বৈধব্য যন্ত্রণা নিবারণের নিমিত্তে তাঁহার অন্তঃকরণে
একান্তই অভিলাষ হইতে পারে, এখন সেই অভিলাষ পূর্ণ করি-
বার নিমিত্তে ইনি, ঋষি বচনের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া অযথা
অর্থ প্রকাশে আর্য্যজাতিকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন?
কি আপনিই বিভ্রান্ত হইয়া অযথা অর্থকেই যথার্থ বোধে ঐ
ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন? অথবা আমি বহু পণ্ডিতের সহিত
বহুবার বিবেচনা করিয়া বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যে
নিশ্চয় করিয়াছি, ইহাই ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে? এই সকল সন্দেহ
জালে সমাকুল হইয়া আমি সর্ব্ব সাধারণ আর্য্য সমাজের শরণা-
পন্ন হইতেছি, হে আর্য্যগণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত
ব্যবস্থা পুস্তকের যে সকল দোষ বারম্বার বিবেচনা করিয়া প্রদ-
র্শন করাইতেছি তাহাতে আপনারা মনোনিবেশে দৃষ্টিপাত
করুন—তৎপরেও যদি বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র সম্মত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম
বলিয়া স্থির করা যায়, তবে আসুন, সকলেই একমত হইয়া
বিদ্যাসাগর মতাবলম্বী হই—আর যদ্যপি বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র
এবং যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তবে সকলেই বিদ্যাসাগর
মহাশয়কে এই অনুরোধ করিতে উদ্যোগী হউন যে, তিনি ঐ
শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিবাহের উদ্যোগে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত না হন, সর্ব্ব
সাধারণ আর্য্য সমাজের শরণাপন্ন হওয়াতেই আমি বিদ্যাসাগর
মহাশয়েরও শরণাপন্ন হইয়াছি, হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ
প্রার্থনা এই যে তিনি সুদীর্ঘ কাল সুস্থ থাকিয়া বক্ষ্যমাণ দোষ
সকলের উপর দৃষ্টি পাত করিয়া ঐ সন্দেহ সকলের দূরীকরণ
করুন। যদবধি ঐ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন প্রায় তদবধি দুই
চারিটি বিবাহ মধ্যে মধ্যে হইতেছে কিন্তু তাহাও এবম্বিধ ব্যক্তি-
দের হয় যাহারা হিন্দু শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না করেন, শ্রদ্ধান্বিত
হিন্দু সমাজে স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ঘটনা অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া
যায় না। অতএব হে বেদ পরায়ণ আর্য্যগণ! আপনারা অদ্যাপিও
যখন সাগরোত্থিত অভিনব ধর্ম্মতরঙ্গে অঙ্গ পাত করেন না তখন
বোধ হয় আপনাদিগকে ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছেন।

যথা—"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"
ধর্ম্মই ধার্ম্মিক দিগকে রক্ষা করেন--

হে আর্য্যগণ! আপনারা যদিও ঐ ব্যবস্থা স্বীকার করেন না তথাপি সন্দিগ্ধচেতা হইয়াছেন ইহার সন্দেহ নাই; অতএব কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত অবলোকন করিবেন তাহা হইলেই ঐ সংশয়ের নিরাকরণ হইবে। আমি বাল্যাবধি একাল পর্য্যন্ত কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছি, এক্ষণে অধ্যাপনা করাইতেছি, বঙ্গীয় ভাষার অধিক আলোচনা, করি না তজ্জন্য বোধ হয় আপনাদের শ্রবণ সুখ বিশেষ রূপে হইবে না, তবে ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা শ্রবণ সুখের অপেক্ষা করেন না, এই সাহসেই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল অনিষ্ট ঘটনা দেখাইয়া বিধবা বিবাহকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াছেন আমি তদপেক্ষায় ভূরি ভূরি অনিষ্ট ঘটনা দেখাইয়া বিধবা বিবাহের অকর্ত্তব্যতা দেখাইব, কিন্তু অগ্রে সে সকল যুক্তি-কথার আবিষ্কার করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, কারণ, বেদ পরায়ণ আর্য্যগণ বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা শিরোধার্য্য করেন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিষয়কে যুক্তি সঙ্গত হইলেও স্বীকার করেন না। কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ ব্যবহারকে যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে অম্লান বদনেই স্বীকার করেন। অতএব বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অগ্রেই প্রতিপন্ন করা হইতেছে উপসংহারে যুক্তি প্রদর্শন করাইব। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সমুদয় শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রানুমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্র তাঁহার কৃত অর্থের সহিত আলোচনা করিলে, তাঁহার কৃত অর্থ গুলিকে যদি অযথা অর্থ বলিয়া আপনারা নিশ্চয় জানিতে পারেন, তবে তাঁহার প্রকাশিত ব্যবস্থাকেও অব্যবস্থা বলিয়া জানিতে পারিবেন, অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত পুস্তকাংশ ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে। যে স্থানে ‡ এই চিহ্ন থাকিবে তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখন, আবার সমাপনে † এই চিহ্ন থাকিবে।

‡ "কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির.

হইল এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইলে তদ্গাগর্ব্ভ জাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা হইবে কি না ” †

এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত করার তাৎপর্য্য এই যে ঐ সন্তানের যদি পৌনর্ভব সংজ্ঞা হয় তবে পৌনর্ভব সন্তানকে শাস্ত্রে স্পষ্ট রূপে নিষিদ্ধ করিয়া কলিযুগে অব্যবহার্য্য করিয়াছেন এই বলিয়া বিধবার বিবাহও সুতরাং শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইতে পারে— অতএব তিনি বিধবার গর্ব্ভ জাত পুত্রকেও, ঔরসপুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কদাচই হইবে না, দেখুন, যে বচনকে প্রমাণ দিয়া ঐপুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন এক্ষণে সেই বচন উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে যথা—

‡ “ স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎ পাদয়েদ্ধি যং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকং॥”

বিবাহিতা স্বজাতীয় স্ত্রীতে স্বয়ং যে পুত্রের উৎপাদন করে সেই ঔরসপুত্র, সেই মুখ্যপুত্র।

বিবাহিতা স্বজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র এই লক্ষণ বিবাহিতা স্বজাতীয়া বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে।” †

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলাতেই বোধ হইতেছে যে তিনি এই মনুবচনের প্রকরণ পর্য্যালোচনা কিছুই করেন্ নাই, তাহা করিলে ঔরস পুত্রের লক্ষণ বিধবার গর্ব্ভ জাত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতে ছে এ কথা বলা যায় না, ইহাই সর্ব্ব সাধারণকে বিদিত করাইতে ঐ মনুবচন প্রকরণের সহিত উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা।

“ পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ং ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড়্বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়দবান্ধবাঃ॥”

স্বায়ম্ভুব মনু মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র বিধান করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথম ছয় বান্ধব অর্থাৎ অপুত্র পিতৃব্য প্রভৃতিরও ধনে অধিকারি হইবে, শেষের ছয় অবান্ধব অর্থাৎ গোত্রের ধনাধিকারি নহে, মাত্র পিতৃপিতামহাদির ধনে অধিকারী।

“ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎ পন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥"

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, এই ছয় প্রকার বান্ধব অর্থাৎ গোত্রেরও ধনাধিকারি হয়, আর কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ং দত্ত, শৌদ্র, এই ছয় প্রকার অবান্ধব, কেবল পিত্রাদি ধনে অধিকারি হয়।

"এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বস্তুনঃ প্রভুঃ।
শেষানামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনং ॥"

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ঔরস পুত্রই সর্ব্বাগ্রে পিতৃধনে অধিকারি হন, শেষ পুত্রদিকে ঐ ঔরস পুত্রই পিতৃধন হইতে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেন।

"ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাৎ ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ॥"

ঔরস পুত্র যখন পিতৃ ধন বিভাগ করিবেন তখন সমস্ত পিতৃ ধনকে ছয় ভাগ করিয়া ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে এক ভাগ দিবেন আপনি পাঁচ ভাগ লইবেন, ক্ষেত্রজ ভ্রাতা যদি বিদ্যাদি গুণ যুক্ত হন্ তবে পাঁচ ভাগ করিয়া এক ভাগ দিবেন চারি ভাগ আপনি লইবেন।

"ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিকৃথস্য ভাগিনৌ।
দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিকৃথাংশভাগিনঃ ॥"

প্রাগুক্ত ভাগানুসারে ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্র, পিতৃধন ভাগি হন, অপর দশজন ক্রমে ক্রমে ধনাধিকারী হন এবং ঔরসানুক্রমে শ্রাদ্ধাধিকারী হন।

"শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোভাবে পাপীয়ান্ রিকৃথমর্হতি।
বহবশ্চেত্তু সদৃশাঃ সর্ব্বে রিকৃথস্য ভাগিনঃ ॥"

পূর্ব্ব পূর্ব্বের উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে পর পর অধম পুত্র ধনাধিকারী হইবে।

এই প্রকারে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের ধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার বলিয়া ঐ দ্বাদশ প্রকার পুত্র কে কে হইবে, ইহার পরিচয়ের নিমিত্তে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ করিতেছেন যথা।

"স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎ পাদয়েদ্ধি যং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকং॥"

স্বজাতীয়া আপনার সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে পুত্র সেই ঔরস পুত্র, সেই মুখ্যপুত্র জানিবে।

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥"

মৃত কিম্বা ক্লীব অথবা ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তির পত্নীতে স্বামির অনুমত্যাদি দ্বারায় অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র।

" মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥"

আপৎকালে মাতাপিতা যে পুত্রকে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে দান করেন সেই পুত্র সেই ব্যক্তির দত্রিম পুত্র হয়।

" সদৃশংতু প্রকুর্য্যাৎ যং গুণদোষবিচক্ষণং।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং সবিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ॥"

সমান জাতীয় এবং গুণ দোষ বিবেচক পুত্রের সমান গুণযুক্ত যে ব্যক্তিকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবে সেই কৃত্রিম পুত্র হইবে।

" উৎপদ্যেত গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স্বগৃহে গূঢ় উৎপন্ন স্তস্য স্যাৎ যস্য তল্পজঃ॥"

গৃহে পুত্রোৎপন্ন হইল কিন্তু কোন্ ব্যক্তির ঔরসে হইল তাহা জানা গেলো না, সেই পুত্র, যার পত্নী গর্ব্ভে জন্মিল তাহারই গূঢ়োৎপন্ন পুত্র হইবে।

মাতাপিতৃভ্যা মুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যংপুত্রং প্রতি গৃহ্নীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে॥"

কোন কারণ বশতঃ মাতা পিতা যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন স্বজাতীয় কোনব্যক্তি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলে সে তাহার অপবিদ্ধ পুত্র হইবে।

" পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যংপুত্রং জনযেদ্রহঃ।
তংকানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবং॥"

অবিবাহিতাকালে পিতৃ গৃহে গোপনে যে পুত্রকে উৎপন্ন করিবেন সেই পুত্র বিবাহকর্ত্তার কানীন পুত্র হইবে।

যা গর্ব্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতা পি বা সতী। বোঢ়ুঃ স গর্ব্ভো-

ভবতি সহোঢ ইতি চোচ্যতে।

বিবাহকালে কন্যা যদি গর্ব্ভিনী থাকে, তাহা কোন ব্যক্তির জ্ঞাত বা অজ্ঞাতই হউক, সেই গর্ব্ভ বিবাহকর্ত্তার হইবে, সেই গর্ব্ভোৎপন্ন পুত্রের নাম সহোঢ।

ক্রীণীয়া দ্যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রো র্য মন্তিকাৎ।
সক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোপিবা॥

মাতাপিতার নিকট হইতে যে পুত্রকে ক্রয় করিয়া পুত্র করে সে পুত্র ক্রয় কর্ত্তার ক্রীতক পুত্র হইবে।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে॥

পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ অর্থাৎ অন্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্রকে উৎপাদন করে সেই দ্বিতীয় বিবাহ কর্ত্তার পৌনর্ভব পুত্র হইবে।

মাতা পিতৃ বিহীনো য স্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্মৈ স্বয়ং দত্ত স্তু স স্মৃতঃ॥

মাতা পিতৃ বিহীন কিম্বা মাতা পিতৃ কর্ত্তৃক অকারণে ত্যক্ত যে সন্তান স্বজাতীয় অন্যকোন ব্যক্তিকে আত্ম সমর্পণ করে তবে সে সেই অন্য ব্যক্তির স্বয়ং দত্ত পুত্র হইবে।

যংব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎ পাদয়েৎসুতং।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃস্মৃতঃ॥

কামবশী ভুত হইয়া যে ব্রাহ্মণ শুদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে পুত্রোৎ পাদন করে সে সর্ব্বাধম পারশব নামক পুত্র।

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতান্ একাদশ যথো দিতান্।
পুত্র প্রতিনিধীন্ আহুঃ ক্রিয়ালোপাৎ মনীষিণঃ॥

ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্র যাহা কথিত হইল ইহারা ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ ঔরসপুত্রের অভাবে ক্রিয়ালোপ হয় এই হেতুক ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি ক্রমে ঐ একাদশ জন হইবে। *

---

* দ্বাদশ প্রকার পুত্রের নাম শুনিয়া এক্ষাণকার ব্যক্তি চমৎকৃত হইতে পারেন। ফলতঃ সত্য আদিতে ঐ সকল সন্তান প্রচলিত ছিল কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে বিবেচনা করুন মনুক্ত ঔরস পুত্রের লক্ষণ বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভ জাত পুত্রে যাইতে পারে কি না। যদি পারিত, তবে মনু বিধবা পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা দিয়া পুত্র গণনা ক্রমে দশম-স্থানে পরিগণিত করিতেন না, প্রকরণ দর্শনে স্পষ্ট বোধ হই-তেছে যে মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিয়া ঔরসপুত্রকেই মুখ্যপুত্র বলিয়াছেন এবং তাহারই পিতৃধনাধিকার ও শ্রাদ্ধাধিকার, তাহার অভাবে ক্ষেত্রজপুত্রের সমগ্র পিতৃধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধিকার। ক্ষেত্রজ অবর্ত্তমানে দত্রিমপুত্রের ঐ অধি-কার, দত্রিম অবর্ত্তমানে কৃত্রিম পুত্রের অধিকার, কৃত্রিম অবর্ত্ত-মানে গূঢোৎপন্ন পুত্রের অধিকার, তৎপরে কানীন পুত্রের, তৎ-পরে সহোঢ় পুত্রের, তৎপরে ক্রীতক পুত্রের, তৎপরে বিধবাদি গর্ব্ভজাত যে পৌনর্ভব পুত্র তাহার অধিকার। তৎপরে স্বয়ন্দত্ত পুত্রের সর্ব্বশেষে পারশব পুত্রের পিতৃধনাধিকার এবং শ্রাদ্ধাধি-কার মনু কহিয়াছেন। ক্রমিক দ্বাদশ প্রকার পুত্রের পূর্ব্বোক্ত পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে পরোক্ত পুত্র গণের অধিকার হইবেনা, কে-বল গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন। প্রকরণ পর্য্যালোচনায় ইহাই যদি নিশ্চয় হইল তবে বিবাহিতা স্বজাতীয়া বিধবার গর্ব্ভোৎপন্ন পুত্র-কে ঔরসপুত্র বলা "স্বেক্ষেত্রে"—ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় কোন ক্রমে হইতে পারে না, কারণ এই বচন দ্বারা মনু ঔরস পুত্রের লক্ষণ করিয়াছেন এই ঔরস ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র না থাকিলে পৌনর্ভব পুত্র ধনাধিকারি হইবে বলিয়াছেন। ঔরসাদি নয় পুত্রের নয়টি লক্ষণ করিয়া দশম পৌনর্ভব পুত্রের লক্ষণ করিলেন যথা।

> যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বযেচ্ছয়া।
> উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূ ত্বা সপৌন র্ভব উচ্যতে॥

যে নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কিম্বা বিধবা, স্বেচ্ছাক্রমে অন্যব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া যে পুত্রকে উৎপাদন করে সেই পৌনর্ভব পুত্র, এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভ জাত পুত্র যদি ঔরস পুত্র মনুর মতে হইত তবে মনু ঔরসাদি নয় জন পুত্রের অভাবে বিধবা গর্ব্ভজাত যে পুত্র তাহার ধনাধিকার বলিতেন না। সর্ব্বাগ্রেই ধনাধিকার শ্রাদ্ধা-

ধিকার বলিতেন এবং বিধবার পুত্রকে পৌনর্ভব সংজ্ঞা-দিয়া মনু তাঁহাকে দশম ভাগে প্রবিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের মতে সেই দশম ভাগটীও যদি অগ্রিম ঔরস-ভাগে প্রবিষ্ট হইল তবে দশম ভাগই বিলুপ্ত হইল। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ প্রকার পুত্র মনু করিয়াছেন তাহা না হইয়া একাদশ প্রকার হইল এবং ঔরস পুত্রকে মুখ্য পুত্র বলিয়া অপর একাদশ প্রকার পুত্রকে প্রতিনিধি পুত্র বলিয়াছেন মনুর সেবাক্য ও অপলাপ বাক্য হইল, যেহেতুক একাদশ প্রকারের মধ্যে এক প্রকার যে পৌনর্ভব সেও ঔরসপুত্র হইল অতএব ঔরসপুত্রের লক্ষণ বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলাতে নিশ্চয় বোধ হইল যে তিনি এই বচনটির প্রকরণ কিছুই দেখেননা, প্রকরণ দর্শন করিলে অল্প বোধ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন যে মনু, পুত্রগণকে দ্বাদশ নাম দিয়া যখন দ্বাদশ ভাগ করিয়াছেন তখন এক ভাগের নাম দ্বারায় অপর ভাগকে কদাচই বুঝাইবেনা, যে সকল স্থলে নাম নির্দ্ধারিত করিয়া ভাগনির্দ্ধারিত হয় সেস্থানে এক ভাগের নাম দ্বারায় যদি অন্যভাগকে বুঝায় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি নাম দিয়া জাতি বিভাগ হইয়াছে এবং পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি নাম দিয়া দিক্ বিভাগ হইয়াছে এ সকল স্থানেও ব্রাহ্মণ এই নাম দ্বারা শূদ্রকে কিম্বা শূদ্র এই নাম দ্বারায় ব্রাহ্মণকে বোধ করাইতে পারিত; অতএব এ প্রকার বোধ কোন ব্যক্তিরই যখন হয় না তখন মনু কৃত ঐ রূপ বিভাগ স্থলেও এক ভাগের নাম দ্বারায় ভাগান্তরকে কদাচই বুঝাইবে না অন্যান্য বিভক্ত বস্তুর প্রত্যেক ভাগের সমভাব থাকে তাহাতেও যখন একভাগের নাম দ্বারা অন্যকে বোধ করায় না তখন বিভক্ত পুত্র গণের এক-ভাগের নাম দ্বারা ভাগান্তরকে বুঝায় এ কথা বলা যে কত-দূর অন্যায় তাহা বলিতে পারি না যেহেতুক বিভক্ত পুত্রগণের প্রত্যেক ভাগেরই অত্যন্ত ভিন্ন ভাব, প্রথম ভাগ যে ঔরস পুত্র ইহাতেই সর্ব্বোত্তমতা আছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ ভাগে ক্রমশ অধমতা তাহাতে ঔরস পুত্র অপেক্ষায় বিধবা

গর্ব্ভ জাত পৌনর্ভক পুত্র দশম শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া অধমের অধম তদপেক্ষায় অধম এই প্রণালীতে বিধবা পুত্র ঔরস পুত্র হইতে অত্যন্ত অধম হইয়াছে। ঈদৃশ অধম পুত্রকে সর্ব্বোত্তম পুত্র ভাগের নাম দ্বারা বিবাহিতা বিধবার পুত্রকে কদাচই বুঝাইবেনা। মনুকৃত ঔরস লক্ষণের মধ্যে সংস্কৃতা শব্দ আছে ইহার অর্থ যে আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার-যুক্তাস্ত্রী, ইহাই মনুর অভিপ্রেত। বৈধব্য অবস্থার পর পুনর্ব্বার বিবাহে যদিও সংস্কার হয় তথাপি সে সংস্কার-যুক্তা স্ত্রী মনুর অভিপ্রেত অর্থ নয় ইহাই সকল পণ্ডিতকে স্বীকার করিতে হইবে। না করিলে মনুর স্বীয় বাক্যেই মহান্ বিরোধ হয় এই যে ঔরস প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র না থাকিলে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভ জাত পুত্রের পিতৃ ধনাধিকার ও শ্রাদ্ধাধিকার বলিয়াছেন তাই হইবে কি? তাহাকে ঔরস বলিয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ অধিকার হইবে? প্রকরণ বিচার দ্বারাই যেমন বোধ হইল যে বিধবা পুত্র ঔরস পুত্র নয়, শব্দার্থ বিবেচনা করিলেও এই রূপ নিশ্চয় হইবে; অতএব অতঃপর শব্দার্থের বিবেচনা হইতেছে, বিধবার বিবাহ হইলে ঐ পুনর্ব্বিবাহের দ্বারাই পুনর্ব্বার আর একটি সংস্কার জন্মে এই বিবেচনা করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় ঔরস পুত্রের লক্ষণ বিধবার পুত্রে যাইল স্থির করিয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ জন্য যে আর একটি সংস্কার জন্মে একথা স্মৃতি শাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন না মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য উদ্‌বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন যথা।

আদ্যেন সংস্কার সিদ্ধৌ
দ্বিতীয়াদেস্তদজনকত্বাৎ।

আদ্য বিবাহ দ্বারায় সংস্কার জন্মিয়া সেই সংস্কারই থাকে
দ্বিতীয়াদি বিবাহ দ্বারায় সংস্কারান্তর জন্মায় না।

তুষ্যতু, বিদ্যাসাগর মহাশয় তথাপি যদি বলেন যে পুনর্ব্বিবাহ দ্বারায় সংস্কারান্তর হয় তাহা হইলেও নারীদিগের প্রথম বিবাহ দ্বারায় এক প্রকার সংস্কার হয় আর দ্বিতীয়াদি বিবাহ জন্য আর এক প্রকার সংস্কার হয় ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। প্রথম বিবাহ জন্য যে সংস্কার তাহার নাম বীজ গর্ব্ভ সমুদ্‌ভব পাপ-

নাশক সংস্কার অর্থাৎ পিতার বীজ দোষ এবং মাতৃ গর্ব্ভের দোষ জন্য গর্ব্ভস্থ সন্তানের যে অপবিত্রতা জন্মে তাহার নাম বীজ গর্ব্ভ সমুদ্ভব পাপ। সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি বালক দিগের উপনয়ন পর্য্যন্ত বালিকা দিগের বিবাহ পর্য্যন্ত—যে কএক প্রকার সংস্কার সেই সকল সংস্কার দ্বারায় ঐ পাপের বিনাশ হয় এই নিমিত্ত ঐ সকল সংস্কারের নাম বীজ গর্ব্ভ সমুদ্ভব পাপ নাশক সংস্কার, ইহাতে প্রমাণ মনু সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে যথা।

গর্ব্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ব্ভিকং চৈনো দ্বিজানা মপ মৃজ্যতে॥

গর্ব্ভ সংস্কার জাতকর্ম্ম চূড়াকরণ উপনয়ন এই সংস্কার দ্বারায় দ্বিজগণের বীজদোষ আর গর্ব্ভ দোষ জন্য পাপের বিনাশ হয় পুরুষের উপনয়ন স্থলে নারীর পক্ষে বিবাহই কল্পিত হইয়াছে। ইহার ও সুস্পষ্ট প্রমাণ মনুর দ্বিতীয়াধ্যায়ে দৃষ্ট হইতেছে যথা।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং ঔপনায়নিকঃ স্মৃতঃ।
পতি সেবাগুরৌ বাসঃ গৃহার্থোগ্নি পরিস্ক্রিয়া॥

স্ত্রীদিগের বিবাহ বিধিই উপনয়নস্বরূপ, পতিগৃহে বাস এবং পতি সেবাই উহাদের গুরুকুলে বাস এবং গুরুসেবা ও গৃহকর্ম্মই স্ত্রীদিগের অগ্নি সেবার স্বরূপ জানিবে।

এই বচনের ঔপনায়নিকঃ এই স্থলে সংস্কারো বৈদিকঃ এই পাঠও থাকে। ফলত উভয়েরই অর্থ একবিধ। এই সকল প্রমাণ দৃষ্ট করিয়া নারীদিগের আদ্য বিবাহজন্য যে সংস্কার তাহাকেই পাপ নাশক নিত্য সংস্কার অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। আর বিধবার বিবাহ জন্য যে সংস্কার সে কোনও পাপনাশক নয় অবশ্য কর্ত্তব্যও নয় কাম্যসংস্কার অর্থাৎ ইচ্ছা হয় কর নাহয় নাকর। এখন বিবেচনা করুণ ঔরসপুত্রের লক্ষণ বোধক যে "স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযং" ইত্যাদি মনুবচন, তন্মধ্যে যে সংস্কৃতাশব্দ আছে তদ্দারায় ঐ নিত্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেই বুঝাইবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা না বলিয়া যদ্যপি বল যে, বৈধব্য অবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহ জন্য যে সংস্কার হয় সেই কাম্যসংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেই বোধ করাইবে তাহা হইলে কন্যাকালে বিবাহিতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপন্ন যে পুত্র যিনি

সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ঔরস-পুত্র, তিনিও ঔরসপুত্র হইতে পারিলেন না। অতএব নারীর সম্বন্ধে যে প্রাথমিক বিবাহ তজ্জন্য নিত্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে ঐ সংস্কৃতা শব্দের প্রতিপাদ্য যদি মনুর মতে বলিতেই হইল তবে আর দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীকে কোন শব্দের দ্বারায় বোধ করাইবে? একবার উচ্চরিত শব্দে দ্বারা এক প্রকার অর্থকেই বোধ করায় কদাচই দুই প্রকার অর্থকে বোধ করাইতে পারে না ইহার সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ শব্দশাস্ত্রে যথা;

সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি—

একবার উচ্চরিত যে শব্দ তিনি এক প্রকার অর্থকেই উপস্থিত করেন। এক প্রকার অর্থ কাহাকে বলা যাইবে যাহাদের উপর একাকার শব্দের প্রতিপাদ্য অখণ্ড একখানি ধর্ম্ম থাকে যেমন গো সকলের উপর গোত্ব নামক মনুষ্য সকলের উপর মনুষ্যত্ব নামক, এক এক অখণ্ড ধর্ম্ম আছে। এই নিমিত্ত একবার উচ্চরিত গো শব্দে যে কোন গোকে এবং যত গুলি ইচ্ছা তত গুলি গোকে বোধ করাইতে পারে। ইহা বৈ বজ্র, বাক্য, নেত্র, বাণ ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তু গো শব্দের অর্থ হইলেও একবার উচ্চরিত গো শব্দে এক প্রকার অর্থবৈ বাক্য, বজ্র, এই দুই প্রকারকে কিম্বা গো, বাক্য, বজ্র, এই তিন প্রকারকে কদাচই বোধ করাইতে পারে না তাহার কারণ ঐ দুই তিন প্রকারের উপর মাত্র থাকে গো শব্দের প্রতিপাদ্য অখণ্ড ধর্ম্ম একটি নাই; এইরূপ সংস্কৃতা শব্দ একবার উচ্চরিত হইয়া এক প্রকার সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে বৈ দুই প্রকার সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে কদাচই বোধ করাইতে পারে না তাহার কারণ আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার আর বিধবাবিবাহ জন্য সংস্কার এই উভয় বিধ সংস্কারের উপর মাত্র থাকে, এমন অখণ্ড ধর্ম্ম এক খানি নাই। যাবদীয় সংস্কারের উপর থাকে যে সংস্কারত্ব নামক অখণ্ড ধর্ম্ম তাহাকে লইয়া সংস্কৃতা শব্দে যে কোন সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে যদ্যপি গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ দ্বিবিধ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেও একবার উচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইতে পারে বটে কিন্তু উহাকে ও যেমন পারে তেমন অন্নপ্রাশন কি চূড়া করণ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে ও ঐ একবার উচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইতে পারে। তাহার বিশেষ অনিষ্ট

এই যে স্বয়ং কর্ত্তৃক চূড়া করণ কি অন্ন প্রাশনাদি সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে পুত্র যাহা সর্ব্ব তন্দ্রবিরুদ্ধ চাণ্ডাল তুল্য পুত্র সেও ঔরস পুত্র হইতে পারে ; অতএব সমুদায় সংস্কারে বৃত্তি সাধারণ ধর্ম্ম যে সংস্কারত্ব তাহাকে কদাচই গ্রহণ করা যাইবে না, কেবল আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার মাত্রে থাকে যে বিবাহ সংস্কারত্ব নামক বিশেষ ধর্ম্ম তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেই একোচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে বোধ করাইবে পুনর্ব্বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকে বোধ করাইবে না ; যদ্যপি বল যে আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার এবং দ্বিতীয় বিবাহ জন্য সংস্কার এই দুইটি বিবাহ জন্য সংস্কার অতএব ঐ উভয় বিধ সংস্কারের উপরই বিবাহ সংস্কারত্ব নামক অখণ্ড ধর্ম্ম এক থানি আছে তাহাকে লইয়াই একবার উচ্চরিত সংস্কৃতা শব্দে দুই প্রকার বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীকে বোধ করাইবে তাহা হইলে প্রাথমিক বিবাহ সংস্কৃতা এবং দ্বিতীয় বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র হইল।

এই কথা কতদূর অযোগ্য হয় তাহা বিবেচনা করুন, বিবাহ সংস্কৃত কিম্বা বিবাহিতা কি ঊঢা এই সকল শব্দে আদ্য বিবাহ জন্য যে নিত্য সংস্কার তদ্যুক্তা স্ত্রীকে বৈ দ্বিতীয়বার বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীকে কদাচই বোধ করাইবে না ; অতএব দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীগণের স্বতন্ত্র নাম শাস্ত্রে রাখিয়াছেন যথা পুনর্ভূ, পুনরূঢা ; অতএব আদ্য বিবাহ জন্য যে সংস্কার তাহারই নাম বিবাহ সংস্কার, আর দ্বিতীয় বিবাহ জন্য যে সংস্কার তাহার নাম পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার, একথা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, কুল্লূক ভট্ট ও কহিয়াছেন যথা

সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ গত প্রত্যাগতাপি বা।
পৌন র্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥

কুল্লূকভট্ট এই মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা সা স্ত্রী যদ্যক্ষত যোনিঃ সত্যন্য মাশ্রয়েৎ তদা পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্য সংস্কার মর্হতি ইতি।

সেই স্ত্রী যদি অক্ষত যোনি হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয়

করে তাহা হইলেং পুনর্ব্বার বিবাহ কর্ত্তা যে পতি তৎকর্ত্তৃক সেই স্ত্রী পুনর্বিবাহ নামক সংস্কারকে পান্ এই স্থানে কুল্লক ভট্ট দ্বিতীয়বার বিবাহ জন্য সংস্কারকে পুনর্বিবাহাখ্য-সংস্কার সুস্পষ্ট রূপেই কহিয়াছেন, দ্বিতীয় বিবাহ জন্য সংস্কারের নাম যদি পুন র্বিবাহ সংস্কার হইল এবং তাদৃশ বিবাহ জন্য সংস্কার যুক্তা স্ত্রীর নাম পুনর্ভূ, পুনরূঢা হইল, তবেই দুই প্রকার বিবাহ জন্য সংস্কারের উপর এক খানি অখণ্ড ধর্ম্ম নাই, তাহা হইলে উভয়ের একাকার নাম হইত এবং ঐঐ সংস্কার যুক্তা স্ত্রী গণেরও একাকার নাম হইত, তা না হইয়া যখন আদ্য বিবাহ সংস্কারকে বিবাহ সংস্কার বলিয়াছেন আর দ্বিতীয় বার বিবাহ জন্য সংস্কারকে পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার বলিয়াছেন তখন কদাচই উহাদের উপর একধর্ম্ম নাই এই কথা তর্ক শাস্ত্রের গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যও ব্যাপ্তিবাদে লিখিয়াছেন। যথা—

বিষয়ানু গমং বিনা
অনুগতাকার প্রত্যয়াযোগাচ্চ।

অনুগত বিষয় না থাকিলে অর্থাৎ পদার্থের ঐক্য না থাকিলে ঐক্য ব্যবহার হয় না অর্থাৎ একনাম হয় না। অশ্বত্ব নামক একটি ধর্ম্ম সকল অশ্বের উপর আছে এই নিমিত্ত সকল অশ্বকেই অশ্ব, অশ্ব, অশ্ব, এইরূপ একাকার নাম দ্বারায় বোধ করাযায় কিন্তু অশ্ব এবং ছাগ এই দুই জাতির উপর মাত্র এক খানি ধর্ম্ম নাই বলিয়া ঐ উভয়কে এক নাম দ্বারায় বোধ করা যায় না; নামের ভেদ থাকিলে অবশ্যই পদার্থ ভেদ স্বীকার করিতে হইবে, শাস্ত্র কর্ত্তারা ত্রিকালজ্ঞ বিধাতা স্বরূপ ছিলেন তাঁহারা যে যেমন পাত্র তাহার তেমনিই নাম রাখিয়াছেন অতএব বৈধব্য অবস্থায় স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করে যে নারীগণ তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারিণী জানিয়া উহাদের দ্বিরূঢ়া পুনর্ভূ এই সকল নাম রাখিয়াছেন। ঐঐ নামের উচ্চারণ মাত্রেই বোধহয় যে এই সকল নারী পতি প্রাণা-সাধ্বী নয় ইহারা দ্বিচারিণী ঐ দ্বিচারিণী কামকিঙ্করী কামিনী-দিগের সঙ্গে সাধ্বীরা যদি একরূপ ধর্ম্মে একাকার নামে পরিগীয়মানা হইতেন তাহা হইলে সাধ্বীরা অভি মানে প্রায় উদ্বন্ধ-

নেই প্রাণত্যাগ করিতেন অতএব আদ্য বিবাহ জন্য সংস্কার এবং দ্বিতীয় বিবাহ জন্য সংস্কার এই দ্বিবিধ সংস্কারের উপর এক ধর্ম্ম নাই এই জন্য একবার উচ্চরিত সংস্কার শব্দে ঐ দ্বিবিধ সংস্কারকে বোধ করাইবেনা এবং ঐ দ্বিবিধ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীকেও একবার উচ্চরিত সংস্কৃতাশব্দে বোধ করাইতে পারিবে-না, তবে মনুবচনস্থ সংস্কৃতা শব্দে আদ্য বিবাহ জন্য যে নিত্য সংস্কার সেই সংস্কারযুক্তা স্ত্রীতে স্বয়ং কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রকেই কেবল ঔরস পুত্র বলা মনুর অভিপ্রায় সিদ্ধ সুতরাং হইল ইহাতে অণুমাত্র সংশয় রহিলনা, অতএব বিদ্যা সাগর মহাশয় মনুবচনকে অবলম্বন করিয়া বিধবার পুত্রকে যে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন ইহা নিতান্তই ভ্রম। তবে যদি এমন কথা বলেন যে বিধবার পুত্র মনুর মতে ঔরস পুত্র নয় কিন্তু পরাশরের মতে হইবে” কারণ পরাশর যখন বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং কলিযুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, এই তিন প্রকার মাত্র বিহিত বলিয়াছেন এভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র বিহিত নয়, ঔরস দত্তক কৃত্রিম এই তিন প্রকারের মধ্যে বিধবার পুত্র দত্তক হইবে না এবং কৃত্রিম হইবেনা তবে সুতরাং বিধবার পুত্রকে ঔরস পুত্রই বলিতে হইল।

এই মীমাংসাটি সমাদৃত হইতে পারিত যদ্যপি পরাশর কোনস্থানে ঔরস পদের অর্থ কীর্ত্তন করিতেন, পরাশর সংহিতায় কোন স্থানেই ঔরস শব্দের অর্থ কথন নাই, তবে যে স্থানে ঔরস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন পরাশর সংহিতার সেই অংশ পূর্ব্বাপর কিঞ্চিৎ ভাগের সহিত উদ্ধৃত হইতেছে তাহা দর্শন করিলেও আপনারা জানিতে পারিবেন যে মনু ঔরস শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতেই পরাশরের নির্ভর কিনা।

পরাশর সংহিতা যথা

ওঘ বাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি॥
তদ্বৎপর স্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌসুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যাৎমৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥ ২॥

(২) নয়ের পৃষ্ঠা দেখ।

* ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বা যং সপুত্রো দত্তকোভবেৎ ॥ ৩ ॥
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়াচ পরিবিদ্যতে ইত্যাদি—

বায়ুতে উড্ডীন হইয়া এক জনের বীজ যদি অন্য জনের ক্ষেত্রে প্ররোহিত হয় তবে সেই বীজজাত শস্যকে ক্ষেত্রস্বামী পায় বীজস্বামী পায় না। সেই প্রকারে পরস্ত্রীতে উৎপন্ন জারজ পুত্র দুই প্রকার, স্বামী জীবিত থাকিতে যে জারজ তাহার কুণ্ড নাম আর স্বামির মরণোত্তর হইলে গোলক নাম হয় ॥ ২ ॥ ঔরস, দত্তক আর কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্র। মাতা কিম্বা পিতা যে পুত্রকে দান করেণ সেই পুত্রই দত্তক পুত্র হয় ॥ ৩ ॥ ইহার পর পরিবিত্তি ইত্যাদি করিয়া যে বচনার্দ্ধ লিখিলাম ইহাতে অন্য কথা, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহে যে পাপ হয় তাহার কথা, এই নিমিত্ত ও বচনের অর্দ্ধ মাত্র লিখিলাম এখন বিবেচনা করুণ পরাশর এক বচনের প্রথমার্দ্ধে ঔরস, দত্তক, এবং কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্রের বিধান করিলেন, শেষার্দ্ধে কাহাকে দত্তক পুত্র বলা যাইবে তাহার লক্ষণ করিলেন কিন্তু ঔরস এবং কৃত্রিম শব্দে কাহাকে বুঝাইবে, লক্ষণই বা কি কিছুই বলিলেন্ না, আপাততঃ এইটি অসঙ্গত বোধ হয় কিন্তু মনুসংহিতা দেখিলে আর কিছুই অসঙ্গত বোধ হইবে না, তাহার কারণ মনু ঔরস পুত্র প্রভৃতি ক্রমাগত দ্বাদশ পুত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন পূর্ব্বে (২) দর্শিত হইয়াছে তন্মধ্যে মনুর দত্তক লক্ষণ যথা।

মাতা পিতা বা দদ্যাতাংযমদ্ভিঃ পুত্র মাপদি।
সদৃশং প্রীতি সংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ ॥

আপদ্ কালে মাতা পিতা উভয়ে যে পুত্রকে জল দ্বারা দান করেণ সেই দত্তক পুত্র হয়।

---

* এই বচন দেখিলেই বোধ হয় ক্ষেত্রজ পুত্র কলিতে আছে ফলতঃ তাহা নয় দত্তক মীমাংসা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কলিতে নিযোগ নাই অতএব ক্ষেত্রজ পুত্রও নাই তবে পরাশর বচনে যে ক্ষেত্রজ পদ উহা ঔরসের বিশেষণ মাত্র।

এখন বিবেচনা করুণ মনুর লক্ষণে দ্বিবচনান্ত ক্রিয়া, কর্ত্তৃ বিশেষণ হওয়াতে মাতা পিতা উভয়ে দান করিলেই দত্তক হইবে, আর পরাশরের লক্ষণে এক বচনান্ত ক্রিয়া, কর্ত্তৃ বিশেষণ হওয়াতে পিতা অথবা পিতার অবর্ত্তমানে কেবল মাতা দান করিলেও দত্তক পুত্র হইবে, হিতকর দত্তক ধর্ম্মকে কলি যুগে ততোধিক হিতকর করিবার জন্য মনুর দত্তক লক্ষণে নির্ভর না করিয়া পরাশর স্বতন্ত্র দত্তকের লক্ষণ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত ঔরস পুত্র এবং শেষোক্ত কৃত্রিম পুত্র এই দুয়ের কিছুই লক্ষণ করিলেন না ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে পরাশরের এই অভিপ্রায় বোধ হইল যে মনু যে যে লক্ষণ করিয়া ঔরস শব্দের এবং কৃত্রিম শব্দের অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহাই আমার সম্মত কিন্তু দত্তক পদার্থে কলিযুগে স্বতন্ত্র মত আছে, অতএব স্বতন্ত্র লক্ষণ করিলাম। লোকে ব্যবহারও এই যে একজন বক্তৃতা করিবার সময়ে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করেণ তন্মধ্যে যদ্যপি কোন শব্দের নূতন অর্থ করিতে হয় তবেই তাহা স্বতন্ত্র করিয়া প্রকাশ করেণ, আর যে সকল শব্দের কোন অর্থ প্রকাশ করিলেন না তাহার প্রচলিত অর্থেই শ্রোতৃ গণের অর্থ নিশ্চয় হয়। একটা শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ দুই তিন জন ঋষিতে বলিলে তন্মধ্যে কোন্ অর্থ সর্ব্ব সাধারণের গ্রাহ্য হইবে এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ যথা।

* দাঢ়্যার্থং দৃশ্যতে রূঢে র্মানবং লিঙ্গ মেবচ।

রূঢ শব্দের অর্থের দৃঢ় করণ বিষয়ে মনুর বাক্যই অবলম্বনীয় দৃশ্য হইতেছে বৃহৎ পরাশর সংহিতার এই বচনাংশকেই অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকৃত বিধবা বিবাহ পুস্তকে শব্দার্থের সন্দেহ স্থলে মনুর নিরূপিত অর্থকেই গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন। বিশেষতঃ ঔরস শব্দের মনু যে প্রকার অর্থ কহিয়াছেন বৌধায়ন সূত্রে ও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে যথা।

সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিত মৌরসং বিদ্যাৎ॥ ৪॥

স্বয়ং কর্ত্তৃক সংস্কৃতা সজাতীয় স্ত্রীতে স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে পুত্র তিনি ঔরস পুত্র।

অতএব ঔরস শব্দের অর্থে দ্বৈধই নাই এইজন্য পরাশর যে ঔরস

* বৃহৎ পরাশর সংহিতা

শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ইহার অর্থ মনুর মতেই নিশ্চয় করিতে হইল তবে বিদ্যা সাগর মহাশয় বিধবার পুত্রকে যে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন ইহা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে কিম্বা চতুরতা করিয়াছেন ইহার সংশয় নাই উক্ত প্রকারে পদার্থের তত্ত্ব বিবেচনা করাতে পরাশরের তাৎপর্য্য নিশ্চয় যাহা হইল ইহাতে সুচতুর বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি বাগাড়ম্বর যাহা করিয়াছিলেন তাহাও নিরস্ত হইবার উপক্রম হইল। সেই বাগাড়ম্বর যথা।

"মনু প্রভৃতির মতে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত পরাশরের মতানুসারে কলি যুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা যাইবেনা এই মাত্র বিশেষ কলিযুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলা অভিমত হইলে পরাশর অবশ্যই পুনর্ভূ সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন এবং তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা অভিমত হইলে অবশ্যই পুত্র গণনাস্থলে পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেন তাদৃশ স্ত্রী যে পুনর্ভূ বলিয়া পরিগণিত হইবেনা এবং তাদৃশ পুত্রকে যে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক তাহা ইদানীন্তন কালের লৌকিক ব্যবহার দ্বারাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ যদি বাগ্‌দান করিলে পর বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হয় অথবা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ঐ কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়াথাকে যুগান্তরে এরূপে বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত যথা।

১৪। উদ্বাহতত্ত্বধৃত সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ

বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যাচ যাচ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যাচ পুনর্ভূ প্রভবাচ যা
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ।

বাচা দত্তা বাক্যের দ্বারা যাহাকে দানকরা গিয়াছে মনোদত্তা মনেমনে যাহাকে দান করাগিয়াছে কৃতকৌতুক মঙ্গলা যাহার

হস্তে বিবাহের সূত্রবন্ধন করা হইয়াছে উদকস্পর্শিতা যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে আর পাণিগৃহীতিকা যাহার পাণি গ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে অগ্নিং পরিগতা যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে পুনর্ভূপ্রভবা পুনর্ভূর গর্ব্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে এই সাৎকন্যা কুলের অধম এই সাৎ পুনর্ভূ কন্যাকে বিবাহে বর্জন করিবেক এই কাশ্যপোক্ত কন্যা বিবাহিতা হইলে অগ্নির ন্যায় পতিকুলকে ভস্মসাৎ করে।

এক্ষণে বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুক মঙ্গলা, পুনর্ভূ প্রভবা এই চারি প্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে অর্থাৎ বাগ্দান মনে মনে দান ও হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধনের পর, বর মরিলে অথবা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঐ রূপে বিবাহিতা কন্যাদিগকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ব্ভ জাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলিত কিন্তু এক্ষণে তাদৃশ স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ বলা যায় না ও তদ্গর্ব্ভ জাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলা যায় না সকলেই তাদৃশ স্ত্রীকে সর্ব্বাংশে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর তুল্য ও তাদৃশ পুত্রকে সর্ব্বাংশে ঔরস তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন †।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চমৎকার চতুর লেখক, তাঁহার লিখিবার ভঙ্গিক্রমে হঠাৎ জানাযায় না যে চতুরতা করিয়াছেন। কিন্তু কতদূর চতুরতা তাঁহা দেখুন। বাগ্দত্তা প্রভৃতি সাত প্রকার কন্যাকে ঐ কাশ্যপবচনে পৌনর্ভবশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতএব পৌনর্ভব সংজ্ঞাতেই ঐবচন প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু পুনর্ভূ সংজ্ঞাতে ও বচন প্রমাণ হইতে পারে না তবেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা ইত্যাদি কাশ্যপ বচনকে প্রমাণ করিয়া যে, বাগ্দত্তা প্রভৃতি সাৎপ্রকার কন্যাকে পুনর্ভূ বলিয়াছেন ইহা চতুরতা কি ভ্রম, তাহা বুঝিতে পারি না পৌনর্ভব আর পুনর্ভূ এই পদ দ্বয়ের যে কতদূর অর্থের ভিন্নতা পদ সাধন করিয়া তাহা জানাইতেছি সকলে মনোযোগ করুণ।

পুনর্ভ্বা ভবতি পৌনর্ভব ভবার্থে
তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ যথা পুত্রাৎ ভবতি পৌত্রঃ।

পুনর্ভূ হইতে জন্মে এই অর্থে পুনর্ভূ শব্দের উত্তর তদ্ধিতের

অপ্রত্যয় করিয়া পৌনর্ভব এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে যেমন পুত্র হইতে জন্মে যে তাহাকে পৌত্র বলে।

কাশ্যপের বচন মধ্যে এই অর্থের প্রকাশ করাও রহিয়াছে পুনর্ভূ প্রভবাচ যা। পুনর্ভূ হইতে যে কন্যা জন্মিয়াছে এই কন্যা পৌনর্ভব শব্দের মুখ্যার্থ আর ইহার পূর্ব্বে পঠিতা যে বাগ্‌দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণি-গৃহীতিকা, অগ্নি পরিগতা, এই ছয় প্রকার কন্যা পৌনর্ভব শব্দের গৌণার্থ, মুখ্যার্থের সদৃশ যে অর্থ সেই গৌণার্থ। যেমন গৌর্বা-হিকঃ। গোশব্দের মুখ্যার্থ হইল গো। আর গো সকলের যেমন ভার বহনে শক্তি আছে বাহিক মনুষ্য ও তেমনি ভার বহন করে এই নিমিত্ত বাহিক মনুষ্য গোর সদৃশ হইল যেবস্তু যাহাহইতে ভিন্ন হইয়া অথচ তাহার কার্য্যকারি কি, তদ্‌গুণ যুক্ত হয় সেই বস্তু তাহার সদৃশ হয়। কাশ্যপ বচনে ও সেই প্রকার, পুনর্ভূর গর্ব্ভজাত কন্যা পৌনর্ভব শব্দের মুখ্যার্থ হইল আর এই কন্যাকে বিবাহ করিলে পতিকুলে যাদৃশ অনিষ্ট হয় পূর্ব্বে কথিত বাগ্দত্তা প্রভৃতি ছয় প্রকার কন্যাকে বিবাহ করিলে ও পতিকুলে সেই রূপ অনিষ্ট ঘটনা হয় এই নিমিত্ত মুখ্যার্থ পৌনর্ভবের সদৃশ হইল এই জন্যে ঐ ছয় প্রকার কন্যা পৌনর্ভব শব্দের গৌণার্থ হইল সর্ব্বসুদ্ধ সাৎ প্রকার কন্যার নাম, পৌনর্ভব রহিল কিন্তু পুনর্ভু শব্দে ইহার কোনও কন্যাকেই কাশ্যপ বলিলেন না কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বলিতেছেন আর কোন ঋষি বা প্রামাণিক লোক কেহই বলেন না পুনর্ভূ শব্দের অর্থ যে যে মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন তাহাও ক্রমশঃ উদ্ধৃত হইতেছে বশিষ্ঠ সংহিতার সপ্তদশাধ্যায়ে যথা

যাচ ক্লীবং পতিত মুন্মত্তং ভর্ত্তার মুৎসৃজ্য।
অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সাপুনর্ভূর্ভবতি।

যে স্ত্রী ক্লীব অথবা পতিত কি উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কিম্বা পতি মরিলে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে সেই স্ত্রী পুনর্ভূ হয়।

বিষ্ণু সংহিতার পঞ্চদশাধ্যায়ে যথা।
অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।

অক্ষতযোনি অর্থাৎ ঋতুমতী হয় না এমন স্ত্রীর পুনর্ব্বার যদি বিবাহ সংস্কার হয় তবে সে স্ত্রী পুনর্ভূ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে যথা
অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতাপুনঃ

অক্ষত যোনি কি ক্ষত যোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহারে পুনর্ভূ শব্দে বলে।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌনর্ভব শব্দের যে পুনর্ভূ অর্থ করিয়াছেন ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে অতএব হে বেদ পরায়ণ হিন্দুগণ। পুত্র হইতে জাতকে পৌত্রই সকলে বলে কিন্তু তাহাকেও পুত্র বলাযায় এরূপ ব্যবস্থা যদ্যপি আপনাদের সুব্যবস্থা বোধ হয় তবে পৌনর্ভবকে পুনর্ভূ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আদৃত করিবেন, পুনর্ভূ শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া কেহই যদি না বলিতেন তাহইলেও বা উক্ত মহাশয় যথেচ্ছা হয় বলিতে পারিতেন কিন্তু বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, এই মহর্ষি ত্রয় যখন পুনর্ভূ শব্দের অর্থাবধারণ করিয়াছেন যে দ্বিতীয় বার বিবাহ সংস্কার যুক্তা স্ত্রীই পুনর্ভূ হইবে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বাগ্‌দত্তা মনোদত্তা প্রভৃতি অসংস্কৃতা স্ত্রীকে যে পুনর্ভূ বলিয়াছেন এবং পৌনর্ভব শব্দের সুলভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল কল্পিত অর্থে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিধবার পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিবার জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর এক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও অতঃপর নিরস্ত হইতেছে সেই চেষ্টা যথা

‡ অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ ইরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতসা
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাং॥ ৩॥

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে শ্রীমান্ বীর্য্যবান্

একপুত্র জন্মে গরুড়কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি বিনষ্ট হইলে নাগ-রাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই, দুঃখিতা পুত্রহীনা কন্যাকে লইয়া অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন।

অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসং।
জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞ স্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ। *
অর্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে নাপারিয়া ভীষ্মরক্ষক পরা ক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন॥

ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগের পৌনর্ভব কলিযুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাতে আমার বক্তব্য এই যে যে শব্দের যে অর্থ ব্যবহার সিদ্ধ আছে সে শব্দ চিরকালই সেই অর্থকে বোধ করায়, কোনও শব্দ কিছুকাল এক প্রকার অর্থকে বোধ করাইয়া আবার কিছুকাল পরে আর এক প্রকার অর্থকে বোধ করায় না। একথা আর কেহই বলিতে পারিবেন না কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী হইতেই এই অপূর্ব্ব কথা বহির্গতা হইয়াছে যে ঔরস শব্দটি সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে কেবল সধবার পুত্রকেই বুঝাইত কিন্তু কলিযুগে বিধবাপুত্র এবং সধবাপুত্র উভয়কেই বুঝাইবে এমন কথা কোন ঋষি কি কোন প্রামাণিক পণ্ডিত কেহই বলেন না কেবল এই মহাশয়ই সাহসে বলিলেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অভিমত সিদ্ধ হইল না কারণ।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়ো র্দ্বৈধে স্মৃতি র্বরা।

যেস্থলে বেদ, স্মৃতি, ও পুরাণ, এই তিনের বিরোধ উপস্থিত হইবে সে স্থলে বেদই প্রধান। স্মৃতিতে আর পুরাণাদিতে বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রধান। প্রধানের অনুগত হইয়াই ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে।

অতএব মনুর স্মৃতি শাস্ত্রে যে দ্বিতীয়বার বিবাহিতার গর্ব্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়াছেন এবং একবার মাত্র বিবাহিতার

* ভীষ্ম পর্ব্বের॥ ১১॥ অধ্যায়ঃ

গর্ব্ভজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়াছেন ও তদনুসারে শ্রাদ্ধাধিকার ধনাধিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে লইয়াই স্মৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বদা মীমাংসা করিতে হইবে। স্মৃতি বিরুদ্ধ পুরাণের অনুসারে স্মৃতি শাস্ত্রের মীমাংসা কদাচই করা যাইবেনা এ বিষয়ে পূর্ব্বে ও এক প্রমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা

দার্ঢ্যার্থং দৃশ্যতে রূঢে র্মানবং লিঙ্গমেবচ।

রূঢি শব্দের অর্থের দৃঢী করণ বিষয়ে মনুবাক্যই অবলম্বনীয় দৃশ্য হইতেছে, ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইল যে স্মৃতি শাস্ত্রে ও কোন স্থানে যদি ঔরস শব্দের অন্যবিধ অর্থ প্রকাশ থাকিত তাহাকে ও পরিত্যাগ করিয়া মনুর নিরূপিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইত তাহাতে মহাভারত যখন স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে নয় এবং তাহাতে ও যে ঔরস শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে সে ও অন্য কথা প্রসঙ্গে হইয়াছে ঔরস শব্দের অর্থ নিশ্চয় করিবার উদ্দেশে ঔরস শব্দের প্রয়োগ হয় নাই অতএব মহাভারতে বিধবার পুত্র যে ঔরস পদের প্রতিপাদ্য হইয়াছে তাহাকে ঔরস পদের লক্ষ্যার্থ বলিতে হইবে প্রকৃত ঔরস পুত্র, স্বয়ং কর্ত্তৃক উৎপাদিত বলিয়া, যেমন অধিকতর স্নেহ ভাগী হয় বিধবার পুত্র ও তেমনি আত্মজাত বলিয়া অধিক স্নেহভাগী অতএব ঔরস পুত্রের গুণযুক্ত বলিয়া গৌণ ঔরস হইল কিন্তু মনুর নিরূপিত যে সধবার পুত্র রূপ ঔরস সেই মুখ্য ঔরস তাহাকে লইয়াই সমুদয় স্মৃতি শাস্ত্রে ঔরস পুত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাতে আর অনুমাত্রই সংশয় রহিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল আত্মবুদ্ধি বলে পৌনর্ভব শব্দের পুনর্ভূ এই অর্থ স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে বাগ্‌দত্তা প্রভৃতি কএক প্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর, চলিতেছে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলিয়া কেহ বলেন না এবং তাদৃশ গর্ব্ভজাত স্ত্রীর পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া ও কেহ বলেন না সকলেই সেই পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়াই ব্যবহার করিতেছেন কেহ ভুলিয়া ও পৌনর্ভব বলেন না †

*॥ ৩২ ॥ পৃষ্ঠার

এই কথার উত্তর করাই হইয়াছে পৌনর্ভব শব্দের 'পুনর্ভূ' অর্থ করাটিই যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রম প্রযুক্ত, পূর্ব্বে ইহা স্থির করিয়াছি। বাগ্দানের পর মনে মনে দানের পর এবং হস্তে সূত্র বন্ধনের পর বরের মৃত্যু হইলে কিম্বা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে অন্য বরে বিবাহ দেওয়া হিন্দু সমাজে ব্যবহার আছে তাহাতে সেই সেই কন্যাকে পুনর্ভূ এবং তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব উক্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রমাণানুসারে পূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে তবে প্রাগুক্ত কাশ্যপ বচনে যে বাগ্দত্তা মনোদত্তা, কৃতকৌতুক মঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পানি গৃহীতিকা, অগ্নি পরিগতা, এবং 'পুনর্ভূ' প্রভবা, এই সাত প্রকার কন্যাকে বিবাহ করিলে পতিকুলে দোষ হয় বলিয়া বিবাহে বর্জ্জনীয়া বলিয়াছে—তন্মধ্যে বাগ্দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা এবং উদকস্পর্শিতা এই চারি প্রকার কন্যা কে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে বিবাহ বিষয়ে বিহিতা করিয়াছেন যথা

অদ্ভির্বাচাচ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতু রেব সা
যাবচ্চে দাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈ র্যদি নসংস্কৃতা
* অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা। ॥ ৫ ॥

জল দ্বারায় দত্তা কি বাক্য দ্বারায় অথবা মনে মনে দত্তা হইলে পর মন্ত্র দ্বারায় সংস্কৃতা হইবার পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয় তবে সে কন্যা পিতারই কুমারী থাকে অর্থাৎ পিতা পাত্রান্তরকে দান করিতে পারেন। বিবাহার্থে আহৃতা কন্যা যে পর্য্যন্ত মন্ত্র দ্বারা বিবাহ সংস্কৃতা না হয় তবে অন্যবরে বিধি পূর্ব্বক দান করা যাইবে সে কন্যা পূর্ব্বে ও যে প্রকার ছিল তখন ও সেই প্রকার।

এই বচন দ্বয়ের তাৎপর্য্যানুসারে বোধ হইল পিতা কুশবারি সংযোগে কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার পর ও যদি সংস্কার না করিয়া বরের অন্যথা হয় তাহাতে ও সে কন্যাকে পাত্রান্তরে দেওয়া যায় কিন্তু হিন্দু সমাজ এত দূর ধৰ্ম্ম ভীরু যে পাত্রস্থ মাত্র করা হইলে ও স্বামি মরণে সে কন্যাকে পাত্রান্তরে কেহ প্রদান করেণ না তদবধিই সে কন্যাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়

* ॥ ১৭ ॥ অধ্যায়

তবে বাগ্দান কিম্বা মনে মনে দান অথবা বিবাহার্থে সূত্র বন্ধন এই পর্য্যন্ত হইয়া বরের অন্যথা হইলে সেই কন্যার সচরাচর বিবাহ হইয়া থাকে অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ তথ্য না জানিয়া যে যে কন্যা কোন মতেই পুনর্ভূ হইতে পারে না তাহাকে পুনর্ভূ বলিয়া যে বাস্তবিক হিন্দু ধর্ম্মি লোকদিগের শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার করা প্রচার করিয়াছেন ইহা ও সাধু বিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিবার প্রধান যুক্তি করিয়াছেন যে পরাশর সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, ইহাতে অন্য যুগের ধর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্রও নাই; এই কথা। বলিয়াছেন যে ভ্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই ভ্রম নিবারণের জন্যে তাঁহার পুস্তকের সেই অংশ উদ্ধৃত এবং আলোচিত হই-তেছে যথা—

‡ পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন পরাশর সংহিতা যে রূপে আরম্ভ হইতেছে তাহা দেখিলে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সংশয় মাত্র থাকিবে না।

অথাতো হিম শৈলাগ্রে দেবদারু বনালয়ে।
ব্যাস মেকাগ্র মাসীনং অপৃচ্ছ ন্নৃষয়ঃ পুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতী সুত॥
তৎশ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্ক সন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতি স্মৃতি বিশারদঃ॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহং।
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোবদৎ॥
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থ কাঙ্ক্ষিণঃ।
মুনিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমং॥
তস্মিন্নৃষি সভামধ্যে শক্তি পুত্রং পরাশরং।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্য গণাবৃতং॥
কৃতাঞ্জলি পুটোভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ॥
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশর মহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতং ব্রুহীত্যাসীনো মুনি পুংগবঃ

ব্যাসঃ সুখাগতং যেচ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃ পরং ॥
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যোহ্যহং তব ॥
শ্রুতামে মানবাধর্ম্মা বশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্য কৃতাশ্চযে ॥
কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চযে।
আপস্তম্ব কৃতাধর্ম্মা শঙ্খস্য লিখিতস্যচ ॥
শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তা শ্রৌতার্থাস্তে নবিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মা কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বেনষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥

পূর্ব্বকালে কতগুলি ঋষি ব্যাস দেবকে জিজ্ঞাসা করেণ হে সত্যবতী নন্দন কলিযুগে কোন ধর্ম্ম কোন আচার মনুষ্যের হিতকর আপনি তাহা বলুন ব্যাস দেব ঋষি বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি আমি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব এবিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য তখন ঋষিরা ব্যাস দেবের সমভিব্যাহারে পরাশরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ব্যাস দেব ও ঋষিগণ কৃতাঞ্জলি পুটে পরাশরকে প্রদক্ষিণ প্রণাম ও স্তব করিলেন মহর্ষি পরাশর প্রসন্ন মনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আত্ম কুশল নিবেদন করিলেন, অনন্তর ব্যাস দেব কহিলেন পিতঃ আমি আপনকার নিকটে মনু প্রভৃতি নিরূপিত সত্যত্রেতা দ্বাপর ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হই নহি সত্যযুগে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

পরাশর সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভে ও কলি ধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যথা

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং ॥
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা

অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন

করিব পূর্ব্ব পরাশর যে রূপ কহিয়াছিলেন তদনুসারে চারিবর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠানক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এতন্মধ্যে তিনটি বচনে কলি শব্দ থাকাতে এই তিন বচন অবলম্বন করিয়াই তিনি পরাশর সংহিতাতে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম আছে অন্য যুগের ধর্ম্ম নাই বলিয়াছেন, অতএব সেই তিনটি বচন বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যার সহিত স্বতন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিতেছি যথা

প্রথম মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥

পূর্ব্বকালে ব্যাস দেবকে ঋষিরা জিজ্ঞাসা করেণ হে সত্যবতী নন্দন কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম ও কোন্ আচার মনুষ্যের হিতকর তাহা বলুন।

দ্বিতীয় সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে।
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥

সত্যযুগে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

তৃতীয় অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং॥
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা।

অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব পূর্ব্ব পরাশর যে রূপ কহিয়াছিলেন তদনুসারে চারিবর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠানক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব।

এতন্মধ্যে দ্বিতীয় বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা অর্থ করিয়াছেন এইটি কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করুণ। কিঞ্চিৎ এবং সাধারণ এই দুই পদকে চাতুর্বর্ণ্য সমাচার পদের বিশেষণ করিয়াছেন ইহাতেই চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বলুন এই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম এই শব্দে সর্ব্ব জাতির সমান রূপে ব্যবহর্ত্তব্য যে ধর্ম্ম তাহাকেই বুঝায়, আর যে যে ধর্ম্মকে কোন কোন জাতি ব্যবহার করিবে সকল জাতির [illegible]

র্ত্তব্য নয়, তাহারা অসাধারণ ধর্ম্ম। জলাশয় দান সেতু দান উদ্যান দান অতিথি সেবা ইত্যাদি ধর্ম্মকে সাধারণ ধর্ম্ম বলে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনা, যাজন, অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা. শূরকার্য্য যুদ্ধাদি করা, বৈশ্যের পশুপালনাদি, শূদ্রের দ্বিজসেবাদি, এই সকল অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহাদিকে সাধারণ ধর্ম্ম শব্দে বুঝায় না অর্থাৎ দুই এক জাতির অব্যবহার্য্য হইলেই অসাধারণ ধর্ম্ম হইবে আর সর্ব্ব জাতির ব্যবহার্য্য হইলেই সাধারণ ধর্ম্ম হইবে ইহাই স্থির করিতে হইবে তবে। কলিযুগের চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন এরূপ জিজ্ঞাসা পরাশর নিকটে বেদব্যাস উপস্থিত করিলে বেদব্যাসের সমুদায় কলি ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করা হইল না কেবল সাধারণ ধর্ম্ম মধ্যে কিঞ্চিতের জিজ্ঞাসা হইল অসাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখও হইল না; কিন্তু পূর্ব্বে ঋষিরা যখন ব্যাস নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন সমগ্র কলি ধর্ম্মেরই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যথা

মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতী সুত॥

হে সত্যবতী নন্দন বর্ত্তমান কলিযুগে মনুষ্যের হিতকর ধর্ম্ম এবং শৌচাচার যে যে; তাহা বলুন।

এই বচন মধ্যে যে ধর্ম্ম এবং শৌচাচার এই দুই পদ আছে তাহাতে সাধারণ কিম্বা অসাধারণ কোন বিশেষণ, না থাকাতে ধর্ম্ম এবং শৌচাচার এই দুই শব্দ দ্বারা কলিযুগের যাবদীয় ধর্ম্ম এবং যাবদীয় শৌচাচার সকলেরই বোধ হইয়াছে শব্দের স্বভাব সিদ্ধই এই প্রকার অর্থ হয়; ইহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে শব্দ শাস্ত্রে ইহার সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ রহিয়াছে যথা

অসতি প্রতিবাধকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদেনৈবান্বয়ঃ।

যদ্যপি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অন্বয় হয় অর্থাৎ সেই পদের প্রতিপাদ্য সমুদায় পদার্থেই অন্বয় পায়

যেমন দেবঃ পূজ্যঃ এই বাক্য দ্বারায় সমুদায় দেবই পূজ্য বোধ হয় বলিয়া ব্রাহ্মণোনমস্যঃ এই বাক্য দ্বারায় ব্রাহ্মণ মাত্রই নমস্য বলিয়া বোধ হয় এই রূপ কলিযুগের ধর্ম্ম এবং শৌচাচার বলুন

এই বাক্যেও কলির যাবদীয় ধর্ম্মের ও শৌচাচারের অবশ্যই বোধ হয় বিশেষত এই বচনে যথাবৎ একটি বিশেষণ পদ রহিয়াছে এই পদটি অধ্যয়ীভাব সমাস করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে যে যে বিধাঃ যথাবৎ এই ব্যাপন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস সিদ্ধ যথাবৎ পদটি ধর্ম্ম এবং শৌচাচার পদের বিশেষণ হওয়াতে কলির যে যে প্রকার ধর্ম্ম ও শৌচাচার বলুন ইহাই সুস্পষ্ট রূপে বোধ হইয়াছে, ঋষিগণের এই জিজ্ঞাসাতে বেদ ব্যাস যে প্রকার উত্তর করিলেন সেই উত্তর বচন দর্শন করিলেও সুস্পষ্ট বোধ হইবে যে ঋষিগণ বেদব্যাসকে সমুদায় কলি ধর্ম্মের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন উত্তর বচন যথা।

নচাহহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহহং
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ

ঋষিগণের প্রশ্নে ব্যাসদেব উত্তর করিতেছেন। আমি সর্ব্ব তত্ত্বের অভিজ্ঞ নহি কি প্রকারে ধর্ম্ম বলিব আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নচাহং এই বচনের ভাব প্রকাশ মাধবা চার্য্য যাহা করিয়াছেন তদ্দর্শনেও স্পষ্ট বোধ হইবে যে ঋষিরা সমুদায় কলি ধর্ম্মের কথাই ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যথা

"নচাহং ইতি বদতো ব্যাসস্য অয়মাশয়ঃ
সম্প্রীতি কলি ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছন্তে তত্র নতাবদহং
স্বতঃ কলি ধর্ম্ম তত্ত্বং জানামি অস্মৎ পিতুরেব তত্র
প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে"

আমি সকল বিষয়ের অভিজ্ঞ নহি ব্যাসের এই কথা বলিবার আশয় এই যে সম্প্রতি ইহাঁরা ; সকল কলি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু আমি নিজ বুদ্ধি বলে কলি ধর্ম্মের অভিজ্ঞ নহি আমার পিতারই এ বিষয়ে প্রবীণতা এই নিমিত্তই কলিতে পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম এই কথা পরে বলিবেন।

এখন বিবেচনা করুণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাতে ও "কলি ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছন্তে" বহু বচনান্ত থাকায় সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট বোধ হইল কিনা ! এবং সমুদায় কলিধর্ম্মের কথা পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই পরামর্শই বেদব্যাস

ঋষিগণের সহিত সুস্থির করিলেন কি না; অবশ্যই করিলেন বলিতে হইবে যদি সমুদায় কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবার পরামর্শ সুস্থির করিয়াই বেদব্যাস ঋষিগণের সহিত পরাশর নিকটে যাত্রা করিলেন তবে পরাশরাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমুদায় কলি ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা না করিয়া কলিযুগের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন এরূপ জিজ্ঞাসা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে পিতার নিকটে গমন করিতে করিতেই কি পরামৃষ্ট বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা কদাচই সম্ভব হইতে পারেনা অতএব " বিদ্যাসাগর মহাশয়। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ।" এই বচনার্দ্ধের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা দূরে থাকুক অর্দ্ধেক কলি ধর্ম্মের ও জিজ্ঞাসা হইলনা যেহেতুক যাবদীয় কলি ধর্ম্মের বোধক যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচার এই পদ ইহাতে উপর্য্যুপরি দুইটি বিশেষণের অন্বয় হইল। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচার এই পদের দ্বারায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণের সাধারণ এবং অসাধারণ সমুদায় ধর্ম্মেরই বোধ করাইতে পারিত কিন্তু তদুপরি সাধারণ এই পদটি বিশেষণ হইয়া। সাধারণ অসাধারণ এই দুই প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে এক প্রকার যে অসাধারণ ধর্ম্ম তাহারে আর বোধ করাইতে পারিলনা ও তদুপরি আবার কিঞ্চিৎ এই পদটি বিশেষণ হইয়া সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বলুন ইহাই সুপ্রতীত হইল ইহাতে পূর্ব্বাপর গ্রন্থের মহান্ বিরোধ হইল অর্থাৎ ঋষিরা সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা ব্যাস নিকটে করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমি সকল তত্ত্ব জানিনা আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য এই পরামর্শ করিয়া ঋষিগণের সহিত ব্যাসদেব পিতৃ নিকটে আগমন করিয়া পিতা পরাশরকে যখন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তখন সমুদায় কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসাই কর্ত্তব্য হইয়াছে তাহা হইলেই পূর্ব্বাপর গ্রন্থের অবিরোধ হইত এবং সেই জিজ্ঞাসাতেই পরাশরকে সমুদায় কলিধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতে হইত কিন্তু বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যানুসারে সাধারণ কলি[illegible] কিঞ্চিৎ বলুন এই রূপ জিজ্ঞাসাই হইল তাহাতে এক প্রকা[illegible] কার্য্যের পরামর্শ করিয়া উন্মত্ত চেতার ন্যায় অন্য প্রকার কার্য্য

ব্যাসদেবের করা হইল এরূপ জিজ্ঞাসাতে দুইটী কিম্বা একটী কলিধর্ম্ম বলিলেই পরাশরের উত্তর করা হয়; ইহাতে রথ-নিৰ্ম্মাণে—কৃতসংকল্প ব্যক্তি যেমন বৃক্ষ ছেদন করিয়া নিবর্ত্ত হইলে উপহাসাস্পদ হয়, কি, বৃক্ষ ছেদনেও অশক্ত হইয়া মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া সমাপ্তি করিলে ততোধিক উপহাসাস্পদ হয়, উক্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি বেদব্যাসও সেই সেই উপহাসের আস্পদ হইলেন। অতএব ঐ রূপ ব্যাখ্যা কোন মতেই পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনীয় হইতে পারে না; অতএব পূর্ব্বাপর গ্রন্থের নির্বিরোধে শব্দের স্বাভাবিক ভাব গ্রহণে যে অর্থের উদ্বোধ হইতে পারে, তাহাই লিখিতেছি, যথা।

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতা সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ।

সকল ধর্ম্মই সত্যযুগে জন্মিয়াছিল, সকল ধর্ম্মই কলিযুগে নষ্ট হইয়াছে অতএব কলিতে চতুর্বর্ণের ধর্ম্মাচার বলুন সাধারণ ধর্ম্মও কিঞ্চিৎ বলুন।

এই ব্যাখ্যাতে চাতুর্বর্ণ্য সমাচার এই পদের বিশেষণ কেহই নাই, কেবল ঐটী বদ ক্রিয়াতে অন্বিত হইয়াছে আর কিঞ্চিৎ সাধারণং এও একটী স্বতন্ত্র বিশেষ্য পদ, ঐ বদ ক্রিয়াতে অন্বিত হইয়াছে ইহার অন্বয় যোজনা; যথা।

কলৌ—চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং বদ। কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ।

কলিতে চতুর্বর্ণের ধর্ম্মাচার বলুন, আর সাধারণ ধর্ম্মাচারও কিঞ্চিৎ বলুন এই দুইটী জিজ্ঞাসার মধ্যে প্রথম জিজ্ঞাসা হইল যে, কলিতে চতুবর্ণের ধর্ম্মাচার বলুন ইহাদ্বারা কি সাধারণ কি অসাধারণ কলিযুগের সমগ্র ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা হইল। তাহার পর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা যে; কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ; অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মও কিছু বলুন, এই দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা দ্বারা প্রথম জিজ্ঞাসার অপ্রাপ্ত যে বিষয় তাহাই জিজ্ঞাস্য হইবে, জিজ্ঞাসার প্রণালীই এই মত; যে যে স্থানে দুই তিনটী কি আরও অধিক জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সে সর্ব্বত্রই প্রত্যেক জিজ্ঞাসা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য হয়, ইহাই যদি স্থিরতর হইল, তবে কলি যুগের চতুর্বর্ণের ধর্ম্মাচার বলুন; এই যে প্রথম জিজ্ঞাসা ইহার

দ্বারাই সমুদায় কলিধর্ম্মই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ইহার পর যে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা তাহাকে আর কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা কোন প্রকারেই বলা যাইবে না; তবে সুতরাং তাহাকে যুগান্তরীয় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা বলিতে হইবে; এজন্য দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার অর্থ হইল, যথা।

কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ সাধারণ যে ধর্ম্ম, তাহাও কিঞ্চিৎ বলুন॥

এই প্রকার অর্থ করাতে পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিৎ কিঞ্চিন্মাত্র বিরোধ ঘটিল না, এবং কিঞ্চিৎ পদ, কতদূর সুমিষ্ট হইয়া সংলগ্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করুন; বেদব্যাসের অভিপ্রায় যে, কলি যুগ উপস্থিত হওয়াতে এই ঋষিরা চিন্তা করিয়া থাকিবেন, যে আমরা কলিধর্ম্মে অনভিজ্ঞ, সেই কলিযুগ এইক্ষণে উপস্থিত হইল; অতএব কিরূপ ধর্ম্মাবলম্বনে অতঃপর কালযাপন করিব, এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই বা কিরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিব, এই কথা পরস্পর আন্দোলন করিয়া সকলেই চিন্তাকুল চিত্ত হইয়া থাকিবেন; এই নিমিত্ত একদাই বহুজন ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে আসিয়াছেন; অতএব সমগ্র কলিধর্ম্মের আলোচনা এক্ষণে অত্যন্তই প্রয়োজনীয় হইতেছে: এরূপ জিজ্ঞাসা করিব যে পিতা, তাহাতে সমস্তই কলি ধর্ম্ম বলিবেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্মের আলোচনাও কিঞ্চিৎ আবশ্যক হইতেছে, যে হেতু ধর্ম্ম কথা যখন শ্রবণ করা যায়, তখনই সুখবোধ হয়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগাপেক্ষায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ সকল ক্রমশই উৎকৃষ্ট, সে সকল যুগধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, শ্রবণমাত্রে পাপাত্মারও হৃদয় নির্ম্মল হয় অতএব চিত্তবিশুদ্ধির নিমিত্তেও সে সকল কথার কিঞ্চিৎ শ্রবণ করা আবশ্যক হইতেছে, তবে সে সকল যুগ অতীত হইয়াছে এইক্ষণে সেই সেই যুগের সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণে আবশ্যক নাই; অতএব কিঞ্চিৎ বলিবার জিজ্ঞাসা করিব, তাহাতে পিতার যে রূপ ইচ্ছা হয় তদনুরূপই বলিবেন। এরূপ ব্যাখ্যায় লোক ব্যবহারও রহিয়াছে; দেখুন যেমন অধিকদিন দূর দেশস্থিত কোন ব্যক্তি, যদি স্বগ্রাম হইতে নূতন আগত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন; যে হ্যাঁগো মহাশয় আপনি সম্প্রতি আসিয়াছেন; অতএব গ্রামের

সংবাদ বলুন কিঞ্চিৎ সাধারণ সংবাদ বলুন; তখন সেই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অবশ্যই সেই জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে, যে এ ব্যক্তি গ্রামের সমুদায় সংবাদই জিজ্ঞাসা করিল, এবং অন্যান্য গ্রামেরও কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিল, অতএব স্বগ্রামের সমুদায় সংবাদই ইহাকে বলিতে হইবে, পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের যাহা হউক কিছু বলিতে হইবে পরাশরসংহিতাতে ব্যাসদেব যে, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহারও তাৎপর্য্য ঐ রূপ বলিতে হইবে, লৌকিক বাক্যে শাস্ত্রীয় বাক্যে ভাষার মাত্র ভিন্নতা, ভাবগ্রহণের সর্ব্বত্রই এক প্রকার রীতি অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে যে কিঞ্চিৎ পদ, গণ্ডোপরি বিস্ফোটকের ন্যায় দোষোপরি দোষ জনক হইয়াছিল, সেই কিঞ্চিৎ পদ এই মন্দমতিদের ব্যাখ্যাতে এইক্ষণে মুকুটের উপরিভাগে মণিমালার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে কি না; তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; অতএব পরাশর-সংহিতার যে বচনকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর সংহিতাকে কেবল কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন; বিশিষ্ট বিবেচনা করাতে সেই বচন তাঁহার মতের পোষক না হইয়া পরাশর যে চতুর্যুগের ধর্ম্ম বলিয়াছেন এই পক্ষেই পোষক হইতেছে; এবং এই জিজ্ঞাসা বচনের পরেই পরাশর যাহা উত্তর দান করিতেছেন সেই উত্তরবাক্যের অনেক স্থানেই চতুর্যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ হওয়াতে ঐ পোষকতা বলবতী হইয়াছে, কি না ইহা জানাইবার নিমিত্তে সংহিতার সেই অংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

যথা ব্যাস বাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসের বাক্যাবসান হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বিস্তর রূপে বলিয়াছিলেন।

এই বচনের পর শৃণু পুত্র। ইত্যাদি বচন দ্বারা পরাশর, ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিলেন; তদনন্তর এই বচন, যথা।

নকশ্চিৎ বেদকর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

বেদের কর্ত্তা কেহ নয় চতুর্ম্মুখ বিধাতা বেদকে স্মরণ করেন তিনি যেমন স্মরণ করেন মনুও তেমনি কল্পে কল্পে ধর্ম্মকে স্মরণ করেন।

ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইল যে, কল্পাদি সময়ে সমুদায় ধর্ম্মকেই মনু স্মরণ করেন, তাহা না হইলে ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত মনুতে সংগত হইতে পারে না, অন্য কোন ঋষিকে ধর্ম্মের স্মরণ কর্ত্তা না বলিয়া কেবল মনুকেই ধর্ম্ম স্মর্ত্তা বলাতে কোন ব্যক্তি না বুঝিবেন, যে মনুই সর্ব্বাগ্রে সমগ্র ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন; পশ্চাৎ শিষ্য পরম্পরায় সেই সকল ধর্ম্ম প্রকটীকৃত হইয়া তপঃশক্তির অনুসারে অধ্যয়ন ভাবনা দ্বারা পশ্চাৎ ঋষিগণ যে যেমন অভিজ্ঞ হইয়াছেন; তদনুরূপ ব্যবস্থা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব সকল ঋষির স্মৃতিতে সকল ব্যবস্থা নাই।

অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে॥
অন্যে কলিযুগেনৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥

সত্য যুগে এক প্রকার ভিন্ন ধর্ম্ম ত্রেতা যুগে আরএক প্রকার দ্বাপরে অন্য প্রকার কলিতে আর এক প্রকার, ক্রমে যুগ পরিমাণ যেমন হ্রাস হইবে ধর্ম্মও সে রূপ হ্রাসমান হইবেন।

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞ মিত্যুচুর্দানমেকং কলৌযুগে॥

সত্যযুগে তপস্যা ধর্ম্মই প্রধান অর্থাৎ অনেকে করিত, ত্রেতাতে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞ ধর্ম্ম প্রধান, কলিতেদান ধর্ম্ম প্রধান।

কৃতেতু মানবাধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃস্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃস্মৃতঃ॥

সত্যযুগে মনু প্রণীত ধর্ম্মের আচার ছিল, ত্রেতাযুগে গৌতম ধর্ম্মের, দ্বাপরে শঙ্খলিখিত ধর্ম্মের, কলিতে পরাশর প্রণীত ধর্ম্মের ক্রমাগত, এই প্রকার নয়টী বচনে চতুর্যুগের ধর্ম্ম, পরাশর কহিয়াছেন; ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে বেদব্যাস যেমন। কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ।

অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পরাশরও তেমনি চতুর্যুগের ধর্ম্ম কিছু কিছু বলিয়া উত্তর দিতেছেন, ইহাইত সুগম অর্থ সর্ব্বজনের মনো-

গত হইতে পারে; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সকল বচনকেও মাত্র কলিধর্ম্মের বচন বলিয়াছেন, তাহাতে এই রূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন; যথা।

" অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥

যুগরূপানুসারে মনুষ্যের সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

পরাশর এই রূপে যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতুক প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন এই ব্যবস্থা করিয়া যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তিহ্রাসের প্রবৃত্তি ভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্তে পরবর্ত্তি কতিপয় বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগের ধর্ম্ম কথা লিখিয়াছেন "

এই ব্যাখ্যা কত দূর অসঙ্গত তাহা বিবেচনা করুন। তপঃ পরং কৃত যুগে ইত্যাদি নয়টী বচনেই চারচরণে চার যুগের ধর্ম্ম যাহা কথিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম প্রকাশক তিন তিন চরণকে, কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থে বলিয়াছেন; আর কলি শব্দ ঘটিত এক একটী চরণকে মাত্র ধর্ম্ম নিরূপণার্থে বলিয়াছেন। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, স্মৃতি শাস্ত্র বেদের তুল্যই বেদে আর স্মৃতিতে ভাষা মাত্রের বৈলক্ষণ্য আছে, ফল তারতম্য কিছুই নাই; অতএব ঐ উভয়ই সমান বিশ্বাস ভূমি, বেদশাস্ত্র প্রভু সম্মিত অর্থাৎ প্রভু যেমন ভৃত্যকে ইহা কর, ইহা করিবে না; এই মাত্র বলেন সেই করা না করার প্রতি কোন যুক্তি কিম্বা কোন হেতু প্রদর্শন করা নাই; বেদ শাস্ত্রও সেই প্রকার, ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ যথা।

নিরপেক্ষ রবা শ্রুতিঃ।

বেদশাস্ত্র কোন রবকে অপেক্ষা করেন না; অর্থাৎ যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তন্মাত্রই বেদ, বলেন যুক্তি বা হেতু কিঞ্চিন্মাত্রও বলেন না।

ঐ বেদার্থের স্মরণ করিয়া ঋষিগণ যে স্মৃতিশাস্ত্র কহিয়াছেন তাহাতেও ঐ রূপ ব্যবহার আছে হেতু বা যুক্তি প্রদর্শন নিষ্প্র-য়োজন, বিশেষতঃ পরাশরসংহিতা বিস্তৃত পুস্তক নয়, স্বল্পের

মধ্যেই পরাশরকে বিস্তর ধর্ম্ম বলিতে হইয়াছে, এবং তাঁহার বাক্যে কোন ব্যক্তির অবিশ্বাসও নাই, তবে তিনি কি জন্যই বা ঐ সকল বচনের তিন তিন চরণ অকারণে কীর্ত্তন করিবেন, উদাহরণ প্রদর্শন করাণ কেবল মাত্র বিশ্বাস বৃদ্ধির নিমিত্তে অতএব ঐ সকল বচনে চতুর্যুগেরই, ধর্ম্ম কীর্ত্তন হইয়াছে, উক্ত মহাশয় যে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন বলিয়াছেন, তাহা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না ; এবং এই চতুর্যুগের ধর্ম্ম প্রকাশক বচনের পর দুই বচন ব্যবধানে যে দুই বচন আছে তাহা দর্শন করিলেও পাঠকবর্গ নিঃসংশয়ে জানিবেন, যে পরাশরসংহিতায় চার যুগেরই ধর্ম্ম কথা আছে, সেই বচনদ্বয় যথা।

যুগে যুগেচ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্রচ যেদ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি তে স্মৃতাঃ॥

যুগে যুগে যে যে প্রকার ধর্ম্ম উপস্থিত হইবে, এবং দ্বিজগণও যে যে প্রকার হইবেন, তাঁহদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নয়, যে হেতু তাঁহারাই যুগরূপ।

যুগে যুগেচ সামর্থ্যং শেষং মুনিভির্ভাষিতং।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥

প্রতিযুগের মনুষ্যগণের যেমন সামর্থ্য তদনুসারে অন্যান্য ঋষি কর্ত্তৃক এবং পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত—যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বিধান করিবে।

গৃহে গৃহে গীতং এই রূপ শব্দ থাকিলে যেমন সমুদায় গৃহেতে গীত হওয়া বোধ হয় ; তেমনি যুগে যুগে এই রূপ শব্দ থাকাতে চার যুগের ধর্ম্মের এবং চার যুগের দ্বিজগণের নিন্দা করিবে না এই রূপ অর্থবোধ হইল, দ্বিতীয় বচনেও চারযুগের মনুষ্যের সামর্থ্যের অনুসারে, অন্যান্য ঋষি কর্ত্তৃক এবং পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বিধান করিবে, এই অর্থ বোধ হইয়াছে এই বচনে যুগে যুগে এই পদের সহিত পরাশরেণ এই পদের অন্বয় থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে তাহা হইলেই পরাশর চার যুগের ধর্ম্ম বলিয়াছেন ইহা পরাশর বচনেই স্পষ্ট হইল তবে ঋষিভি ভাষিতং। অর্থাৎ ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এই

কথা বলিলেই পরাশরকেও প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তথাপি পরাশর শব্দ দেওয়াতে পরাশর শব্দটী উদ্বৃত্ত হইল।

উদ্বৃত্তোহিগ্রন্থঃ সমধিক ফলমাচষ্টে।

গ্রন্থ উদ্বৃত্ত হইলেই অর্থাৎ যে শব্দ না দিলেও হয় সেই শব্দ দেওয়া হইলে উদ্বৃত্ত বলা যায় তাহাতে অধিক কোন ফলকে বুঝায়।

এই নিমিত্ত পরাশর সংহিতার টীকাকার যে মাধবাচার্য্য তিনি কিঞ্চিৎ অধিক ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা।

পরাশর গ্রহণং কলিযুগাভি প্রায়কং।
সর্ব্বেষ্বেব কল্পেব পরাশর স্মৃতেঃ॥
কলিযুগ ধর্ম্ম পক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষ্বপি।
কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেনাদরণীয়ঃ॥

পরাশরের নাম গ্রহণ কলিযুগাভিপ্রায়ে সকল কল্পেই পরাশরস্মৃতি কলিধর্ম্মের পক্ষপাতি অর্থাৎ অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও কথিত হয়, কিন্তু কলিধর্ম্মই বিশেষ রূপে কন, তন্নিমিত্তে কলি যুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান করিয়া মান্য করিতে হইবে।

ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য যে ভাব ব্যাখ্যা করিলেন, এতন্মধ্যে বলিলেন যে পরাশরেরস্মৃতি কলিধর্ম্মের পক্ষপাতি। আর একটী শব্দ প্রয়োগ করিলেন যে, কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত—বিষয়েও পরাশরকে প্রধান করিয়া আদর করিতে হইবে ; এই দুই বাক্যের দ্বারা সুস্পষ্টই বোধ হইল যে পরাশর চার যুগের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন ; তাহার কারণ ক্রমশঃ বিবেচনা করন।

এই পক্ষপাতি শব্দের এমন স্থলেই সকলকে প্রয়োগ করিতে দেখা যায় যেস্থলে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন কথা দুই তিন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে, তন্মধ্যে এক পক্ষের উপর যদি অধিক আগ্রহ দৃষ্ট হয় তবেই সে ব্যক্তিকে পক্ষপাতি ব্যক্তি কি সে কথাকে পক্ষপাতিনী কথা বলা যায়, মধ্যস্থ কিম্বা বিচারপতির এক পক্ষে আগ্রহ দেখিলেই তাঁহার প্রতি, পক্ষপাতি শব্দের প্রয়োগ হয়, নতুবা এক পক্ষমাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে থাকে,

তাহাতে কদাচই কেহ পক্ষপাতি শব্দের প্রয়োগ করে না; অতএব ভাষ্যকার পরাশরস্মৃতিকে কলিধর্ম্মের পক্ষপাতি বলিয়াই জানাইলেন; যে পরাশর, সকল যুগের ধর্ম্মই কহিয়াছেন, কিন্তু কলিধর্ম্মই বিস্তর রূপে কন্ এবং কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও প্রাধান্য রূপে পরাশর, আদরণীয়; একথা বলিয়াও জানাইলেন যে, অন্য যুগের প্রায়শ্চিত্তও পরাশর কহিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে প্রাধান্যরূপে আদরণীয় নন, কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েই আদরণীয়। এইক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন উক্ত বচনস্থ যুগে যুগে এই পদের সহিত পরাশরেণ এই পদের অবশ্যম্ভাবি অন্বয় দ্বারা এবং ভাষ্যকারের পক্ষপাতিও প্রাধান্যেনাদরণীয় এই দুই বাক্যের দ্বারা পরাশরস্মৃতিতে যে সর্ব্বযুগেরই ধর্ম্ম কথিত আছে, ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে কি না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় পক্ষপাতি শব্দের সুগম অর্থকে গোপন করিয়া অথবা বুঝিতে না পরিয়া কলিধর্ম্ম পক্ষপাতি। এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, কলিধর্ম্ম মাত্রই বলিয়াছেন এই অর্থ নিশ্চয় করিয়া অপার সাহসে অম্লান বদনেই, মহামহোপাধ্যায় যে মাধবাচার্য্য তাঁহার লিখিত ব্যবস্থার উপরও দোষ প্রদান করিয়াছেন; এ কথা পণ্ডিতগণ বিদিত হইলে আমার বোধ হয় তাঁহারা হাস্যার্ণবেই কিছুকাল মগ্ন থাকিবেন। পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দোষ দিয়াছেন. তাহা যে পর্য্যন্ত ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে; কিঞ্চিৎ বলিলাম বিশেষ জানাইবার নিমিত্তে উক্ত মহাশয়ের লিপি অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—

"মাধবাচার্য্য পরাশরসংহিতার বিধবাদিস্ত্রীর বিবাহ বিধায়ক বচনের ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে কহিয়াছেন।

অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ তথাচাদি—
পুরাণং উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং॥

পরাশরের এই পুনরুদ্বাহের বিধি যুগান্তরবিষয়ে বলিতে হইবে, যে হেতু আদিপুরাণে বলিয়াছেন, যে বিবাহিতার পুন-

র্ব্বার বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ গোবধ ভ্রাতৃ ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন কমণ্ডলু ধারণ কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক মাধবাচার্য্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা সঙ্গত কি না এস্থলে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কি তাহাই সংহিতার অভিপ্রায় এবং মাধবাচার্য্যের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দ্বারায় নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সংহিতা।

অথাতোহিম শৈলাগ্রে দেবদারু বনালয়ে।
ব্যাস মেকাগ্র মাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃপুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥ ১॥

অনন্তর এই হেতু ঋষিরা পূর্ব্বকালে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে দেবদারুবনস্থিত আশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সত্যবতী নন্দন এক্ষণে কলিযুগ বর্ত্তমান এই যুগে কোন ধর্ম্ম কোন শৌচ ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর তাহা আপনি যথাবৎ বর্ণন করুণ।

ভাষ্য।

বর্ত্তমান কলাবিতি বিশেষণাৎ।
যুগান্তর ধর্ম্মজ্ঞানানন্তর্য্যং॥ ২॥

অনন্তর এই শব্দের অর্থ এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া ঋষিরা কলি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ যস্মাদেকদেশাধ্যায়িনো,
না শেষ থর্ম্ম জ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগান্তর
ধর্ম্মং অবগত্য নকলি ধর্ম্মাবগতিস্তস্মাদিতি॥ ৩॥

এই হেতু ইহার অর্থ এই যে যেহেতু এক দেশ অধ্যয়ন করিলে অশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না এবং অন্যান্য ধর্ম্ম জানিলে কলি ধর্ম্ম জানা হয় না এই হেতু ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে কাল যুগের আরম্ভ হইলে পর ঋষিরা সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম অবগত

হইয়া পরিশেষে কলি যুগের ধর্ম্ম অবগত হইবার বাসনায় ব্যাস-দেব নিকটে আসিয়া কলি ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৪॥

সংহিতা।

তৎশ্রুত্বা ঋষি বাক্যন্তু সশিষ্যোঽগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতি বিশারদঃ ॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহং।
অস্মৎ পিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ ॥ ৫ ॥

শিষ্য মণ্ডলী বেষ্টিত অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ মহাতেজা ব্যাস, ঋষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা বর্ত্তব্য পুত্র ব্যাস এই কথা বলিলেন।

ভাষ্য।

নচাহমিতি বদতো ব্যাসস্যায় মাশয়ঃ ॥
সম্প্রতি কলি ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছ্যন্তে তত্র।
নতাবদহং স্বতঃ কলি ধর্ম্ম তত্ত্বং জানামি ॥
অস্মৎ পিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ।
পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে যদি পিতৃপ্রসা
দান্মম তদভি জ্ঞানং তর্হিসএব পিতাপ্রষ্টব্যঃ।
নহি মূল বক্তরি বিদ্যমানে প্রণাড়িকাদ্রিয়তে ইতি ॥ ৬ ॥

অমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি ব্যাস দেবের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে সম্প্রতি তোমরা কলি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ কিন্তু আমি পিতার নিকট কলি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াছি এ বিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ এই নিমিত্তে কলিতে পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম, ইহা পরে বলিবেন যখন আমি ও পিতার প্রসাদেই কলি ধর্ম্ম জানিয়াছি তখন সেই পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে পরম্পরা স্বীকার করা উপযুক্ত নয়।

ভাষ্য।

এবকারেণান্য স্মর্ত্তারো ব্যাবর্ত্তান্তে যদি মন্বাদয়ঃ
কলি ধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ তথাপি পরাশরস্যাস্মিন বিষয়ে
তপো বিশেষ বলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭ ॥

আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য এরূপ কহাতে অন্য স্মৃতি কর্ত্তা দিগের নিবারণ হইতেছে যদিও মনু প্রভৃতি কলি ধর্ম্মজ্ঞ বটেন তথাপি তপস্যা বিশেষ প্রভাবে পরাশরই কলি ধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবীণ।

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে পরাশর কলি ধর্ম্ম বিষয়ে মনু প্রভৃতি সকল স্মৃতি কর্ত্তা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ এবং পরাশর স্মৃতি কাল ধর্ম্ম নিরূপণের প্রধান শাস্ত্র ॥ ৮ ॥

সংহিতা।

যদি জানাসি মেভক্তিং স্নেহং বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয মেতাত অনুগ্রাহ্যোহ্যহং তব ॥ ৯ ॥

হে ভক্ত বৎসল পিতঃ যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন এবং আমার উপর স্নেহ থাকে তবে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন আমি আপনকার অনুগ্রহ পাত্র। এই রূপে ব্যাসদেব ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য।

ননু সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মাঃ তত্র
কোধর্ম্মো ভবতা বুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য বুভুৎসিতং,
পরিশেষয়িতুমুপন্যস্যতি ॥ ১০ ॥

সংহিতা।

শ্রুতামে মানবাধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা চৌশনসাঃস্মৃতাঃ ॥
অত্রের্ব্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষা দঙ্গিরসস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈবচ ॥
আপস্তম্ভ কৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্যচ।
কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসাম্মুনেঃ ॥
শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তা শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥ ১১ ॥

মনু প্রভৃতি নিরূপিত অনেক ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে তুমি কোন ধর্ম্ম জানিতে চাও যেন পরাশর ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাস, জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের কথা পরিশেষে কহিবার নিমিত্ত প্রথমত অবগত ধর্ম্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন।

আমি আপনকার নিকট মনু বশিষ্ঠ কাশ্যপ গর্গ গোতম উশনা অত্রি বিষ্ণু সংবর্ত্ত দক্ষ অঙ্গিরা শাতাতপ হারীত যাজ্ঞবল্ক্য আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত কাত্যায়ন ও প্রাচেতস নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি যথা যাহা শ্রবণ করিয়াছি বিস্মৃত হই নাই সে সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম।

ভাষ্য।

ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুৎসিতং পৃচ্ছতি॥ ১২॥

সংহিতা।

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃকলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥ ১৩॥

এক্ষণে ব্যাস দেব যে ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন সকল ধর্ম্ম সত্য যুগে জন্মিয়াছিল কলি যুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব আপনি চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

ভাষ্য।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
আদি পুরাণেপি যস্তু কার্ত্ত যুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যঃ॥
কলৌ যুগে পাপ প্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যোনরস্তথা।
অতঃ কলৌ প্রাণিনাং প্রয়াস সাধ্যে ধর্ম্মে
প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মো হত্র বুভুৎসিতঃ॥ ১৪॥ ১৪॥

বিষ্ণু পুরাণে কহিয়াছেন কলি যুগে মনুষ্যের চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না আদি পুরাণেও কহিয়াছেন সত্য যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত কলি যুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না যে হেতুক কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে কলি যুগে কষ্ট সাধ্য ধর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব এই নিমিত্ত পরাশর সংহিতাতে অনায়াস সাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মনুপ্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম কলি যুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় না. এই নিমিত্ত ব্যাস দেব পরাশরকে মনুষ্যেরা

কলি যুগে অনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে পারে এরূপ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বাক্য সমাপ্ত হইলে মুনি শ্রেষ্ঠ পরাশর ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ব্যাস দেবের প্রার্থনা শুনিয়া পুত্রবৎসল পরাশর কলি যুগের ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সংহিতা।

পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

পরাশরের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়।

ভাষ্য।

পরাশর গ্রহণং কলি যুগাভিপ্রায়ং সর্ব্বেম্বপি।
কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কাল যুগ ধর্ম্ম পক্ষপাতিত্বাৎ ॥
প্রায়শ্চিত্তেম্বপি কলি বিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেনাদরণীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কলি যুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে যে হেতু সকল কল্পেই কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কলি যুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান রূপে মান্য করিতে হইবেক।

ইহারদ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য এবং কলি যুগের ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের মত প্রধান ॥ ২০ ॥

এক্ষণে সকলে স্থির চিত্তে বিবেচনা করুণ পরাশরের যে কএকটি বচন ও ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের যে কএটি আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল তদনুসারে কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কি না ॥ ২১ ॥

এই রূপে যখন কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে তখন ঐ সংহিতার আদ্যোপান্ত গ্রন্থই যে কলি ধর্ম্ম নির্ণায়ক তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবেক আর সমুদায় গ্রন্থ কলি ধর্ম্ম নির্ণায়ক স্বীকার করিয়া কেবল বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ বিধায়ক বচনটি অন্য যুগের বিষয়ে বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।*

পূর্ব্বের চিহ্ন অবধি এই শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর কৃত পুস্তক যাহা লিখিলাম এতন্মধ্যে ক্রমাগত যে সংহিতা যে২ ভাষ্য এবং বিদ্যাসাগর কৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা যাহা আছে তাহাতে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্কে সঙ্কেত করিলাম অতঃপর যে ভাগের উপর যাহা কিছু বক্তব্য হইবে তাহা ঐ ঐ সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া লিখিব পুনর্ব্বার সমগ্র ঐ সকল ভাগ লিখিয়া আয়াস বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই।

পরাশর সংহিতায় বিধবাদি স্ত্রীদিগের যে পুনর্ব্বার বিবাহ বিধি দৃষ্ট হইতেছে। পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ঐ বিবাহ বিধায়ক বচনের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে এই পুনর্বিবাহ যুগান্তর বিষয়ং কলি যুগের নয়। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে পরাশর সংহিতাতে কেবল মাত্র কলি যুগের ধর্ম্মই নিরূপিত হইয়াছে অন্য যুগের ধর্ম্ম ইহাতে নাই অতএব মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে ইতঃ পূর্ব্বে যত গুলি সংহিতাংশ, কি ভাষ্যাংশ, উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার কোন স্থানেই এতাদৃশ প্রমাণ নাই যে পরাশর কেবল কলি ধর্ম্ম বলিয়াছেন অন্য যুগের ধর্ম্ম কিছুই বলেন নাই।

সংহিতা।

এই সংহিতার ফলিতার্থ এই যে কতগুলি ঋষি ব্যাস নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন হে সত্যবতী নন্দন এক্ষণে কলি যুগ উপস্থিত, মনুষ্যের হিতকর ধর্ম্ম এবং শৌচাচার বলুন। এই অংশ উদ্ধৃত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৃথা পরিশ্রম হইয়াছে কারণ ঋষিগণের জিজ্ঞাসায় ব্যাসদেব বলিলেন চল, পিতাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তবেই পরে ব্যাসদেব পিতাকে যে, জিজ্ঞাসা করিবেন সেই জিজ্ঞাসার অনুসারেই পরাশর প্রণীত ধর্ম্মের প্রকাশ হইবে অতএব সেই জিজ্ঞাসাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা যদি কেবল কলিধর্ম্মের জিজ্ঞাসা হয় তবে পরাশরের উত্তরেও কেবল

কলি ধর্ম্ম থাকিবে আর ব্যাস কৃত জিজ্ঞাসাতে যদি কলিধর্ম্ম এবং অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও থাকে তবে পরাশরের উত্তরের মধ্যেও অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম থাকিবে। ঋষিগণ বেদব্যাসকে কেবল কলি ধর্ম্মই জিজ্ঞাসা করিলেন বটে কিন্তু বেদব্যাস তাহাতে যখন স্বয়ং উত্তর না করিয়া ঐসকল ঋষিদিগকে লইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে চলিলেন এবং পিতৃ নিকটে ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া আপনিই যখন বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহার মনে যদি অন্য যুগেরও ধর্ম্ম শ্রবণের ইচ্ছা হয় তবে কি কলি ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না অবশ্যই পাবেন যদি বলেন যে যুগান্তরীয় ধর্ম্ম বেদব্যাস জানেন এবং ঋষিগণ ও জানেন তবে আর জানাকথার কিজন্য জিজ্ঞাসা করিবেন ইহাতে আমার বচনীয় এই যে সুবিজ্ঞ সদ্বক্তার সঙ্গলাভ হইলে জানা কথাও জানিতে ইচ্ছা হয় ইহা লোক ব্যবহারেই দেখা যাইতেছে এবং জানা হইলেই যদি জিজ্ঞাসা করা না হয় তবে ব্যাসদেব কলিধর্ম্মের কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না যে হেতুক বেদব্যাস পিতার নিকটে পূর্ব্বেই কলিধর্ম্ম জানিয়াছেন পূর্ব্বে লিখিত ৬ ছয় সঙ্খ্যার ভাষ্যে প্রকাশ রহিয়াছে তবে বিবেচনা করুণ ব্যাস জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে পরাশর সংহিতায় যে সকল কথা তাহার কোনটিই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যোপয়োগী হইল না অর্থাৎ সে সকল কথাকে লইয়া পরাশর সংহিতায় কোন ধর্ম্ম থাকিবে কোন যুগধর্ম্ম না থাকিবে ইহার নিশ্চয় করা যাইবে না ইহা হইলেই ১ এক অবধি ১২ দ্বাদশসংখ্যা পর্য্যন্ত উপস্থিত বিচারে নিষ্প্রয়োজনীয় হইল।

১৩ সংহিতা।

এই সংহিতা ভাগের বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্ম সত্য যুগে জন্মিয়াছিল সকল ধর্ম্মই কলিযুগে নষ্ট হইয়াছে অতএব চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন, এই অর্থে বহুতর দোষ যে প্রকারে ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্বে* কথিত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্বর্ণের কলিতে ধর্ম্মাচার বলুন, অন্যান্য যুগসাধারণ ধর্ম্ম

* এই পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় অবধি ৩২ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি পর্য্যন্ত দেখ।

ও কিছু বলুন, এই অর্থই নির্দ্দোষ হইয়াছে ব্যাসকৃত জিজ্ঞাসার এই অর্থই যদি সুস্থির করিতে হইয়াছে এবং ঐ ব্যাসকৃত জিজ্ঞাসার অনুসারেই যদি পরাশরকে ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হইয়াছে তবে পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম এবং অন্যান্য যুগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীয় সংহিতাতে বলিয়াছেন তাহা না বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর দানই হইতে পারে না অতএব পরাশর সংহিতাতে সত্য ত্রেতা যুগের ধর্ম্মও যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিরূপিত হইয়াছে এবিষয়ে আর অনুমাত্রই সংশয় রহিল না তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভাষ্যাংশকে উদ্ধৃত করিয়া অনর্থক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যেহেতুক যুগান্তরের ধর্ম্ম নিরূপণ হয় না এপ্রকার কথার গন্ধবাষ্পও ঐ ভাষ্যে নাই।

১৪ ভাষ্য।

এই ভাষ্য ভাগে বিষ্ণু পুরাণ এবং আদি পুরাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ঐ ঐ পুরাণের ফলিতার্থ যে সত্যাদিযুগের মনুপ্রভৃতির প্রণীত যে সকল সদাচার ছিল তাদৃশ আচারে কলিযুগের লোকের প্রবৃত্তি হইবে না এবং সত্য যুগে যে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল তাহা সুকঠিন অতএব সে সকল ধর্ম্মকে ব্যবহার করিতে পাপাসক্ত এই কলি যুগের লোকের সাধ্য নাই এই পুরাণদ্বয় প্রমাণ করিয়া ভাষ্যকার ভাবার্থ লিখিলেন যে,

অতঃকলৌ প্রাণিনাং প্রয়াস সাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যস
ম্ভবাৎ সুকরোধর্ম্মোঽত্র বুভুৎসিতঃ॥'

এই হেতুক কলিতে প্রয়াস সাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব অতএব সুখসাধ্য কলি ধর্ম্মকে জানিতে ইচ্ছা।

ইহার দ্বারা পরাশর সংহিতাতে কেবল কলিধর্ম্মই নিরূপিত হইয়াছে অন্যযুগের ধর্ম্ম নাই এমন ভাব কিছুতেই অবগত হইল না তবে এইমাত্র ভাব হইল যে কলিতে কর্ত্তব্য যে সকল ধর্ম্ম বলিবেন তাহা যেন সুকর হয় এই প্রকার কলিধর্ম্মাংশে সুখসাধ্য পক্ষে ব্যাসদেবের বিশেষ ইচ্ছা ছিল ভাষ্যকার প্রকাশ করিলেন এভিন্ন অন্যান্য যুগসাধারণ কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা সুকর বলুন বা দুষ্কর বলুন তাহাতে পক্ষপাত ইচ্ছা ব্যাসের ছিল না ভাষ্যকার ও প্রকাশ করেন না অতএব

ই ভাষ্যাংশকেও উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অনর্থক
রিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

১৫ তাৎপর্য্য বর্ণন।

ইহার ফলিতার্থ যে, মনু প্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম কলির ধর্ম্ম
য় কেবল সত্য ত্রেতা দ্বাপরের, কলিতে ঐ সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান
রা যায় না অতএব অনায়াস সাধ্য ধর্ম্ম বলিতে বলিলেন।
* ইহাতে তাঁহার অভিমত সাধনের কিছুই হইল না কারণ
নায়াস সাধ্য কলি ধর্ম্ম বলিতে বলিলেন অথচ হৃদয় বিনোদ-
নর নিমিত্তে যুগান্তর সাধারণ ধর্ম্মও কিছু বলিতে বলিলেন ইহা
ইলেই পরাশর সংহিতাতে যুগান্তরের ধর্ম্ম নিরূপণ নাই কেবল
লি ধর্ম্মই আছে এমন ভাব ঐ ভাষ্যাংশ হইতে প্রকাশ হইল
। এবং তাৎপর্য্য বর্ণনাতেও হইল না পরাশর সংহিতাতে যুগা-
রের ধর্ম্ম নাই কেবল কলি ধর্ম্মই আছে এমন ভাব কোন সং-
হতাংশ বা ভাষ্যাংশ হইতে যতক্ষণ বহির্গত না হয় ততক্ষণ
ধবার্য্যের ব্যবস্থাকে দুষ্ট ব্যবস্থা কেহই বলিতে পারেন না।

১৬ সংহিতা।

১৭ তাৎপর্য্য বর্ণন।

এই উভয়ের ফলিতার্থ বেদব্যাসের জিজ্ঞাসাতে পরাশর, স্থূল
র্ম্ম এবং সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বিস্তররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতেও
ভিমত সাধনের উপকার হইল না বরং অপকার হইল এই যে
র্ব্বে কিঞ্চিৎ, সাধারণং, এই দুই পদকে কলি ধর্ম্মের বিশেষণ ক-
রিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তবেই তাঁহার মতে

* ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে শ্রুতামে মানবাধর্ম্মাব াশিষ্ঠাঃ কাশ্য-
াস্তথা ইত্যাদি সংহিতা এবং সুকরোধর্ম্মোত্রে বুভুৎসতঃ।
এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করলেন যে মনু প্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম
হা শুনিয়াছি সে কলি ধর্ম্ম নয় সে কেবল সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন
ুগের ধর্ম্ম, কলিতে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, অতএব ব্যাস
ব পিতাকে অনায়াস সাধ্য ধর্ম্ম বলিতে বলিলেন। এখন সকলে বিবেচনা
রূণ মনু প্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম সকল যদি কলির না হইয়া সত্য ত্রেতা
াপর এই তিন যুগের মাত্র হইত তবে মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাস দেব মনু প্রভৃতি
নবিংশতি জন ঋষির ক্রমশ নাম করিয়া এহাঁদের ধর্ম্ম শুনিয়াছি এরূপ
কেন বলিলেন গত যুগত্রয়ের ধর্ম্ম শুনিয়াছি অথবা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের

কিঞ্চিৎ কলি ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা, ব্যাস করিয়াছিলেন যদি কিঞ্চিৎ কলি ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তবে কিঞ্চিৎ কলি ধর্ম্মই পরাশর বলিবেন বিস্তর করিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ কিরূপে করিলেন এক প্রকার জিজ্ঞাসাতে অন্য প্রকার উত্তর করা উপযুক্ত হইতে পারে না তবেই পরাশরের উত্তরারম্ভ দেখিয়াও বিদ্যাসাগর কৃত পূর্ব্ব ব্যাখ্যা অর্থাৎ সাধারণ কিঞ্চিৎবলুন এই যে, ব্যাখ্যা তাহা সদোষ হইতেছে।

১৮ সংহিতা।

এই বচনের শেষার্দ্ধ মাত্র লিখিয়াছেন কেবল স্বাভিমত বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাহাই জানাইবার জন্যে সমগ্র বচন লিখিতেছি যথা।

যুগেযুগেচ সামর্থ্যং শেষং মুনিভির্ভাষিতং।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥

যুগে যুগে শক্ত্যনুসারে মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত এবং পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহার বিধান করিবে।

যেমন গৃহে গৃহে আনন্দ এই কথা বলিলে সকল গৃহে আনন্দের বোধ হয় তেমনি যুগে যুগে এই শব্দে সকল যুগ বোধ হইয়াছে এবং ঐ যুগে যুগে শব্দের সঙ্গে পরাশরেণ এই পদের অন্বয় অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা হইলেই সকল যুগের প্রায়শ্চিত্ত পরাশর বলিয়াছেন নিশ্চয় হইল ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে সম্পূর্ণই অনিষ্ট হইল কলি যুগের ধর্ম্ম বৈ অন্য যুগের সম্পর্কেও পরাশর থাকেন না ইহাই প্রকাশ করিতেছিলেন যিনি তিনি এই বচনের সমুদায় কি প্রকারেই বা লিখিবেন এ বচনের সমুদায় অংশ দর্শন করিলে সকলেই জানিতে পারেন যে সকল যুগ ধর্ম্মই পরাশর বলিয়াছেন অতএব এক বচনের অর্দ্ধাংশকে অপ্রকাশ করিয়া সরল ধার্ম্মিকগণকে মুগ্ধ করা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয় না

ধর্ম্ম শুনিয়াছি এরূপ বলিলেইত পরম লাঘবে বলা হইত কল্পাদি সময়ে ব্রহ্মা যেমন সমুদয় বেদের স্মর্ত্তা মনুও তেমনি ধর্ম্মের স্মর্ত্তা এই কথার কিঞ্চিৎ পরেই পরাশর বলিতেছেন সেই মহামান্য মনু কলি ধর্ম্ম জানেন্না এবং বলেন্না ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত হইল হায় জিগীষে তুমি সকলই করিতে পার বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকীয় বিধবা বিবাহ পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তন্মধ্যে আছে।

১৯ ভাষ্য।
২০। ২১। তাৎপর্য্যবর্ণন।

এই ভাষ্যে প্রাগুক্ত বচনেরই ভাবব্যাখ্যা হইতেছে শেষার্দ্ধ যে "পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে" ইহাতে পরাশরের নাম গ্রহণ কলিযুগের অভিপ্রায়ে। সকল কল্পেই পরাশরের স্মৃতি কলিধর্ম্মের পক্ষপাতি অতএব কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরের প্রধান করিয়া আদর করিতে হইবে, পারাশর স্মৃতি কলিধর্ম্মের পক্ষপাতি এই শব্দটি ভাষ্যে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন যে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কিন্তু পক্ষপাতি শব্দের এরূপ অর্থ করা কতদূর অসঙ্গত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, এক পক্ষ মাত্রকে অধিকার করিয়া থাকে যে ব্যক্তি কিম্বা যে কথা তাহাকে পক্ষপাতি শব্দে কদাচই বুঝায় না অনেক পক্ষকে অধিকার করিয়া থাকে অথচ অনেক পক্ষের মধ্যে এক পক্ষে যত্নাধিক্য থাকে এমন যে কথা কিম্বা ব্যক্তি তাহাকেই পক্ষপাতি শব্দে বলে, ঐ ভাষ্যে আছে যে কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ও পরাশর প্রধান, ইহাতে ও জানাগেল যে অন্যযুগের ও বলিয়াছেন কিন্তু তাহাকে ইনি প্রধান নন্ অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরকে কেবল কলিধর্ম্ম বক্তা বলিবার জন্যে যত্ন সহকারে যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছিলেন সেগুলি তাঁর পক্ষে উপকারক না হইয়া আমার পক্ষেই উপকারক হইল অর্থাৎ পরাশর কলি ধর্ম্ম অধিকরূপে বলিয়াছেন অন্যযুগের ধর্ম্ম অল্পরূপে

যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলি ধর্ম্মাভিজ্ঞা।
যদ্যপি মনু প্রভৃতি কলি ধর্ম্মে অভিজ্ঞ আছেন

এই ভাষ্য ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়া আবার ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিলেন যে মনু প্রভৃতির ধর্ম্ম কলির নয়। এবং ভাষ্য মধ্যে সুকর ধর্ম্ম এই শব্দ আছে ইহার অর্থ সুখে করা যায় পরাশরোক্ত ধর্ম্মকে সুকর বলাতেই মন্বাদির ধর্ম্ম দুষ্কর হইল যাহাকে দুঃখে করা যায় তাহারই নাম দুষ্কর তবেই বোধ হইল যে মনু প্রভৃতি যে কলি ধর্ম্ম বলিয়াছেন সে সকল দুষ্কর অতএব সুকর ধর্ম্ম বলুন তবেই বিদ্যাসাগর মহাশয় মনু প্রভৃতির ধর্ম্ম কে যে

বলিয়াছেন এ কথাতেই প্রমাণ হইল ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ ঐ সংহিতা এবং ভাষ্যাংশ লিখিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন যে † এক্ষণে স্থির চিত্তে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন পরাশরের যে কএকটি বচন ও ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের যে কএকটি আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল কিনা ‡ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহাতে আমি এখন এই উত্তর দিতে পারি কিনা যে ! না ? না ? না ? আর এমন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভাষ্যকার যে সকল আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্দর্শনে কালধর্ম্ম এবং অন্যান্য যুগের ও ধর্ম্ম পরাশর বলিয়াছেন, ইহা কি স্থির হইল ! তাহাতেও বলিতে পারি যে হাঁ ! হাঁ ! হাঁ ! পরাশর সংহিতাতে কলিযুগের ধর্ম্মই সবিস্তর কথিত হইয়াছে আর সত্যাদি যুগের ধর্ম্ম স্বল্পই কথিত হইয়াছে ইহাই যদি পূর্ব্ব কথিত বিচার দ্বারায় সুস্থির করিতে হইল তবে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতির অনুদ্দেশ মরণ প্রব্রজ্যা ক্লীবত্ব পাতিত্য এই পাঁচ প্রকার আপদ ঘটিলে নারীদিগের অন্যপতি শাস্ত্র বিহিত।

কলিতে অকর্ত্তব্য বলিয়াছেন ইহাও অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করুণ দুষ্কর আর অকর্ত্তব্য এই দুইশব্দার্থের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে মন্বাদি নিরূপিত ধর্ম্ম যদি কলিতে অকর্ত্তব্য হইত তাহইলে। প্রয়াস সাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব এই কথা ভাষ্যকার না লিখিয়া মন্বাদি ধর্ম্ম কলিতে করিতে নাই এই কথাই লিখিতেন। স্বাভিমত ব্যাখ্যাকে রক্ষা করিবার জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও একটি অন্যায় করিয়াছেন যে।

শ্রুতাশ্মৈ মানধর্ম্মাঃ বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।

ইত্যাদি পরাশর বচন যে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইহার শেষে কৃত ত্রেতাদিকে যুগে। এই যে পদদ্বয় আছে উক্ত মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন সত্য ত্রেতা দ্বাপর। কৃত শব্দের অর্থ সত্য ত্রেতা শব্দ

এই পরাশর বচনকে ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পরাশরোক্ত এই পুনর্ব্বিবাহ যুগান্তর বিষয়ে কলিযুগে নয় মাধবাচার্য্যের এই ব্যবস্থাকে অসঙ্গত বলা কদাচই কর্ত্তব্য নয়। কলিযুগে পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ করিতে যে আদি পুরাণের প্রমাণ দিয়াছেন ইহা অধিক অনুগ্রহ যথাক্রমে পরাশর সংহিতা দেখিলেও বোধ হয় যে, সকল যুগের ধর্ম্মই ইহাতে অনেক আছে এবং বিধবাদির পুনর্ব্বিবাহ বোধক বচনের পূর্ব্বে পরাশর কলিযুগের পুত্র বিধান করিয়াছেন যথা।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বা যংস পুত্রো দত্তকো ভবেৎ॥

ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্র কলিতে বিহিত মাতা কি পিতা যে পুত্রকে দান করিবে সেই দত্তক পুত্র হইবে।

এই বচন মধ্যে যে ক্ষেত্রজ শব্দ আছে দত্তক মীমাংসাগ্রন্থে ঐ ক্ষেত্রজ পদ ঔরসের বিশেষণ করিয়াছেন তবেই ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, এই তিন প্রকার পুত্রই কলি যুগে বিহিত পুত্র তাহাতে বিধবা গর্ভ জাত পুত্র ঐ তিন প্রকারের মধ্যে ঔরস কোন মতেই হইতে পারে না পূর্ব্বে বলা গিয়াছে এবং পরজাত পুত্রকে লইয়া করিতে হয় যে দত্তক এবং কৃত্রিম তাহা ত নয়ই তবেই এক্ষণে বিবেচনা করুণ পরাশর কলি যুগের পুত্র বিধান স্থলে বিধবার পুত্রকে যদি বিহিত পুত্রই বলিলেন না তবে সেই পরাশর বিধবার বিবাহকে কলি যুগের বিহিত কর্ম্ম কি প্রকারে বলিবেন। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল পুত্র, বিহিত পুত্রের উৎপত্তি করিয়া

স্পষ্টই আছে আদি পদে দ্বাপর যুগমাত্রকে লইয়াছেন কিন্তু অমন স্থলে আদি পদদ্বারা একটি লওয়া কোন জনেরই অনুভবসিদ্ধ হয় না আদি পদ দেওয়ার ফল কেবল লাঘব অর্থাৎ অনেকের নাম না করিয়া একটি আদিপদে সকলকে গ্রহণ করাযাইবে, যে স্থানে আদি পদে একটিকেমাত্র গ্রহণ করিতে হইবে সে স্থানে অস্পষ্ট আদি পদদেবার প্রয়োজন কি সুস্পষ্ট তাহার নামদেওয়াই কর্ত্তব্য হয় এবং সত্য ত্রেতাদিযুগে একথা বলিলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ইহাই সকলের বোধ হইয়া থাকে।

পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্যেই শাস্ত্র বিধানে দারা পরিগ্রহ করিতে হয়, অতএব বিধবার পুত্রকে কলি যুগে অব্যবহার্য্য করিয়া অনন্তর আবার চারটি বচনের পরেই যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বোধক বচন আছে এই বচনকে কলি যুগে বিধবাদিগের বিবাহার্থে পরাশর বলিয়াছেন, পরাশরের এই রূপ তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা অপেক্ষা পরাশরকে উন্মত্ত বলিলেও আমার বোধ হয় কটূক্তি হইত না অতএব প্রথমাবধি, সংহিতার ব্যাখ্যা করিতেছেন যে মাধবাচার্য্য যিনি বহুকাল মৃত হইয়াও পাণ্ডিত্য প্রভাবে অদ্যাপিও য্যান জীবিত রহিয়াছেন যাঁহার কৃত ভুরি ভুরি গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে বেদবৎ মাননীয় হইতেছে তাঁহার কেনই বা বোধ হইবে না যে এই পুনরুদ্বাহ কলি যুগের নয় যুগান্তর ধর্ম্মই পরাশর বলিয়াছেন অতএব মুক্ত কণ্ঠেই মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে

"অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তর বিষয়ঃ তথাচাদি পুরাণং—
ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌপঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃ জায়াং কমণ্ডলুং॥

অর্থাৎ এই পুনর্বিবাহ যুগান্তর বিষয় কলি যুগের নয়। সেই প্রকার আদি পুরাণে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃ ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলুধারণ, কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না এই প্রমাণ দিয়াছেন, মাধবাচার্য্যের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একটি দোষ দিয়াছেন যথা।

মাধবাচার্য্য বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যে আভাস দিয়াছেন বিবাহ বিষয়ক বচনকে যুগান্তর বিষয় বলিলে ঐ তিন আভাস কোন ক্রমে সংলগ্ন হয় না যথা।

পরিবেদন পর্য্যাধানযোরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহ
স্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি নষ্টে

মৃতে ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ এবং অগ্নিহোত্রযাগের ন্যায় স্ত্রীগণের পুনর্ব্বিবাহেরও প্রসঙ্গ ক্রমে কোন কোন স্থলে অনুমতি দেখাইতেছেন, স্বামির অনুদ্দেশ মরণাদি পাঁচ প্রকার আপদে স্ত্রীগণ পুনর্ব্বার অন্য পতিকে বিবাহ করিবেক।

পুনরুদ্বাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে
শ্রেয়োতিশয়ং দর্শয়তি—মৃতে ভর্ত্তরি
যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা সামৃতা লভতে
স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

• পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন যে নারী স্বামির মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে যেমন কুমার ব্রহ্মচারিগণ করেন।

ব্রহ্মচর্য্যাদপ্যধিকং ফলং অনুগমনে দর্শয়তি তিস্রঃ
কোটোঽর্দ্ধকোটীচ যানি রোমাণি মানবে;
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥

সহমরণে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় অধিক ফল দেখাইতেছেন মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি রোম আছে যে নারী স্বামির অনুমৃতা হয় সে ঐ সমকাল স্বর্গবাস করে, মাধবাচার্য্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তদনুসারে বিবাহ অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ কলি যুগের ধর্ম্ম সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিধায়ক বচনের সহিত বিবাহ বিধায়ক বচনের কোন সংস্রব থাকিতেছে না যদি মাধবাচার্য্য কলি যুগের বিধবাদিগের পক্ষে পুনর্ব্বিবাহের কোন প্রসক্তিই রাখিলেন না তবে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল ব্রহ্মচর্য্য বিধায়ক বচনের এই আভাস কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে ?—

ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে মাধবাচার্য্য " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচনের যে আভাস দিয়াছেন তন্মধ্যে প্রসঙ্গাৎ এই শব্দ আছে ইহার অর্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুই অনুধাবন করেন নাই তাহা হইলে মাধবার্য্যের উপর ঐ প্রকার দোষ দেখাইতে কদাচই প্রবৃত্ত হইতেন না অতএব প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ অগ্রে বিবেচনা করিয়া তৎপরে আভাসের অসংলগ্ন দোষ নিরাকরণ করিব। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে লিখিয়াছেন যথা।

অন্যোদ্দেশেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ।
যথাপশ্বর্থ মনুষ্ঠিতেন প্রযাজাদিনা পশুতন্ত্র মধ্যপাতিনঃ
পুরোডাসস্যাপ্যুপকারঃ সিদ্ধ্যতি যথাবা তপ্তে পয়সি

দধ্যানয়তি সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা ভবতি বাজি ভোবাজিনং
ইত্যত্র আমিক্ষার্থং প্রবৃত্তাবনুদ্দেশ্যস্য বাজিনস্য সিদ্ধিঃ
অতএব কচিদপচারে আমিক্ষাপুরুষং প্রয়োজয়তি নতু
বাজিনং তস্য প্রসঙ্গ সিদ্ধত্বাৎ ইত্যুক্তং ॥

অন্যের উদ্দেশে প্রবৃত্তি হইলে অন্যের সিদ্ধি হওয়ার নাম প্রসঙ্গ। পশুযাগার্থে অনুষ্ঠিত যে প্রয়াজাদি তদ্দারায় পশুযাগের অন্তর্গত যে পুরোডাশ যাগ তাহারও উপকার সিদ্ধ হয়। আরও যে প্রকার তপ্তদুগ্ধে দধি যোগ করিলে আমিক্ষা হয় অর্থাৎ ছেনক হয় সেই ছেনকের দ্বারা বৈশ্ব দেবতার হোম করিতে হয় আর সেই ছেনক নির্গলিত যে জল তাহার নাম বাজি সেই বাজি দ্বারা বাজি দেবতার হোম করিতে হয় এই স্থলে আমিক্ষার নিমিত্তে প্রবৃত্তি হয় তাহাতেই অনুদ্দেশ্য যে বাজি তাহারও নিষ্পত্তি হয় অতএব কথঞ্চিৎ আমিক্ষা নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার করিতে হয় কিন্তু বাজি মাত্র নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার বাজি করিতে হয় না যে হেতু সেই বাজির প্রসঙ্গ সিদ্ধত্ব আছে।

অর্থাৎ যে যজ্ঞে ছেনক দ্বারা বৈশ্ব দেবতার হোম অবশ্যই করিতে হইবে আর ছেনক নির্গলিত জল যদ্যপি থাকে তবে বাজি দেবতার হোম করিতে হইবে, না থাকে করিতে হইবে না।

তাহা হইলেই পর্য্যবসিত হইল যে একের উদ্দেশে অন্যের সিদ্ধি হওয়ার নাম প্রসঙ্গ, অনুদ্দেশ্য হইয়া যাহার সিদ্ধি হয় তাহাকেই প্রসঙ্গ সিদ্ধ বলা যাইবে এবং প্রসঙ্গ সিদ্ধ যাহা তাহাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলা যাইবে না প্রসঙ্গ শব্দের এইপ্রকার অর্থ লোকেও ব্যবহার করেন যথা

বাণিজ্য কার্য্যের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলাম প্রসঙ্গ ক্রমে গঙ্গাস্নানও হইল কালী দর্শন উদ্দেশে গমন করিয়াছিলাম প্রসঙ্গ ক্রমে তৎস্থানীয় অনাদি লিঙ্গেরও দর্শন হইল। তবেই যে কার্য্য গুলি প্রসঙ্গ ক্রমে হয় সে সকলের উদ্দেশ থাকে না ইহা সুস্থির হইল এখন সকলে বিবেচনা করুণ মাধবাচার্য্য আভাস দিতেছেন যথা।

"প্রসঙ্গাৎ স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি
কচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি নষ্টেমৃতে ইত্যাদি"

প্রসঙ্গ ক্রমে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহেরও কোন স্থানে

অনুজ্ঞা দর্শন করাইতেছেন পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সন্ন্যাস, পাতিত্য ক্লীবতা, এই পাঁচ প্রকার আপদে অন্য পতি শাস্ত্র বিহিত।

মাধবাচার্য্য পরাশরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে প্রসঙ্গ ক্রমে এই দ্বিতীয় বিবাহের অনুজ্ঞা কোন স্থানে দেখাইতেছেন যদি প্রসঙ্গ ক্রমে দেখান হইল তবে ইহা উদ্দেশ্য নয় এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়ও নয় যাহার উদ্দেশ না থাকে সেই প্রসঙ্গ সিদ্ধ হয়। যদি ইহার উদ্দেশ না থাকিল তবে ইহাকে কলি ধর্ম্ম কোন ক্রমেই বলা হইল না কলি ধর্ম্ম হইলে সমুদায় কলি ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করাতে এই দ্বিতীয় বিবাহও প্রতিজ্ঞাত হইত এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয় অবশ্যই নিরূপণের উদ্দেশ্য হয় উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রসঙ্গাৎ এ আভাস কদাচই সংলগ্ন হইতে পারে না অতএব মাধবাচার্য্যের লিখিত আভাস দ্বারা সুস্পষ্টই বোধ হইল যে পরাশর কলিভিন্ন যুগত্রয়ের ধর্ম্মই "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন দ্বারা বলিয়াছেন তাহার পরে যে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বলিয়াছেন এইদুইটি চতুর্যুগেরই ধর্ম্ম, যদি চতুর্যুগের ধর্ম্ম হইল এবং পুনর্ব্বিবাহ দ্বাপর ত্রেতা সত্য এই তিন যুগের ধর্ম্ম হইল তবে ঐ তিন যুগান্তর্ভাবে বিবাহ বিধায়ক বচনের সহিত ব্রহ্মচর্য্য বিধায়ক বচনের বিলক্ষণ সংস্রব থাকিল অতএব ভাষ্যকার আভাস দিলেন যথা

> পুনর্ব্বিবাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে
> শ্রেয়োতিশয়ং দর্শয়তি—মৃতেভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যে
> ব্যবস্থিতা সামৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥

পুনর্ব্বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করাতে অধিক ফল দেখাইতেছেন, যে নারী পতির মরণ হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণে কাল যাপন করেন তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করেন যেমন কুমার ব্রহ্মচারিগণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণকে মাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়াই ঐ আভাসকে অসংলগ্ন করিয়াছেন এরূপ হইলে অসংলগ্ন হইতেও পারে কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের স্ত্রীগণের ধর্ম্ম নয় এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবেচনা সিদ্ধ হইল কেবল পুনর্ব্বিবা-

হকেই কি পূর্ব্ব যুগের স্ত্রীগণের ধর্ম্ম বলিত ব্রহ্মচর্য্য সহমরণকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিত না সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে ক্রমশঃ ধর্ম্মের হানি হইবে তা না হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কেবল পুনর্ব্বিবাহ ছিল কলিতে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুইটি অধিক হইল অতএব এ সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাদি, সত্যযুগ অবধিই স্ত্রীধর্ম্ম হইয়া আসিতেছে অতএব এই সকল মনুপ্রমাণ ও সঙ্গত হইল যথা।

"মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ"॥

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাতে অপুত্রা হইয়াও স্বর্গে গমন করিবে যেমন সেই ব্রহ্মচারীরা গমন করেণ—

উক্ত উক্ত প্রকার যুক্তি এবং শাস্ত্র সঙ্গত বিচার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল যে দ্বিতীয় বিবাহ কলি যুগের নয়, এবং মনুসংহিতার অবয়ব স্বরূপ যে নারদ সংহিতা তন্মধ্যে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন যেরূপ প্রণালীতে উক্ত হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে অবশ্যই বোধ হইবে যে সত্যাদি যুগেরই এই ব্যবস্থা কলি যুগের নয় নারদ সংহিতা যথা।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌবর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতংপতিং।
অপ্রসূতাতু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেৎ অপ্রসূতা সমাত্রয়ং।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরা বসেৎ॥
নশূদ্রায়া স্মৃতঃ কালঃ এব প্রোষিতযোষিতাং।
জীবতি শ্রূয়মাণেতু স্যাদেব দ্বিগুণোবিধিঃ॥
অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষ প্রজাপতেঃ।
অতোহন্যগমনে স্ত্রীণাং এষদোষো ন বিদ্যতে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে, সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত

কার্য্য স্বামির অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়াস্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে চারি বৎসর, তাহার পর অন্য পতিকে আশ্রয় করিবেক ক্ষত্রিয় জাতীয়াস্ত্রী ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবেক যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে তিন বৎসর, বৈশ্য জাতীয়াস্ত্রী চারি বৎসর অপ্রসূতা হইলে দুই বৎসর, শূদ্র জাতীয়াস্ত্রীর প্রতীক্ষার কাল নিয়ম নাই উদ্দেশ না থাকিলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তবে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবে ব্রহ্মার এই মত এই হেতুক স্ত্রীদিগের অন্য পতিকে বিবাহ করায় দোষ নাই।

এই নারদ সংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পঞ্চস্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি বলিয়াই অনুদ্দেশ স্থলে পতির আগমন সম্ভাবনায় কোন্ স্ত্রী কত কাল প্রতীক্ষা করিবেক তাহাও ব্যবস্থা করিলেন নারদ সংহিতা মনুসংহিতার অন্তর্গত বলিয়া নারদ সংহিতার ব্যবস্থাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কেবল সত্য যুগের ব্যবস্থাই বলিতে হইবেযে হেতুক

কৃতেতু মানবাধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাংখ লিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

এই বচনের তিনি এই অর্থ করিয়াছেন যে, মনুর নিরূপিত ধর্ম্মই সত্য যুগের ধর্ম্ম গৌতমের নিরূপিত ধর্ম্মই ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম শংখ লিখিতের নিরূপিত ধর্ম্মই দ্বাপর যুগ ধর্ম্ম পরাশর নিরূপিত ধর্ম্মই কলির ধর্ম্ম।

এই অর্থানুসারে মনুর ব্যবস্থাকে কেবল সত্য যুগের ব্যবস্থা বলিতে হইবে সত্যযুগে পৌনর্ভব সন্তান বিহিত ছিল দ্বিতীয়বার বিবাহও বিহিত ছিল অতএব অনুদ্দেশে কোন স্ত্রী কত কাল প্রতীক্ষা করিবে তাহার নিয়মও করিয়াছেন কিন্তু পরাশর নিজ সংহিতায় সেই বচনটি মাত্র বলিলেন কাল নিয়ম কিছুই করিলেন না ইহাতে নারদোক্তকাল নিয়মই আছে এ কথা কোন মতেই বলা যায় না যে হেতুক সে সত্য যুগের ধর্ম্ম কলি যুগের মনুষ্যের সত্য যুগাপেক্ষায় অনেক অংশে ন্যূন ধর্ম্ম হওয়াই উচিত হয় মাধবাচার্য্যও পূর্ব্বে লিখিয়াছেন যথা•

বিষ্ণু পুরাণে।

বর্ণাশ্রমাচার বতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।

আদি পুরাণেপি।

যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মোন কর্ত্তব্যঃ কলৌনৃণাম্।

পাপ প্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যোনরাস্তথা॥

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন কলিযুগে চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না আদি পুরাণেও কহিয়াছেন সত্য যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, কলিযুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না যে হেতুক কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে সত্য যুগে যে কাল নিয়ম কলিযুগে কদাচই তাহা অভিপ্রেত নয় যদি পরাশর মতে কাল নিয়ম নাই একথা বলা হয়। তাহাহইলে এক দিন কিম্বা এক প্রহর পতির অনুদ্দেশ হইলেও হিন্দু পত্নীরা অন্যপতিকে বিবাহ করিতে পারিবেন তবেই হিন্দু সমাজের সর্ব্ব নাশ উপস্থিত হইল কলিযুগে মনুষ্যের হিতকর ধর্ম্ম বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পরাশর কর্ত্তৃক একান্ত অহিতকর ধর্ম্মই নিরূপিত হইয়া উঠিল অতএব পুনর্ব্বিবাহ বোধক বচন কলিযুগের বিধবাদের পক্ষে নয় ইহাই পরাশরের অভিপ্রেত, কলিযুগের হইলে অনুদ্দেশস্থলে কাল বিশেষ বোধক বচন বিন্যাস অবশ্যই করিতেন।

নারদ সংহিতা যে মনুসংহিতার অন্তর্গত তাহা নারদসংহিতার আরম্ভে প্রকাশ আছে তাহার ফলিতার্থ এই মনু লক্ষ শ্লোকময় সংহিতা করিয়া নারদকে অধ্যয়ন করান, নারদ সেই বিস্তৃতগ্রন্থ হইতে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সারসংগ্রহকরিয়া ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন, সুমতি মনুষ্যদিগের ক্রমশঃ পরমায়ুর অল্পতা প্রযুক্ত শক্তিহ্রাস দেখিয়া মনুষ্যের শক্ত্যনুরূপ ৪ চারি সহস্র শ্লোকে সংগ্রহ করেন সেই সুমতিকৃত মনু সংহিতাই মনুষ্যেরা অধ্যয়ন করেন লক্ষ শ্লোকময়কে দেবগন্ধর্ব্বেরা অধ্যয়ন করেন।

মনুষ্যলোকে প্রচলিত মনুসংহিতাতে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন না থাকিলেও ঐ নারদসংহিতা দৃষ্টি করিয়াই পরাশর ভাষ্যে

মাধবাচার্য্য ঐ বচনকে মনু বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা।

মনুরপি—
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ—
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে"

ইহার অর্থ পূর্ব্বে উক্ত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তিন-বচনকে অবলম্বন করিয়া পরাশর সংহিতাকে মাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুই বচনের পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়া নিঃসংশয়ে বোধ হইয়াছে যে কলিযুগের সমুদায় ধর্ম্মই বলিবেন অন্যান্যযুগেরও কিছু কিছু বলিবেন অতঃপর তৃতীয় বচন আলোচিত হইতেছে তাহাতেও ঐ প্রকার বোধ হয় কিনা বিবেনাকরুণ যথা।

"অতঃ পরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে
ধর্ম্মংসাধারণং শক্যংচাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতং
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা।

ইহার বিদ্যাসাগরকৃতঅর্থ—অতঃপরগৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব পূর্ব্বে পরাশর যেরূপ কহিয়াছেন তদনুসারে চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান ক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যাহা অর্থ করিয়াছেন ইহাতে প্রথমত এক মহান্ দোষ হইতেছে যে কলিযুগে চারি আশ্রম নাই ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু, এই চারি আশ্রমের মধ্যে তৃতীয় যে বানপ্রস্থ তাহাই কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ
মহা প্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চতথামখং
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহুর্মনীষিণঃ
বৃহন্নারদীয় পুরাণে কহিয়াছেন

শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন, দত্তাকন্যাকে পুনর্ব্বার অন্যবরে দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নরমেধ এবং

অশ্বমেধযজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধযজ্ঞ, কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করিয়াছেন এখন সকলে বিবেচনা করুণ কলিতে বান-প্রস্থ আশ্রম যদি নিষিদ্ধ হইল তবে কলিতে চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের অনুষ্ঠানক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব একথা কতদূত অশুদ্ধ হইতেছে এবং "সাধারণং" এই পদটিরও ব্যর্থ প্রয়োগ হইতেছে অতএব বিদ্যাসাগর কৃত অর্থ সম্যক্ প্রকারেই অশুদ্ধ কিন্তু এই করিলেই নির্দোষ হয় যথা।

অতঃপর কলিতে গৃহস্থের ধর্ম্মাচার বলিব পূর্ব্বে পরাশর যে প্রকার বলিয়াছেন তদনুসারে চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের শক্য সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ চতুর্যুগসাধারণ ধর্ম্ম বলিব—এই অর্থ করাতে কলিযুগে বানপ্রস্থ আশ্রম নিষিদ্ধ হইলেও চতুর্যুগ সাধারণ চতুরাশ্রমেব ধর্ম্ম বলিবার ক্ষতি নাই এবং সাধারণ পদেরও ব্যর্থ প্রয়োগ হইল না তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বচনকে অবলম্বন করিয়া পরাশরকে কেবল কলিধর্ম্ম বক্তা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে ইহাতে আর সংশয় মাত্রই রহিল না পরাশরকে মাত্র কলিধর্ম্ম বক্তা বলিবার জন্যে ঐ মহাশয় আরও একটি বচন যাহা স্থির করিয়াছেন সেই বচন তৎকৃত অর্থের সহিত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে যথা।

† কৃতেতু মানবাধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাংখলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ

মনুর নিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম গৌতমের নিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম শংখলিখিতের নিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম পরাশর নিরূপিতধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।

অতএব ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ভগবান্ পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন।

ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে তবে মনু কেবল সত্যের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন গৌতম কেবল ত্রেতার এবং শংখলিখিত কেবল দ্বাপর যুগের ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়াছেন ঐ ঐ ঋষি ঐ ঐ

যুগের বৈ অন্যযুগের নিরূপণ করেন্ না তাহা হইলে বৃহস্পতির এই লিখন কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারেনা যথা।

(*) উক্তো নিযোগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবহি
যুগহ্রাসা দশক্যোহয়ং কর্ত্তুমন্যৈ র্বিধানতঃ
তপো জ্ঞান সমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাযুগে নরাঃ
দ্বাপরে চ কলৌ নৃণাং শক্তিহানি র্হিনির্ম্মিতাঃ

মনুস্বয়ং নিযোগের বিধি দিয়াছেন স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন যুগহ্রাস প্রযুক্ত অন্যেরা যথা বিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে পারিবেনা সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগে মনুষ্যেরা তপস্যা জ্ঞান সম্পন্ন-ছিল কিন্তু কলিতে মনুষ্যের শক্তি হানির নিশ্চয় আছে।

অর্থাৎ মনু নিয়োগ প্রকরণের পাঁচ বচনে ক্রমশঃ নিয়োগের অর্থাৎ নিজভার্য্যাতে অন্যের দ্বারা সন্তানোৎপাদনের বিধি দিয়াছেন তাহার পরস্থিত পাঁচ বচনের দ্বারা নিয়োগের নিষেধ করিয়াছেন এক বিষয়ে একজন কর্ত্তৃক বিধি ও নিষেধ কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারেনা অতএব ভগবান্ বৃহস্পতি মীমাংসা করিলেন যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের পক্ষে নিয়োগের বিধি আর কলিযুগের পক্ষে নিয়োগের নিষেধ এই রূপে বৃহস্পতি কৃত মীমাংসা দ্বারা বোধ হইল মনু চতুর্যুগেরই ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া-ছেন ভগবান্ পরাশরও যে চতুর্যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বে "যুগে যুগে চ সামর্থ্যং" ইত্যাদি পরাশর বচন ব্যাখ্যার স্থলে কহিয়াছি এবং ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন যে "সন্তি যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ" অর্থাৎ আছেন যদ্যপি মনু প্রভৃতি কলি ধর্ম্মের অভিজ্ঞ—ইহার দ্বারা সমুদায় ঋষরই কলিধর্ম্ম বক্তৃত্বের নিশ্চয় হইল অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় (কৃতেতু মানবা ধর্ম্মা) ইত্যাদি বচনের যেরূপ ফলস্থির ২ করিয়া-ছেন তাহা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক তবে ঐ বচনের অর্থ এই যে ঐ ঐ ঋষি ঐ ঐ যুগের পক্ষ পাতী অর্থাৎ ঐ ঐ যুগের ধর্ম্ম অধিক করিয়া বলিয়াছেন এবং অন্যান্য যুগধর্ম্ম অল্প২

---

* কুল্লুক ভট্টধৃত।

(২) মনু কেবল সত্য যুগের ধর্ম্ম বলিয়াছেন অন্যযুগের ধর্ম্ম কিছুই বলেন্ না।

বলিয়াছেন ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল তবে পরাশরের প্রণীত হইলেই যে কলি ধর্ম্ম হইবে ইহা স্থির হইলনা কিন্তু প্রকরণ দর্শন করিয়া জানিতে হইবে কোথায় কোন যুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন তাহাতে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন কোন প্রকরণে উক্ত হইয়াছে ইহা জানিবার জন্যে ঐ বচনের পূর্ব্বের পরের কতক গুলি বচন উদ্ধৃত করিতে হইল যথা।

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়াচ পরিবিদ্যতে
সর্ব্বেতে নরকং যান্তি দাতৃযাজক পঞ্চমাঃ ॥— ১ ॥
দারাগ্নিহোত্র সংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি
পরিবেত্তা সবিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥—২ ॥
দ্বৌকৃচ্ছ্রৌ পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এবচ
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণংচরেৎ—৩
কুব্জ বামন ষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষুচ
জাত্যন্ধ বধিরে মূকে নদোষঃ পরিবেদনে—৪
পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনারী সুতস্তথা
দারাগ্নি হোত্র সংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে—৫
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদাতিষ্ঠেৎ আধানং নৈবচিন্তয়েৎ
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শংখস্য বচনং যথা—৬
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে—৭
মৃতে ভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ—৮
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটীচ যানি রোমাণি মানবে
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি—৯

জ্যেষ্ঠের না হইয়া কনিষ্ঠ যদি বিবাহ কিম্বা অগ্নি হোত্র করে সেই কনিষ্ঠ সেই জ্যেষ্ঠ সেই কন্যা এবং কন্যাদাতা ও পুরোহিত এই পাঁচ জন নরকে গমন করেন ১--জ্যেষ্ঠ দারপরিগ্রহ না করিলে কি অগ্নি হোত্র না করিলে কনিষ্ঠ অগ্রেই যদি ঐ দুই কার্য্যের মধ্যে কোন এক কার্য্য করেণ তাহা হইলে সেই কনিষ্ঠ পরিবেত্তা নামক পাপী হন জ্যেষ্ঠ পরিবিত্ত নামক পাপী হন ॥ ২ ॥—পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত কন্যার এক কৃচ্ছ্র কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র পুরোহিত চান্দ্রায়ণ, প্রায়শ্চিত্ত করিবেক ॥ ৩ ॥

—কুব্জ, বামন, ক্লীব, পীড়িত, জড়, জন্মান্ধ, বধির, মূক, এইরূপ সকল জ্যেষ্ঠ সত্তে কনিষ্ঠ—অগ্রে বিবাহাদি করিলে পরিবেদন দোষ হয় না॥ ৪॥—পিতৃব্য পুত্র, বৈমাত্রেয় কি, পরনারী পুত্র এই সকল জ্যেষ্ঠ সত্তেও পরিবেদন দোষ হয় না॥ ৫॥—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহাদিতে যদি ইচ্ছা না থাকে তবে জেষ্ঠের আজ্ঞা লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহাদি করিবে শংখের এই মত॥ ৬॥—স্বামির অনুদ্দেশ হইলে মৃত্যু হইলে সন্ন্যাস হইলে ক্লীবতা হইলে পাতিত্য হইলে এই পাঁচ প্রকার আপদ্ ঘটিলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি শাস্ত্র বিহিত॥ ৭॥—স্বামির মৃত্যু হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মকে অবলম্বন করেন তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করেণ যেমন সেই ব্রহ্মচারিগণ স্বর্গলাভ করেণ॥ ৮॥—মনুষ্য দেহে যে সার্দ্ধত্রিকোটি রোম থাকে তাবৎ পরিমাণ কাল স্বর্গবাস করেণ যে নারী পতির অনুমৃতা হন॥ ৯॥—এই প্রকরণে যতগুলি ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইল এই সকল ধর্ম্মের চতুর্যুগেই ব্যবহার আছে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ যুগে যে, এসকল ধর্ম্ম ছিলনা তাহা বলা যাইবেনা যে হেতুক মনু সংহিতাতে ঐ সকল ধর্ম্মের কীর্ত্তন আছে এবং লোকেও প্রসিদ্ধ আছে, অতএব এই প্রকরণকে চতুর্যুগ ধর্ম্মের প্রকরণ বলিতেই হইবে কারণ

চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ

চতুর্বর্ণের কলির ধর্ম্মাচার বলুন এবং সাধারণ অর্থাৎ চতুর্যুগ সাধারণ ধর্ম্মচারও কিঞ্চিৎ বলুন।

এই রূপে চতুর্যুগের ধর্ম্মেরও ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পরাশরও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহংপূর্ব্ব পরাশর বচো যথা

ইহারপর কলিযুগে গৃহস্থের ধর্ম্মাচার এবং চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের সাধারণ অর্থাৎ সত্যযুগাদি সাধারণ শক্য ধর্ম্মাচার বলিব পূর্ব্ব কল্পের পরাশর যে প্রকার বলিয়াছেন।

সেই প্রতিজ্ঞাত, সাধারণ ধর্ম্মই ঐ প্রকরণে বলিয়াছেন ঐ

প্রকরণের ধর্ম্ম গুলির চতুর্যুগে ব্যবহার দেখিয়া ইহাই তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিতে হইল তবেই ঐ প্রকরণের অন্তর্গত " নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন সর্ব্বযুগের পক্ষে হইল এবং সত্যাদিযুগে বিধবা-বিবাহ ব্যবহার থাকাতেও সর্ব্ব যুগের পক্ষে হইল অতএব " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচনকে অবশ্যই সামান্য বচন বলিতে হইল আর কলিযুগমাত্রে দ্বিতীয় বিবাহের নিষেধ বোধক যে· সকল বচন তাহারাই বিশেষ বচন, অধিক স্থানকে অধিকার করিয়াথাকে যে বচন সে সামান্য হয় আর সেই অধিকের মধ্যে অল্পস্থানকে অধিকার করিয়া থাকে যে বচন সেই বিশেষ বচন হয় এভিন্ন সামান্য বিশেষের অন্যকোন লক্ষণ নাই তবে কাযেকাযেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগকে অধিকার করিয়া আছে যে " নষ্টেমৃতে " ইত্যাদি বচন তাহারই অধিক-স্থানে অধিকার হইল আর মাত্র কলিযুগকে অধিকার করিয়া আছে যে সকল নিষেধবোধক বচন ইহাদের অল্পস্থানে অধিকার আছে অতএব ইহারাই বিশেষ বচন হইল সামান্য বিশেষের নিয়ম এই যে বিশেষই প্রবল হন আর সামান্য দুর্ব্বল হন অর্থাৎ বিশেষের অধিকারে সামান্য আসিতে পারেন না তাহা-হইলেই মাত্র কলিযুগ ধরিয়া দ্বিতীয় বিবাহের নিষেধ হইয়াছে যে সকল বচনে তাহারা বিশেষ, কলিযুগ মাত্রে তাহাদের অধি-কার থাকিল আর " নষ্টে মৃতে " ইত্যাদি বচন সামান্য, এজন্য কলিযুগ ভিন্ন তাহার অধিকার হইল তবেই ফলিতার্থ হইল এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবে কলিযুগে হইবে না ইহাই যদি সুস্থির হইল তবে সকলে বিবেচনা করুণ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে একটি মীমাংসা করিয়াছেন তাহা কত-দুর অসঙ্গত হইতেছে যথা

" দেখ প্রথমতঃ —সতু যদ্যন্য জাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এববা
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসো দীর্ঘাময়োপিবা—
উঢ়াপি দেয়া চান্যস্মৈ সহাভরণ ভূষণা—(১)

. যাহার সহিত বিবাহদেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেষ্টাচারী, সগোত্র, দাস অথবা চির রোগী হয়

---

* পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয় সিন্ধু ধৃত কাত্যায়ন বচন।

তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবে।

কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্যচ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্
(৪) দত্তা অপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াংতথৈবচ

কুলশীল বিহীন ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মাররোগগ্রস্ত, যথেষ্টাচারী, চিররোগী অথবা বেশধারী এরূপ ব্যক্তির সহিত যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় তাহাকে এবং সগোত্রকর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক অর্থাৎ পুনরায় অন্যপাত্রে বিবাহদিবেক।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ
(২) পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে—

স্বামি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীবস্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।

এইরূপে কাত্যায়ন বশিষ্ঠ ও নারদ যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পাত পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেষ্টাচারী, চিররোগী, অপস্মার রোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয়, প্রভৃতি স্থির হইলে অথবা মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন।

ঊঢ়ায়াঃ পুনর্ব্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা
কলৌপঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃ জায়াং কমণ্ডলুং

বিবাহিতাস্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলু ধারণ, কলিযুগে এই পাঁচকর্ম্ম করিবেক না।

দেবরাচ্চ সুতোৎ পত্তি র্দত্তা কন্যা নদীয়তে
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ

কলিযুগে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তাকন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলু ধারণ করিবেক না।

---

(৪) উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃতবশিষ্ঠ বচন
(২) নারদ সংহিতাশ্চ দশ বিবাদপদ

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ

কলিযুগে দত্তাকন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রকে দান করিবেক না।

দত্তাকন্যা প্রদীয়তে।

কলিযুগে দত্তাকন্যার পুনর্দান নিষিদ্ধ,

এইরূপ আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যতঃ কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ করিতেছেন তদনন্তর পরাশর,

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ

পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে,

স্বামি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ক্লীবস্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত।

পাঁচটি স্থল ধরিয়া আদি পুরাণ প্রভৃতি কৃত সামান্য নিষেধের প্রতিপ্রসব করিতেছেন অর্থাৎ পাঁচস্থলে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিতেছেন

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতা কর্ত্তা মুনির বচন কএক স্থলে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিাহের অনুজ্ঞা ছিল তৎপরে আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ হইয়া ছিল তদনন্তর পরাশর সংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পাঁচস্থল ধরিয়া কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান্ হয় অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য খাটে।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারিত যদি পরাশর সংহিতাতে যুগান্তরীয় কোনও ধর্ম্মের নিরূপণ না হইয়া মাত্র কলি ধর্ম্মই নিরূপিত হইত কিন্তু পরাশর যে সমুদায় যুগেরই ধর্ম্ম বক্তা পরাশর সংহিতাতে সত্যাদি যুগের ধর্ম্মও আছে পূর্ব্বে কহিয়াছি তবে কোন্ বচন কোন্ যুগের পক্ষে ইহা কেবল প্রকরণ দেখিয়া স্থির করিতে হইবে তবেই প্রকরণ দর্শনে

"নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন চতুর্যুগের বলিয়া স্থির হইয়াছে তাহা হইলেই পাঁচ স্থল ধরা থাকিলেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি যুগের পক্ষে হওয়াতে মাত্র কলি যুগ ধরিয়া নিষেধ বোধক যে সকল বচন তাহাদের নিকটে দুর্ব্বল হইল যদি দুর্ব্বল হইল তবে আর "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের পুনর্ব্বিবাহ বিধি কলি যুগে খাটিল না সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগেই খাটিল আর পুনর্ব্বিবাহের নিষেধই কলিযুগে থাকিল বিশেষতঃ "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের চারিটি বচন পূর্ব্বে পরাশর কলি যুগের পুত্র বিধান করিয়াছেন তাহাতে বিধবার পুত্রকে গ্রহণ না করাতে এবং ভাষ্যকার প্রসঙ্গাৎ * এইরূপ আভাষ দেওয়াতে নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে ঐ দ্বিতীয় বিবাহ কলিযুগের নয় যুগান্তরের আরও একটি সুক্ষ্ম বিবেচনা করুণ যখন ব্যাস, পিতার নিকটে জ্ঞাত ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছেন যে,

(৫) শ্রুতামে মানবধর্ম্মাঃ বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ স্মৃতাঃ
অত্রে র্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তা দক্ষাদঙ্গিরসস্তথা
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈবচ
আপস্তম্ব কৃতাধর্ম্মা শঙ্খস্য লিখিতস্য চ
কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ
শ্রুতাহ্যেতে ভবৎ প্রোক্তাঃ শ্রুতার্থামে ন বিস্মৃতাঃ
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃত ত্রেতাদিকে যুগে।"

আমি আপনকার নিকটে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন, ও প্রচেতস

---

* প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অন্যের উদ্দেশে অন্য হওয়ার নাম প্রসঙ্গ। যাহা প্রসঙ্গত হয় তাহাতে উদ্দেশ থাকেনা তবেই বিধবাদি স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ যখন প্রসঙ্গ ক্রমে পরাশর বলিয়াছেন তখন উহাতে পরাশরের উদ্দেশ ছিলনা স্থির হইল যদি উদ্দেশ না থাকিল তবে দ্বিতীয় বিবাহ কলি ধর্ম্মও হইতে পারিলনা কলিধর্ম্ম হইলে সমগ্র কলিধর্ম্ম বক্তা যে পরাশর তাঁহার অবশ্যই উহাতে উদ্দেশ থাকিত।

(৫) পরাশর সংহিতা।

নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি যাহা শ্রবণ করিয়াছি বিস্মৃত হই নাই সে সকল সত্য ত্রেতাদ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম। ‡

এই বচনের বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই অর্থ করিয়াছেন তখন কাত্যায়ন বচনে এবং বশিষ্ঠ বচনে পতিত, ক্লীব, যথষ্টা-চারী প্রভৃতি কতিপয় পাত্রে কন্যা বিবাহিতা হইলে পুনরায় অন্য পাত্রে বিবাহ দেবার যে, বিধি আছে সে বিধি কলির পক্ষে হইলনা। কেবল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেরই হইল এবং নারদ কহিয়াছেন যে।

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে

পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সংসার ত্যাগ ক্লীবতা, পাতিত্য, এই পাঁচ প্রকার আপদ্ ঘটিলে নারীদের অন্যপতি শাস্ত্র বিহিত।

এই নারদ বচনে যে পুন র্বিবাহের বিধি আছে ইহাও কলিতে নয় তাহার কারণ নারদ সংহিতা যেহেতুক মনু সংহিতার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে মনু যখন কলিভিন্ন তিনযুগ মাত্রের ধর্ম্মবক্তা তখন মনু সংহিতার অন্তর্গত যে নারদ সংহিতা তাহাতে ও কলির ধর্ম্ম নাই কেবল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগের ধর্ম্মই আছে ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুতরাং বলিতে হইবে নারদ সংহিতা যে মনু সংহিতার অন্তর্গত তাহাতে প্রমাণ দিতেছি যথা।

ভগবান্ মনুঃপ্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থ মাচারস্থিতি
হেতুভূতং শাস্ত্রং চকার তদেতৎ শ্লোক শত সহস্র
মষ মাসীৎ তেনাধ্যায় সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতি
রূপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ সচ
তস্মাদধীতা মহত্ত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যাণাং
ধারয়িতু মিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তচ্চ
সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ সচ তস্মাদধীতা
তথৈব আয়ুর্হাসাদল্পীয়সী মনুষ্যাণাংশক্তিঃ

‡ বিদ্যাসাগর কৃত বিধবা বিবাহ পুস্তকে ॥ ৩৮ ॥ পৃষ্ঠাদেখ—

* নারদ সংহিতা

ইতিজ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তদেতৎ সুমতি
কৃতং মনুষ্যা অধীয়ন্তে বিস্তরেণ শত সাহস্রং দেবগন্ধর্ব্বাদয়ঃ †।

ভগবান্ মনুপ্রজাপতি সর্ব্বভূতের হিতার্থে আচার রক্ষার হেতুস্বরূপ শাস্ত্র কহিয়া ছিলেন সেই শাস্ত্র লক্ষশ্লোকে রচিত মনুপ্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সংকলন করিয়া দেবর্ষি নারদকে দেন দেবর্ষি মনুর নিকটে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহুবিস্তৃতগ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া দ্বাদশ সহস্রশ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করেণ সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন্ সুমতি নারদের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া এবং আয়ুর্হ্রাস সহকারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস দেখিয়া চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিলেন মনুষ্যেরা সেই সুমতিকৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে।

নারদ সংহিতার আরম্ভেই এই গদ্য লিখিত হইয়াছে তবেই নারদোক্ত " নষ্টেমৃতে। ইত্যাদিবচনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কলিযুগের পক্ষে হইল না যে হেতুক তিনি বলিয়াছেন মনু-প্রভৃতি নিরূপিত ধর্ম্ম মাত্রই কলিযুগের নয় কেবল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগের ইহাই যদি সুস্থির হইল তবে আদিপুরাণ আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয়পুরাণে কলিযুগে যে পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ হইয়াছে এ নিষেধ, ঐ কাত্যায়ন বশিষ্ঠ এবং নারদ এহঁাদের উক্ত পুনর্ব্বিবাহের উপর হইল না কিরূপেই বা হইবে ঐ ঋষি ত্রয়ের উক্ত পুনর্ব্বিবাহের বিধি যে হেতুক কলিতে নয় তবেই এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে হইল এই যে কলিতে পুনর্ব্বিবাহের বিধি কোনস্থানে আছে কিনা তাহা হইলেই সেই বিধির উপর ঐ সকল পুরাণোক্ত নিষেধ খাটিতে পারিবে নতুবা পুরাণোক্ত নিষেধগুলি উন্মত্ত প্রলাপ হইয়া উঠিবে তাহাতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম পরাশরসংহিতাই কলির ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাতে কলিধর্ম্ম বৈ অন্য ধর্ম্ম নাই বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিয়াছেন তবে সেই পরাশর সংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে যথা।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎ সু নারীণাং পতিরন্যোবিধীতে

---

† নারদ সংহিতা।

পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সন্ন্যাস, ক্লীবভাব, পাতিত্য, এই পাঁচ প্রকার আপদ্ ঘটিলে নারীদিগের অন্য পতি শাস্ত্র বিহিত—

পরাশরোক্ত এই বচনে যদি কলিতে পুনর্ব্বিবাহের বিধি থাকিল তবে কাযে কাযেই পুরাণোক্ত নিষেধগুলি এই বিধিরই উপর হইল তাহা হইলেই এক ঋষি কলিতে বিধবাবিবাহ দিতে বলিলেন আর কতকগুলি ঋষি কলিতেই বিধবাবিবাহের নিষেধ করিতেছেন এই মহান্ বিরোধই বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ব্যাখ্যাতে হইয়া উঠিল ঋষিগণ সকলেই অভ্রান্তচেতা সত্যবাদী এ প্রকার না হলে ঋষিশব্দে বুঝায়ই না কিন্তু বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ব্যাখ্যাতে পরাশর এবং ব্যাস উভয়কেই অথবা এক জনকে বিভ্রান্তচেতা অর্থাৎ উন্মাদ বলিতে হইতেছে অতএব উক্ত মহোদয়ের গোড়াগুড়িই ভ্রম হইয়াছে মনু প্রভৃতির নিরূপিত ধর্ম্ম কলির নয় কেবল সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ইহা ভ্রম, পরাশর কেবল কলিধর্ম্ম বক্তা ইহা ভ্রম পরাশর সংহিতাতে অন্যযুগের ধর্ম্ম নাই ইহা ভ্রম এবং সামান্য বিশেষ ন্যায়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাও ভ্রম। নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনের সত্যাদি যুগে অধিকার থাকাতে সে বচন অবশ্যই সামান্যবচন হইবে তাহাকে বিশেষ বচন বলিয়াছেন আর কলিযুগমাত্র নিষেধ বোধক যে সকল পুরাণ বচন তাহারাই বিশেষ হইবে তাহাদিকে উক্ত মহাশয় সামান্যবচন বলিলেন।

বাস্তবিক ইহার ফলিতার্থ এই সকল ঋষিই সকলযুগের ধর্ম্মজ্ঞ তবে কেহ কেহ কোন কোন যুগের অধিক জানেন কেহ কেহবা অল্প জানেন এতাবন্মাত্র তবেই স্থল বিশেষে পুনর্ব্বিবাহের বোধক হইয়াছে যে, কাত্যায়ন বচন ও বশিষ্ঠ বচন নারদবচন এবং নারদ বচনের একাকার "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি পরাশর বচন এই সকল বচনই সামান্য বচন হইল এবং ঐ সকল বচনের পরস্পর এক বাক্যতা (২) হইয়া "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনের

(২) অনেক প্রকার বাক্যের এক প্রকার অর্থ হওয়ার নাম এক বাক্যতা যেমন সর্ব্বজ্ঞ পঞ্চজন ঋষি কেহ বলিলেন কাশী মরণে মুক্তি হয় কেহ বলিলেন অযোধ্যা মরণে মুক্তি হয় কেহ বলিলেন পুরুষোত্তম দর্শনে মুক্তি হয় এই প্রকার পাঁচ জনে পাঁচ প্রকার বলিলেও প্রত্যেক ঋষির

পাঁচ স্থল আছে তাহা উপলক্ষণ হইল (৩) অর্থাৎ কাত্যায়ন প্রভৃতির বচনে বোধ হইয়াছিল যে পতিত, ক্লীব, ভিন্নজাতীয় প্রভৃতিতে বিবাহ ঘটিলে সে কন্যার পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে বিবাহ দেবে। "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনেও তাহা বোধ হইয়া বিলক্ষণ রূপেই সামান্য হইল।

• আর কলি যুগ ধরিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে যে সকল বচনে তাহারাই বিশেষ নিষেধ হইল বিশেষ নিষেধের অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ কলি ভিন্নে সামান্য বচনের অধিকার থাকিল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা থাকিল ইহাতে সঙ্গত ব্যাখ্যা হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয় "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনকে কলির ধর্ম্ম বলাতে পরাশরের প্রতি একটি মহান্ অনুযোগ হইতে পারিত যে পতির অনুদ্দেশ হইলে নারীদিগের অন্যপতি করিতে বলিলেন কিন্তু পূর্ব্ব পতির অনুদ্দেশে কতকাল প্রতীক্ষা করিবে তাহা কিছুই বলিলেন না তাহাতে একদিন কিম্বা এক প্রহর মাত্র পতির অনুদ্দেশ হইলে ও অন্য পতি করিতে পারে তাহা হইলেই কলির মনুষ্যদিগের হিতকর ধর্ম্ম বলিতে সংকল্প করিয়া পরাশর কর্ত্তৃক নিতান্ত অহিতকর ধর্ম্মই বলা হইল এই অনুযোগ অস্মদাদির উক্ত ব্যাখ্যাতে ঘটিল না কারণ সেই সর্ব্বদর্শী পরাশর অবশ্যই জানেন যে সাধারণ ধর্ম্মকথনের প্রসঙ্গ ক্রমেই আমি দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা বলিতেছি কিন্তু মৎকৃত পুত্র বিধান অনুসারে এবং কলিতে নিষেধ বোধক বিশেষ বচন দ্বারা এই দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা কলিযুগ হইতে নিরস্ত হইয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগ মাত্রেই অবস্থান করিবে তবে

বাক্য হইতেই ঐ পাঁচ প্রকার অর্থের বোধ হইয়া ঐ পাচ প্রকার বাক্যেরই একপ্রকার অর্থ হইল।

॥ ৩ ॥ কাকেভ্যো দধিরক্ষ্যতাং ॥ কাক হইতে দধি রক্ষা কর এই কথা বলিলে শ্রোতা বুঝিবে যে কাক শব্দ উপলক্ষণ অর্থাৎ কাকশব্দের অর্থ কেবল কাক নয় কিন্তু মার্জার কুক্কুরাদি যে যে দধি নষ্ট করিতে পারে সেই সকলই এখানে কাক শব্দের অর্থ ঐ সকল হইতেই দধি রক্ষা করিতে হইবে।

এক্ষণে উহার কালংনিয়ম করা নিষ্প্রয়োজন হইতেছে এইজন্য অনুদ্দেশ স্থলে প্রতীক্ষার কাল নিয়ম বলিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একটি মীমাংসা করিয়াছেন যথা " স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, উদ্বাহতত্ত্বে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কেহ কেহ উহাকেই কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধক বচন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবর চেষ্টা করেণ অতএব এক্ষণে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণং

সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং—
দ্বিজানা মসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্বধঃ—
মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বান প্রস্থাশ্রমস্তথা
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্ব মেধকৌ—
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চতথামখং
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যান্ আহুর্ম্মনীষিণঃ

সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয় স্ত্রীবিবাহ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন, একজনকে কন্যাদানংকরিয়া সেই কন্যার পুনর্ব্বার অন্যবরে দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধ যজ্ঞ, এই সকল ধর্ম্মের কলিতে অনুষ্ঠান করিতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করিয়াছেন এই সকল বচনের কোন অংশেই বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে না যাহারা একজনকে কন্যাদান করিয়া পুনরায় অন্য বরে দান, এই ব্যবহারের নিষেধকে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলিয়া প্রতিপন্ন করেণ তাঁহারা ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন্ না পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই ব্যবহার ছিল, কোন ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে তাহাকেই কন্যাদান করিত যথা—

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ড ভাক্
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ

কন্যাকে একবার মাত্র দান করা যায়, দান করিয়া হরণ করিলে চৌর দণ্ড প্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্ব্ববর অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে দত্তাকন্যাকেও পূর্ব্ববর হইতে হরণ করিবে অর্থাৎ তাহার সহিত বিবাহ না দিয়া উপস্থিত শ্রেষ্ঠবরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অগ্রে এক বরে কন্যাদান করিয়া পরে সেই বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে তাহাকে কন্যাদান করার এই যে শাস্ত্রানুমত ব্যবহার ছিল বৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ বচনের নিষেধ হইয়াছে অতএব ঐ নিষেধকে কলিযুগের বিধবা বিবাহের নিষেধ বলিয়া বোধ করা কোনক্রমেই বিচার সিদ্ধ হইতেছে না।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসা কতদূর অসঙ্গত তাহা সকলে বিবেচনা করুন নিষেধ বোধক বৃহন্নারদীয় পুরাণ মধ্যে “দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুর্নদানং পরস্যচ” এই পাঠ আছে ইহার অর্থ হইল যে কলিতে দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান করিবে না কুশবারি সংযোগে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যে কন্যাকে পাত্র হস্তে সমর্পণ করা গিয়াছে সেইটিই দত্তা কন্যা শব্দের মুখ্যার্থ অর্থাৎ প্রধান অর্থ শব্দের প্রধান অর্থই সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হয় সেই প্রধান অর্থের অন্বয়ে যদি কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে তবেই অপ্রধান অর্থের উপস্থিত হইয়া শাব্দ বোধ হয় দত্তাকন্যা এ শব্দের উক্ত প্রকার অর্থই প্রধান অর্থ আর বাগ্‌দত্তা এইটি অপ্রধান অর্থ ইহা বলাই বাহুল্য। দান, এই শব্দ প্রয়োগ করিলে আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তিরই বোধ হয় যে প্রকৃত দান, নতুরা বাগ্‌দান কি মনে মনে দান, ইহা কদাচই বোধ হয় না তবে যদি পূর্ব্বে বাগ্‌দান কি মনে মনে দানের উল্লেখ হইয়া থাকে এবং তদংশে বক্তার তাৎপর্য্য বোধ হয় তবেই বাগ্‌-দানকে কি মনে মনে দানকে বুঝায় তাহা না থাকিলে দান শব্দে শেষ দানকেই বোধ করাইবে অতএব দান শব্দের প্রধা-নার্থই শেষ দান আর শেষ দানের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য যে বাগ দান

কি মনে মনে দান তাহারা দান শব্দের অপ্রধানার্থ ইহা অবশ্যই স্থির করিতে হইবে তাহা হইলে দত্তা কন্যাকে পুনর্দান করিবে না এই প্রকার বাক্য পুরাণ মধ্যে থাকাতে সকল ব্যক্তিরই বোধ হইতে পারে কি না যে, কুশবারি সংযোগে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাত্র হস্তে সমর্পিত হইয়াছে যে কন্যা সেই দত্তা কন্যা তাহাকেই পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে দান করিবে না। নতুবা বাগ্দত্তা কি মনে মনে দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে দান করিবে না ইহা কদাচই ঐ পুরাণ হইতে বোধ হইতে পারে না অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেৎ বরআব্রজেৎ

কন্যাকে একবার দান করিবে দান করিয়া হরণ করিলে চৌর দণ্ড প্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্ব্ববর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে দত্তা কন্যাকেও হরণ করিবে অর্থাৎ বাগ্দত্তাকে পূর্ব্ববরে না দিয়া শ্রেষ্ঠবরের সহিত বিবাহ দিবেক।

এই বচনে এক বরে বাগ দত্তাকে যে শ্রেষ্ঠ অন্য বরে বিবাহ দেবার বিধি ছিল তাহাই ঐ বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। কারণ ঐ বিধি সম্মত ব্যবহার বর্ত্তমান সময়েও চলিতেছে দেখ কোন বরে বিবাহ স্থির করিয়া সেই বরের অত্যন্ত পান দোষ কি অত্যন্ত লাম্পট্য দোষ কি অসাধ্য পীড়া শ্রবণ করিলে পূর্ব্ব বরে না দিয়া অনেকেই অন্য বরে কন্যাদান করিতেছে কিন্তু পুরাণ দ্বারা ঐ ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে এক বারেই উঠিয়া যাইত লোক সমাজে গন্ধ বাষ্পও থাকিত না আরও এক চমৎকার দেখ দত্তা কন্যার দান করিবে না এই পুরাণ বাক্যের বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলেন যে, বাগ্দত্তা কন্যার দান করিবে না দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার দান করিতে পারিবে কিন্তু ইহা দেখেন নাই যে দত্তা কন্যা মাত্রেই প্রায় বাগ্দত্তা হয় অগ্রে বাগ্দান করিয়া তাহার পর কন্যা সম্প্রদান করে ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ব্যবহার আছে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে

প্রয়াগে মুণ্ডিতং যেন তেন গঙ্গা বরাটিকা

প্রয়াগে যে মূত্র করিতে পারে গঙ্গাতে মূত্র করা তার সামান্য, অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই পরিমিলিত তীর্থ ত্রয়েতে যে মূত্র করিতে পারে সে কেবল গঙ্গাতে অনায়াসেই মূত্র করিতে পারে এইরূপ কথাই দৃষ্টান্ত বিষয়ে সকলে বলিয়া থাকে এভিন্ন কেহ বলে না যে প্রয়াগে মূত্র করিবে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে মূত্র করিবে কিন্তু কেবল গঙ্গাতে মূত্র করিবে না এরূপ কথা কাহাকেও বলিতে দেখা যায় না কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ব্যাখ্যাতে বলিলেন যে বাগ্‌দানাদি ও বরহস্তে সম্প্রদান হইয়াছিল যে কন্যার তাহাকে পুনর্দান করিবে কিন্তু কেবল বাগ্-দত্তাকে পুনর্দান করিতে পারিবে না ইহাই ঐ মহাশয়ের অভি-প্রায় সিদ্ধ হইল, অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণের উক্ত মহাশয় যে অর্থ করিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই অসঙ্গত. এবিষয়ে আর অণু-মাত্রও সংশয় রহিল না।

আদিত্য পুরাণে।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তাকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানা মসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধি দেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মঘসংকোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গ দোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণাং॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থ সেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পকতাদি ক্রিয়াপিচ॥
ভৃগ্বগ্নি পতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা।
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ॥
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তাকন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ধর্ম্ম যুদ্ধে আত-

তায়ি ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপ্রস্থাশ্রমাবম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচ সংকোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত পাতকির সংসর্গে দোষ, মধুপর্কে পশুবধ দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্র মধ্যে দাস, গোপাল, অর্দ্ধসীরির অন্ন ভোজন, অতিদূর তীর্থ যাত্রা শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উন্নত স্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, বৃদ্ধাদি মরণ, পণ্ডিতেরা লোক রক্ষার নিমিত্ত কলির আদিতে ব্যবস্থা করিয়া এই সকল ধর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

এই আদিত্য পুরাণ বচনে যে "দত্তাকন্যা প্রদীয়তে" বাক্য আছে অর্থাৎ দত্তাকন্যাকে দান করিতে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন ইহার ও পূর্ব্বমত তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে বাগ্‌দত্তা কন্যাকে দান করিবে না তাহাতে আমার পূর্ব্বের উত্তরেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আপনিই বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে এব্যাখ্যা আমার ভাল হইল না সেই জন্য পরেই আবার লিখিয়াছেন যে

* যদি নিষেধ বাদিরা ঐ ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন অর্থাৎ বৃহন্নারদীয়ও আদিত্য পুরাণের ঐ সকল বচনকে বিধবা বিবাহের নিষেধ বলিয়া আগ্রহ প্রদর্শন করেণ তবে এক্ষণে এই কথা বিবেচ্য হইতেছে যে পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের বিধি আছে আর বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে বিধবা বিবাহের নিষেধ আছে ইহার মধ্যে কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় সংহিতাতে এবিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন

যথা। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক সে স্থলে বেদই প্রমাণ আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ। অর্থাৎ যে স্থলে কোন বিষয়ে বেদে এক

প্রকার কহিতেছে স্মৃতিতে অন্য প্রকার পুরাণে আর এক প্রকার কহিয়াছে সে স্থলে কর্ত্তব্য কি অর্থাৎ কোন্ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলা যাইবেক, ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিতেছেন বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে বেদ অনুসারে চলিতে হইবেক আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। অতএব দেখ যদিই ঐ সমস্ত বচনকে বিধবা বিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার তাহা হইলে পরাশর সংহিতার সহিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের ও আদিত্য পুরাণের বিরোধ হইল অর্থাৎ পরাশর কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধি দিতেছেন বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণে বিধবা বিবাহের নিষেধ করিতেছেন কিন্তু পরাশর সংহিতা স্মৃতি বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ, স্বয়ং ব্যবস্থা দিতেছেন স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক সুতরাং বৃহন্নারদীয় পুরাণে ও আদিত্য পুরাণে যদিই বিধবা বিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় তথাপি তদনুসারে না চলিয়া পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের যে বিধি আছে তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে। অতএব কলি যুগে বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা নির্ব্বিবাদে স্থির হইল ॥*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মীমাংসাটাও কতদূর অসঙ্গত তাহা বিবেচনা করুণ বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে কলিতে বিধবা বিবাহের নিষেধ হইয়াছে পরাশর স্মৃতিতে ও যদি কেবল কলিতেই বিধবা বিবাহের বিধি হইত তাহা হইলেই পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইয়া ঐ মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারিত কিন্তু পরাশর স্মৃতিতে কোন যুগ বিশেষ নির্দ্ধারিত না করিয়া সামান্যত বিধবা বিবাহের বিধি হইয়াছে এবং বিধবার বিবাহবোধক বচনের পূর্ব্বের এবং পরের বচন গুলির সকল যুগের ধর্ম্ম বোধকতা দেখা যাইতেছে তাহা হইলেই মধ্যবর্ত্তি একটি যে বিধবা বিবাহের বিধি বচন সেটিও সুতরাং সকল যুগের পক্ষে হইয়া উঠিল পরাশরের উক্ত হইলেই যে কলি যুগের পক্ষে হইবে এ ভ্রম পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে কেবল প্রকরণ দেখিয়া কোন বচন কোন যুগের জানিতে হইবে তাহাতে বিধবা বিবাহের বিধি বচন যদি

সকল যুগের পক্ষে হইল তবেই সামান্য বচন হইল আর কেবল কলি যুগে বিধবা বিবাহের নিষেধকে বোধ করাইতেছে যে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ তাহারাই বিশেষ বচন হইল বিশেষের অতিরিক্ত স্থানে সামান্যের অধিকার হইবে সামান্য বিশেষ স্থলে এই নিয়ম সিদ্ধই আছে তবেই বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে বিধবা বিবাহের নিষেধ কলিতে থাকিল, পরাশরের সামান্য বচনের বিধবা বিবাহ বিধি কলি ভিন্নে কেবল সত্য ত্রেতা দ্বাপরে এই তিন যুগে থাকিল ইহাতে স্মৃতির সহিত পুরাণের কিঞ্চিন্মাত্র বিরোধ ঘটিল না এবং স্মৃতি ও পুরাণ উভয়ই সার্থক হইল ইহা না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্মৃতি পুরাণ দুই শাস্ত্রের বিরোধ ঘটাইয়া ব্যাখ্যা যাহা করিয়াছেন তাহাতে স্মৃত এবং পুরাণ এই উভয়টির সার্থক্য হয় না পুরাণ বচন গুলি ক্ষিপ্তবাক্যের ন্যায় নিরর্থক হইতেছে অতএব তাদৃশ ব্যাখ্যা কোন মতেই পণ্ডিত গ্রাহ্য হইতে পারে না॥

আরও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করুণ—পরাশর সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমে প্রকাশ আছে যথা।

সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্ব পরাশর বচো যথা।

আমি সেই প্রকার বলিব পূর্ব্ব কল্পীয় পরাশর যে প্রকার বলিয়াছেন ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পরাশর সংহিতা পূর্ব্ব কল্পীয় পরাশরের প্রণীত ছিল সেই সংহিতার স্মরণ করিয়া এ কল্পের পরাশর ধর্ম্ম কহিয়াছেন যদি পূর্ব্ব কল্প অবধি পরাশর সংহিতা ছিল তবে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনটি ও সুতরাং পূর্ব্ব কল্প অবধি ছিল॥

কিন্তু কলিতে বিধবা বিবাহের নিষেধক বচন গুলি কলির আদিতেই হইয়াছে ইহা আদি পুরাণের উক্ত বচনের শেষাংশেই প্রকাশ রহিয়াছে যথা।

এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলে রাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতা ন কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ—

এই সকল ধর্ম্মাচরণ, লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে মহাত্মা পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা করিয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিবারণ করিয়াছেন।

এই পুরাণাংশ দেখিলে অবশ্যই বোধ হয় কি না যে কলি যুগের আদিম অবস্থায় কোন সময়ে মহাত্মা ঋষিগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, স্মৃতি প্রণীত বিবাহিতার বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎ পাদন, ভিন্ন জাতিতে বিবাহ, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল, যথা নিয়মে চলিবে না যদি নিয়মের অন্যথা হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া পরিশেষে অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া নষ্ট হইবে অতএব লোক রক্ষার নিমিত্তে এই সকল ধর্ম্মের অতঃপর নিবৃত্তি করা যাউক এই বিবেচনায় সকল ঋষি একত্র হইয়া ঐ সকল ধর্ম্মকে কলিতে ব্যবহার করিতে বারণ করিয়াছেন, যে সময়ে বারণ করিয়া ছিলেন সে সময়ে তাঁহারা যে কলি ধর্ম্ম জানেন না কি পরাশর সংহিতা শ্রবণ করেন না ইহা কদাচই হইতে পারে না তাহা হইলে নিবারণ করিয়াছেন এমন কথা সঙ্গত হইত না প্রবৃত্তি না হইলে নিবৃত্তি অসম্ভব অতএব দেবর দ্বারা পুত্রোৎ পাদন, বিবাহিতার বিবাহ, নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, প্রভৃতি যত গুলি ধর্ম্মের পুরাণ বাক্য দ্বারা কলিতে নিষেধ হইয়াছে এ সকল ধর্ম্মই স্মৃতি সংহিতা দ্বারায় সর্ব্ব যুগ সাধারণ অধিকার থাকাতে কলিতেও অধিকার ছিল কিন্তু ঋষিরা পাপময়, কলি যুগে লোকের অসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া নিষেধ করিয়াছেন, অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া ছিলেন যে অগ্রে বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণে কলি যুগে সামান্যাকারে দ্বিতীয়বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল তদনন্তর পরাশর সংহিতাতে পতির অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচস্থলে কলিতে দ্বিতীয় বিবাহের বিধি বিশেষ করিয়া দিতেছেন এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত কলিতে বিবাহিতার বিবাহ প্রভৃতি ঘটিলে লোক রক্ষা হইবে না এই কারণ দেখাইয়া যখন নিবারণ করিয়াছেন তখন পরাশর পাঁচস্থলে দ্বিতীয় বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়া লোক বিনাশের উদ্যোগ করিলেন ইহা কদাচই সম্ভব নহে এবং ঐ আদিত্য পুরাণের মধ্যে আর একটি যে নিষেধ আছে তদ্দারাও কলিতে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে যথা।

দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥

কলিতে ঔরস, আর দত্তক এই দুইপ্রকার মাত্র পুত্র হইবে এ

ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পূর্ব্বেপ্রচলিত যে দশবিধ পুত্রছিল কলিতে তাহাদের পুত্রত্বরূপে পরিগ্রহ নাই।

ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইল যে বিধবার গর্ব্ভজাত যে পৌনর্ভব নামক পুত্র কলিযুগে তাহার পুত্রত্ব নাই যে হেতুক বিধবা পুত্র কোনমতেই ঔরসপুত্র হইবে না পূর্ব্বে বিচারসিদ্ধ হইয়াছে এবং পরজাত পুত্রকে দত্তক পুত্র করিতে হয় এই নিমিত্ত বিধবাপুত্র দত্তকপুত্র ও হইবে না যে হেতুক পরজাত নয় বিধবা গর্ব্ভে স্ববীর্য্য হইতেই জন্মিয়াছে তবে কাযে কাযেই কলিযুগে বিধবা গর্ব্ভের পুত্র অশাস্ত্রীয় হইল যদি তাহাই হইল তবে বিধবার বিবাহ ও কলিযুগে সুতরাং নিষিদ্ধ হইল, বিহিত পুত্রের নিমিত্তেই বিবাহ করিতে হয় যে বিবাহের পুত্র বিহিত হইতে পারে না সে বিবাহও বিহিত হইতে পারে না একথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে তথাপিও যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে পতির অনুদ্দেশ, মরণ, সন্ন্যাস, ক্লীবভাব, পাতিত্য, এই পাঁচ স্থলে পরাশর মতে বিধবার বিবাহ করিতে হইবে তাহাহইলে পুরাণ বক্তা বেদব্যাসের বাক্যদ্বারা পরাশরকে উন্মাদ বলিতে হয় অথবা পরাশর বাক্য দ্বারা বেদব্যাসকেই উন্মাদ বলিতে হয় এ ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাকে রক্ষাকরার আর কোন ও উপায় দেখিতেছি না ॥

প্রাগুক্ত বৃহন্নারদীয় পুরাণে নরমেধ, অশ্বমেধ গোমেধ যজ্ঞের কলিযুগে নিষেধ হইয়াছে এবং কলিনিষিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞও পরাশর সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে ইহাতেও সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পরাশর যুগান্তরধর্ম্ম ও কহিয়াছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কথা কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারেন না কারণ পরাশরের যুগান্তরীয় ধর্ম্মবলা প্রকাশ হইলেই। নষ্টেমৃতে। ইত্যাদি বচনও যুগান্তর ধর্ম্মের হইতে পারে তাহা হইলে তাঁহার প্রকাশিত ব্যবস্থাটিও ছিন্নমূল হইয়া যায় এই নিমিত্তে অশ্বমেধ যজ্ঞকেও উক্ত মহাশয় কলির ধর্ম্ম বলিয়াগিয়াছেন সেই বলাটি কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে তাহাই সকলকে জানাইতে তাঁহার সেই পুস্তকাংশ এক্ষণে উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে যথা।

“কোন কোন শাস্ত্রে কলিযুগে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নিষিদ্ধ দৃষ্ট

হইতেছে সুতরাং সে সমুদয় কলিযুগের ধর্ম্ম হইতে পারে না যখন পরাশর সংহিতাতে সেই অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিধি আছে তখন যুগান্তরীয় ধর্ম্মও পরাশর সংহিতায় আছে ইহা সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে। এই আপত্তি নিবারণ করিতে হইলে অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক যে বৃহন্নারদীয় পুরাণে আদিত্য পুরাণে যে সকল নিষেধ আছে সে সকল কলিযুগে পূর্ব্বাপর নিষেধ বলিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে কিনা আমাদের আচার ব্যবহারের ইতিহাস গ্রন্থ নাই সুতরাং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব কিন্তু সাবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে আদি পুরাণ বৃহন্নারদীয় পুরাণ আদিত্য পুরাণের ঐ সমস্ত নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই ঐ তিন গ্রন্থে যে সকল ধর্ম্ম কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে কলিযুগে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যখন নিষেধ সত্ত্বে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে তখন ঐ সকল নিষেধ প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহা কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে? বিবাহিতার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ দ্বিজাতির ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীবিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম একজনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, অগ্নিপ্রবেশ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচ সংকোচ, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভক্ষণ ইত্যাদি কতক গুলি ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া আদি পুরাণে বৃহন্নারদীয় পুরাণে ও আদিত্য পুরাণে উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কলিযুগে অশ্বমেধ, অগ্নি প্রবেশ, কমণ্ডলু ধারণ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সমুদ্র যাত্রা, মহাপ্রস্থান গমন, ও বিবাহিতার বিবাহ এই কএক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পাণ্ডবেরা

ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (১) কিন্তু তাঁহারা যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান গমন করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক আর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবাকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শূদ্রক নামে এক রাজা ছিলেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা

ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথকলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা সর্ব্ব প্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য
রাজানং বীক্ষ্যপুত্রং পরমসমুদয়ে নাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা।
লব্ধ্বাচায়ুঃ শতাব্দন্দশদিন সহিতং শূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ * (১)

শূদ্রক ঋগ্বেদ সামবেদ, গণিত শাস্ত্র, চতুঃ ষষ্টি কলাও হস্তি শিক্ষা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া মহাদেবের প্রসাদে নির্ম্মল জ্ঞান চক্ষুর্লাভ করিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া এবং এক শত বৎসর দশদিন আয়ুর্লাভ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন (২) রাজা প্রবর সেন চারিবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তিনি দেবশার্দ্ধচার্য্য নামক ব্রাহ্মণকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন সেই দানের শাসন পত্রে তাঁহার চারিবার অশ্বমেধ করিবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা

চতুরশ্বমেধ যাজিনঃ বিষ্ণুরুদ্র সগোত্রস্য
সম্রাজঃ কাটকানাং মহারাজ শ্রীপ্রবরসেনস্য ইত্যাদি—

অশ্বমেধ চতুষ্টয়কারি বিষ্ণুরুদ্ররাজার বংশোদ্ভব কাটক দেশের অধীশ্বর মহারাজ শ্রীপ্রবর সেন ইত্যাদি—

প্রবরসেনের পূর্ব্ব পুরুষেরা দশবার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন তাহাও ঐ শাসন পত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা

দশাশ্বমেধাবভৃথস্নাতকানাম্

দশবার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার ও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা

(১) কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথমতরঙ্গে দেখ।

(১) মৃচ্ছকটিকা প্রস্তাবনা। (২) কহ্লণ রাজ তরঙ্গিণী।

সবর্ষসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোক ভৈরবঃ
ভূরিরোগার্দ্দিতবপুঃ প্রাবিশজ্জাতবেদসং (২)

উগ্রস্বভাব রাজা মিহির কুল সপ্ততি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

রাজা মিহিরকুল সসৈন্যে সিংহলে গিয়া সিংহলেশ্বরকে—রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে তৎকালে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না যথা

সজাতুদেবীং সংবীত সিংহলাংশুক কঞ্চুকাং
হেমপাদাঙ্কিতকুচাং দৃষ্ট্বা জজ্বাল মন্যুনা
সিংহলেষু নরেন্দ্রাঙিঘ্র মুদ্রাঙ্কঃ ক্রিয়তেপটঃ
ইতি কঞ্চুকিনা পৃষ্টেনোক্তো যাত্রাং বধাত্ততঃ
তৎসেনাকুম্ভি দানাম্ভো নিম্নগাকৃত সঙ্গমঃ
যমুনালিঙ্গন প্রীতিংপ্রপেদে দক্ষিণার্ণবঃ
স সিংহলেন্দ্রেণ সমং সরস্তাদুদপাটয়ৎ
চিরেণ চরণ স্পৃষ্ট প্রিয়ালোকনজাং রুষং ॥ (১)

রাজ মহিষী সিংহল দেশীয় বস্ত্রনির্ম্মিত কাচুলি পরিয়াছিলেন তাঁহার স্তনোপরি স্বর্ণময়পদচিহ্ন দেখিয়া রাজা মিহিরকুল কোপানলে জ্বলিত হইলেন কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল সিংহল দেশের বস্ত্রে সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে ইহা শুনিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন তদীয় সেনা সংক্রান্ত হস্তি গণের গণ্ড স্থল নির্গত মদজল নদীপ্রবাহের ন্যায় অনবরত পতিত হওয়াতে দক্ষিণ সমুদ্র যমুনার আলিঙ্গন প্রীতি প্রাপ্ত হইল—রাজা মিহির সিংহলেশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়া মহিষীর স্তন মণ্ডলে তদীয় চরণ স্পর্শজন্য কোপ শান্তি করিলেন। রাজা জয়াপীড়ের দূত লঙ্কায় গিয়াছিলেন তাহার ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে সুতরাং ইহাও সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত থাকার অপর এক প্রমাণ হইতেছে যথা

সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোঽথ গচ্ছন্ পোতচ্যুতোম্বুধৌ
প্রাপ পারং তিমিগ্রাসাত্তিমি মুৎপাট্য নির্গতঃ (২)

সেই রাজদূত গমন কালে নৌকাহইতে সমুদ্রে পতিত হন

(১) কহ্লণ রাজ তরঙ্গিণী—

এক তিমি তাঁহাকে গ্রাস করে পরে তিনি তিমির উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইয়া সমুদ্র পার হন।

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা।

অথবারাণসীং গত্বা কৃত কাষায় সংগ্রহঃ
সর্ব্বং সন্ন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তো ভবদ্‌যতিঃ (১)

অনন্তর পুণ্যবান্ মাতৃগুপ্ত সমুদায় সাংসারিক বিষয়ত্যাগ, বারাণসী গমন ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন

রাজা সুবস্তু ১০১৮ সম্বতে হর্ষদেব নামক শিবের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রশস্তিপত্রে রাজা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে যথা

আজন্ম ব্রহ্মচারী দিগমল বসনঃ সংযতাত্মাতপস্বী
শ্রীহর্ষারাধনৈক ব্যসন শুভমতিস্ত্যক্ত সংসার মোহ
আসীদেবা লব্ধ জন্মা নবতরপুষাং সত্তমঃ শ্রীসুবস্তু
স্তেনেদংধর্ম্মবিত্তেঃ সুঘটিত কিকটং কারিতং হর্ষহর্ম্ম্যম্ ॥ (২)

যে সুবস্তু যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী, দিগম্বর, সংযত, তপস্বী, হর্ষ দেবের আরাধনে একান্তরত, সংসার মায়াশূন্য, সার্থজন্মা, সুপুরুষ ছিলেন তিনি ধর্ম্মার্থে হর্য দেবের সুগঠন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন

অসীনৈষ্ঠিক রূপো যো দীপ্তপাশুপতব্রতঃ
যিনি নৈষ্ঠক ব্রহ্মচারী ও পরম শৈব ছিলেন

এইরূপে অষ্টদৃষ্ট হইতেছ যে কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন, অগ্নি প্রবেশ, যতিধর্ম্ম, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, ও বিবাহিতার বিবাহ এইকয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসতেছে কলিযুগের ইদানীন্তন কালের লোক অপেক্ষা পূর্ব্বকালের লোকেরা অধিক শাস্ত্র জানিতেন ও অধিক শাস্ত্র মানিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহারা আদি পুরাণ প্রভৃতির নিষেধ না মানিয়া অশ্বমেধ ও অগ্নি প্রবেশাদি করিয়া গিয়াছেন

(২) কহ্লণ রাজ তরঙ্গিণী—

সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে তৎকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধের অনুরোধে স্মৃতি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

আদিত্য পুরাণে লিখিত আছে।

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ

মহাত্মা পণ্ডিতেরা লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে ব্যবস্থা করিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

মহাত্মা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রামাণ্যার্থে পরিশেষে লিখিত আছে!

সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদ বদ্ভবেৎ

সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

এরূপ শাসন সত্ত্বেও যখন পূর্ব্বকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধকে অনাদর করিয়া অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিয়াগিয়াছেন তখন ঐ সকল নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না তাহার কোন সংশয় নাই তদতিরিক্ত আদিত্যপুরাণে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ আছে কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা অদ্যাপি কৃত্রিম পুত্র করিয়া থাকেন এই নিমিত্তে নন্দপণ্ডিত দত্তকমীমাংসাগ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণং—ঔরসঃ
ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ—ইতি কলিধর্ম্ম
প্রস্তাবে পরাশর স্মরণাৎ।

অর্থাৎ যদিও আদিত্য পুরাণের নিষেধ অনুসারে কলিযুগে দত্তক ও ঔরস এই দুই পুত্রের বিধান থাকিতেছে কিন্তু যখন পরাশর কলিধর্ম্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধান দিয়াছেন তখন কলিযুগে কৃত্রিম পুত্রও বিধেয়।”

পূর্ব্ব চিহ্নাবধি এই চিহ্ন পর্য্যন্ত পুরাণে নিষিদ্ধ ধর্ম্মেরও কলিতে আচরণ হইয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহারই প্রমাণ দেখাইয়াছেন। প্রথম, নিষিদ্ধ যে অশ্বমেধ তাহাকে পাণ্ডবেরা এবং অমুক রাজা করিয়াছেন, দ্বিতীয় অমুক অমুক ব্যক্তি অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন, তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, চতুর্থ, কাশী প্রদেশে

কৃত্রিম পুত্রের গ্রহণ করিয়া থাকে, এই চতুর্থ কথার পরেই লিখিলেন যে নন্দ পণ্ডিত দত্তকমীমাংসা গ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে দত্তকপদ উপলক্ষণ অর্থাৎ দত্ত পদদ্বারা দত্তকপুত্র ও কৃত্রিম, উভয়কেই বুঝাইবে তাহা হইলেই পুরাণ মধ্যে দত্তক ঔরস ভিন্ন পুত্র করিবে না এই শব্দ আছে ইহার অর্থ কলিতে দত্তক ঔরস, এবং কৃত্রিম এই তিন ভিন্ন আর কোন পুত্র কলিতে নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রকার লেখাতে তাঁহার ঔদার্য্য স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে যে হেতুক আপনি ফাকি করিয়া আপনিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থাৎ কৃত্রিম পুত্রটি পুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে অথচ কাশী অঞ্চলে কৃত্রিম পুত্র করে। এই প্রকার বলিয়া কলিতে পুরাণ নিষিদ্ধের আচার দেখান হইল কিন্তু পরেই বলিতেছেন যে নন্দ পণ্ডিতের ব্যাখ্যানুসারে ঐ কৃত্রিম পুত্র, পুরাণ নিষিদ্ধ হয় না একথা আমিও স্বীকার করিলাম সকল দেশেই কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে—তবেই নির্ব্বিবাদ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঔদার্য্য গুণে উদ্রিক্ত হইয়া চতুর্থ দোষেরই অগ্রে উদ্ধার করিলাম তৎপরে প্রথমাবধি দোষের উদ্ধার করিতেছি। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থের প্রমাণ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে ৬৫৩ বৎসর কলির অতীত হইলে পাণ্ডবেরা জন্মিয়াছিলেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ গ্রন্থ ঋষিবাক্য নয়, এক জন প্রাচীন পণ্ডিতের বাক্য। ঋষিবাক্য না হইলে বিশেষ বিশ্বাস ভূমি হইতে পারে না যদিও বিশ্বাস করা যায় তথাপি কলির অধিকার মাত্র হইয়াছিল কলি প্রতিপন্ন হইতে পারেন না ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে হেতুক মহর্ষিবাক্যেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা।

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি
প্রাপ্তপন্নং কলিযুগং ইতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ (২)

যে সময়ে যে দিনে কৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গে গমন

* শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায় দেখ।

করিয়াছেন সেই সময়ে সেই দিনেই কলি যুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে এই কথা পুরাবিদ পণ্ডিতেরা বলেন।

এখন বিবেচনা করুণ পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করাও যেমন সুপ্রসিদ্ধ তৎকালে কৃষ্ণের থাকাও তেমনি সুপ্রসিদ্ধ ইহাতেও প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যক নাই তাহা হইলেই তৎকালে কলিযুগ প্রতিপন্ন হয় না ইহা অবশ্যই স্থির করতে হইল। প্রতিপন্ন শব্দের অর্থ জায়মান অর্থাৎ প্রকাশ, ত্রিলোক নাথ কৃষ্ণ ভুলোকে অবতীর্ণ থাকাতে পাপময় কলি স্বকীয় কার্য্যের প্রকাশ করিতে পারেন না অতএব কলি হইয়াছে বলে প্রকাশ থাকে না কেহ জানিতেও পারেন না।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গীয হইলে পর কলি, স্বকীয় কর্ত্তব্য সকল ক্রমে ক্রমে সংযোগ করিতে লাগিলেন—লোক সমাজে শঠতারও সঞ্চার হইতে থাকিল—লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতির দিন দিন আতিশয্য হইয়া লোক সকল পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে থাকিল—যে প্রকারে যে ধর্ম্মের আচার করিতে হইবে তাহার বিপরীত হইতে থাকিল—কেহ কেহ মাংসলোভী হইয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিল—কোন কোন রমণী পুরুষান্তরের রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া নিজপতিকে যথেষ্টাচারি অথবা পতিত বলিয়া মিথ্যাপবাদ করত পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে লাগিল—ভ্রাতৃ ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনের নিয়ম এই যে এক এক ঋতুকালে এক এক বার অভিগমন করিবে যে পর্য্যন্ত একটি সন্তানের উৎপত্তি না হয় সন্তানোৎপত্তি হইলে আর কদাচই গমন করিবে না সেই ভ্রাতৃবধূকে মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে কিন্তু পাপময় কলিকাল বশতঃ কেহ কেহ কামবশীভূত হইয়া ঐ নিয়ম রক্ষা করিতে পারিল না সন্তানোৎপত্তির পরেও ভ্রাতৃবধূতে অভিগমন করিতে থাকিল. এই প্রকার কদর্য্য রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে জানিয়া মহর্ষিগণ বিবেচনা করিলেন যে কলিকাল অত্যন্তই কলুষিত, এককালের লোক সকল ঐ ঐ ধর্ম্মের যথা নিয়মে আচার করিতে পারিবে না যশো লাভেচ্ছায় ধর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া পরিশেষে সাতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া বিনষ্টই হইবে অতএব ঐ সকল ধর্ম্মের নিবৃত্তি, থাকাই সমুচিত কার্য্য এই বিবেচনায় ঐ ঐ কার্য্যের এক বারেই

নিষেধ করিয়াছেন ' স্মৃতি শাস্ত্রে বিহিত এবং চিরাচরিত ঐ ধৰ্ম্ম সকলের দুই এক জনের বাক্য মাত্রেই যদি নিবৃত্তি না হয় এই ভাবিয়া বহু জন একত্রিত হইয়া নিষেধ করিয়াছেন ঐ নিষেধ-কর্ত্তা পণ্ডিতেরা তপঃশীল সাধুভাবাপন্ন অতএব তাঁহাদের বাক্য মাত্রই অব্যর্থ, বেদ স্বরূপ জানিয়া মহর্ষি বেদব্যাস ও স্বকৃত পুরাণ মধ্যে ঐ বাক্যের সংগ্রহ করিলেন ও পরিশেষে তাৎপর্য্য লিখিলেন যে

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলে রাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কৰ্ম্মাণি প্রতিজ্ঞা পূৰ্ব্বকং বুধৈঃ
সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ

(৪) এই সকল কৰ্ম্ম লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে মহাত্মা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞা পূৰ্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়াছে সাধু দিগের যে প্রতিজ্ঞা তিনি বেদের তুল্য প্রমাণ হন।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন্ এই পুরাণ বাক্য দ্বারা বিলক্ষণ রূপে বোধ হয় কি না যে কলিযুগ, প্রতিপন্ন হইয়া যদবধি নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তদবধি লোকদিগেরও দুষ্টাচার শঠতা ব্যবহারের সূত্রপাত হইয়াছে মহাত্মা পণ্ডিতগণ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং দূরদর্শী ছিলেন তাঁহারা সূত্রপাত মাত্রেই ঐ সকল ধৰ্ম্মকে নিবর্ত্তিত করিয়াছেন নতুবা, যে দিনে যে ক্ষণে কলির অধিকার হইয়াছে সেই দিবসে সেই ক্ষণেই যে মহাত্মা পণ্ডিতেরা ঐ সকল ধৰ্ম্মের নিবৃত্তি করিয়াছেন ইহা কদাচই নয় তাহা হইলে লোক রক্ষার্থে নিবৃত্তি করিয়াছেন এই কথাটি সঙ্গত হয় না কারণ যে দিন অবধি কলির অধিকার তাহার পূৰ্ব্ব দিন পর্য্যন্ত দ্বাপর যুগ দ্বাপর যুগেও ঐ সকল ধৰ্ম্মের উত্তম আচার হইয়াছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে তবে কলির অধিকারের পূৰ্ব্বে পণ্ডিতগণ কি প্রকারে জানিবেন যে ঐ ঐ ধৰ্ম্মের নিয়ম রক্ষা করিতে না পারিয়া লোকেরা পাপিষ্ঠ হইবে এবং পাপ প্রযুক্ত বিনষ্ট হইবে সে সময়েও যেমন জানেন না তেমনি

(৪) কোন কোন কৰ্ম্ম তাহা পূৰ্ব্বে লিখিয়াছি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দত্তা কন্যার পুনর্দান, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ, শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন প্রভৃতি—

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ গমন পর্য্যন্ত ও কেহ জানেন না, যেহেতুক সে পর্য্যন্ত কলিও প্রতিপন্ন হন না কোনও ধর্ম্মের কোন প্রকার অন্যথাচরণও ঘটে না তবে কাযে কাযেই বলিতে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলে পর কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে তদনন্তর ঐ ঐ ধর্ম্মের দুই এক স্থানে অন্যথাচরণ ঘটিয়াছে তদ্দর্শনে দূরদর্শী পণ্ডিতগণ ভবিষ্যৎ কালে ভূরিতর অনিষ্ট ঘটনা জানিতে পারিয়া ঐ সকল ধর্ম্মকে একবারেই নিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ইহা বলাতে নিবর্ত্তিত শব্দ ও সুসঙ্গত হইল অর্থাৎ প্রবৃত্তি না থাকিলে নিবৃত্তি করা সঙ্গত হয় না ঐ পুরাণের শেষে আছে যে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়াছেন সে কথাও এখন সঙ্গত হইল কারণ প্রচলিত ব্যবহারের নিবারণ করিতেই প্রতিজ্ঞা করিতে হয় আর অপ্রচলিত ব্যবহার আপনা হইতেই নিবর্ত্ত থাকে তাহাকে নিবারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় না তাহাকে অপ্রচলিত জানিলেই লোকের অপ্রবৃত্তি হইয়া যায় অদ্যাপি দেখা যাইতেছে যাহাদের বৈষ্ণবাচার কখনও বলিদান নাই সে বংশের লোক ঐ কথা জানিয়াই বলি দান করিতে নিবর্ত্ত থাকে আর যে বংশে চিরকাল বলি প্রদান হইয়া আসিতেছে তাহারা যদি ঐ কার্য্যের নিবারণ করে তবে তাহাদিকে প্রতিজ্ঞা অথবা শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতে হয় তাহা হইলেই ঐ প্রচলিত ব্যবহারের নিবৃত্তি হয় প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়াছেন এই প্রকার অর্থ পুরাণ বাক্যের বোধ হওয়াতেই নিশ্চয় বোধ হইল যে কলি প্রতিপন্ন হইলে ও প্রথমাবস্থায় ঐ সকল ধর্ম্মের কিছু দিন আচরণ হইয়া ছিল তৎপরে মহাত্মা পণ্ডিতগণের প্রতিজ্ঞা সম্বলিত নিষেধ দ্বারা নিবারণ করাতে নিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় পাণ্ডবদের অশ্বমেধ করা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে পুরাণের নিষেধকে নিষেধ গ্রাহ্যকরা ছিল না এই কথা তাঁহার অতীব ভ্রান্তি মূলক হইয়াছে।

শূদ্রক প্রভৃতি কএকজন রাজার অশ্বমেধ করা ও অগ্নি প্রবেশ করা দেখাইয়াছেন তাহাতেও ঋষি বাক্যকে প্রমাণ দেখাইতে পারেন না কেবল প্রাচীন পণ্ডিতের কৃত দুই এক খানি কাব্যাদি

পুস্তকের প্রমাণ দেখাইয়াছেন, ভুষ্যত্তু, তাহাই স্বীকার করিলাম কিন্তু কেহ কেহ কোন সময়ে যদ্যপি ও নিষিদ্ধাচরণ করেণ তাহা হইলেই কি সে আচার সদাচার হইবে, না কি নিষেধের বচন অগ্রাহ্য হইবে ইহা কদাচই হইতে পারে না অতএব পরাশর সংহিতাতে যে অশ্বমেধ উক্ত হইয়াছে তাহা কদাচই কলি০ধর্ম্ম হইতে পারে না ঐ কলি নিষিদ্ধ ধর্ম্ম সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই যুগত্রয়ের হইল একথা না বলিলে পুরাণ এবং পরাশর সংহিতা উভয় সংস্থাপন কোন মতেই হইতে পারে না তবে তিনি যে অমুক অমুক ব্যক্তি কলিতে করিয়াছে এই বলিয়া কতকগুলি বাক্যব্যয় করিয়া পুরাণের নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ছিল না বলিয়াছেন ইহার দ্বারায় হিন্দু সমাজের প্রতি বলা হইল যে তোমরা ও পুরাণের নিষেধকে মান্য করিবে না কিন্তু হিন্দু সমাজ অদ্যাপি ও এতদূর বিক্ষিপ্তচেতা হন না যে বেদ-ব্যাসের প্রণীত পুরাণ শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আজ্ঞা মাত্রেই বিধবার বিবাহ, অশ্বমেধ, গোবধ, প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। তাহা কদাচই পারিবেন না। বেদ, স্মৃতি, এবং পুরাণ, ইহাদের ব্যবস্থা ভেদ কিছুই নাই মনোগত হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ইহারা সকলই সমান মাননীয় বেদে নিষিদ্ধ, স্মৃতি নিষিদ্ধ কি পুরাণ নিষিদ্ধ ব্যবহার কোন কালে কোন দেশে কোন কোন ব্যক্তি যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলেই কি সে ব্যবহার সদ্ব্যবহার হইবে কোনও মতেই হইবে না। অলমতিশয়েন সমাপ্তশ্চায়ং শাস্ত্র বিচারঃ। আর অধিকে প্রয়োজন নাই এই শাস্ত্র বিচার সমাপ্ত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে বিধবা বিবাহ
উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত
ইহার যৌক্তিক বিচার

শ্রীযুক্ত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় আর্য্য বিধবাদের বিবাহার্থে যে চেষ্টা পাইতেছেন ঐ চেষ্টাকে আপাতত অত্যন্ত হিতকর বোধ হইতেছে ঐ ব্যবহার না থাকাতে কতশত ভ্রূণহত্যা হইতেছে কতই ব্যভিচার দোষ ঘটিতেছে ঐ ব্যবহারকে নিষিদ্ধ ও বলা যাইবে না নারদ পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিদিগের প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রে

বিধবাবিবাহের বিধি আছে এবং সত্যযুগ অবধি চলিয়া আসিতে ছিল ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ স্মৃতি পুরাণ, এবং ভারতের, ভূরি ভূরি স্থানে দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মানবীলীলার শেষ করিয়া যে দিবসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সেই দিবসে কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বেদব্যাস বলিয়াছেন। সেই দিন অবধি বর্ত্তমান বৎসর লইয়া ৪৪২৬ বৎসর হইল কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে এই কালের মধ্যেই কেবল আর্য্য সমাজে বিধবাবিবাহের কথা শোনা যায় না কোন প্রমাণেও পাওয়া যায় না কিন্তু কলিযুগ প্রতিপন্ন হইবার সন্নিহিত পূর্ব্বে ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, নাগরাজের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন ভীষ্ম পর্ব্বের একাদশ অধ্যায়ে প্রমাণ আছে তবেই স্থির করিতে হইল যে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ, শাস্ত্র সম্মত, এবং সত্যযুগ অবধি কলিযুগ প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্য সমাজে চলিয়াছে কেবল কলির ঐ আদিম সময় অবধি নিবৃত্তি হইয়াছে, কোন ব্যবহার, শতাধিক বৎসর নিবৃত্ত হইলেই লোক সমাজের বিস্মৃত হইয়া যায় তাহাতে চারি হাজার বৎসরের অধিক হইল বিধবাবিবাহের ~~নিবৃত্তি হইয়াছে এই~~ জন্য সকলেরই অত্যন্ত বিস্মরণ হইয়াছিল কখন ছিল বলেও এখনকার লোকেরা জানিতেন না, ১২৬২ শালে বিধবাবিবাহকে কর্ত্তব্য বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন আর্য্যগণ সকলই প্রায় কোপান্বিত হইয়াছিলেন, ধীর ব্যক্তিরাও অধীর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কটু প্রয়োগ করিয়াছিলেন ঐ ব্যবহারকে আত্যন্তিক ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বোধ না হইলেই বা কি জন্য ঐ প্রকার হইত অতএব কলি প্রতিপন্ন হইবার পর বিধবাবিবাহের নিবৃত্তি হইয়াছে ইহাই স্থির করিতে হইল এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তৎপক্ষীয় মহাত্মাদিগের প্রতি বিনয় নম্রভাবে জিজ্ঞাসা এই যে ঐ নিবৃত্তির কারণ কি? কতশত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহার ও হিতকর বিবেচনায় হিন্দু সমাজে চলিয়া যাইতেছে তবে পরম হিতকর ঐ বিধবাবিবাহ ব্যবহারকে আর্য্য জাতিরা কি জন্য পরিত্যাগ করিলেন এই পরিত্যাগের কারণ রাজশাসনকে বলা যাইবে না ক্ষত্রিয়গণই বরাবর রাজত্ব

করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেদ পরায়ণ ছিলেন কি জন্যই বা, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিবেন এবং ক্ষত্রিয় রাজগণের কীর্ত্তির এবং অকীর্ত্তির কথা সমস্তই পুরাণ শাস্ত্রে প্রকাশ আছে তাহাতে কোন পুরাণেই শোনা যায় না যে রাজ শাসনে বিধবা-বিবাহের নিবৃত্তি হইয়াছে ক্ষত্রিয়দিগের পর মুসলমানেরাও অনেক দিন আর্য্য সমাজের রাজা ছিলেন তাঁহাদের শাসনে বিধবাবিবাহের নিবৃত্তি হইলে ইতিহাস পুস্তকে প্রকাশ থাকিত আর মুসলমানেরা কেনই বা ঐ ধর্ম্মের বিরোধী হইবেন তাঁহারা আপনারা চিরকালই ঐ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারত ভূমীশ্বরী যে ইংলণ্ডেশ্বরী তিনিতো পরম ধর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার সহকারিগণও তাদৃশ কেহ কখন পর ধর্ম্মে, হস্তক্ষেপ করিতে, ইচ্ছাও করেন না অতএব রাজশাসনকে ঐ ব্যবহার নিবারণের কারণ-বলা হইল না।

দেশাচারকেও ঐ ব্যবহার, নিবারণের কারণ, বলা, যাইবে না যেহেতুক সত্যযুগ অবধি দ্বাপরযুগের অন্তসীমা পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার সন্তান, করা শাস্ত্র বিধান অনুসারে হিন্দুদিগের দেশাচার ছিল, ~~বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্র, না থাকিলে~~ বিধবার গর্ব্ভজাত, পুত্র দশম পুত্র হইত, ঔরসপুত্র প্রভৃতি নয় প্রকার পুত্র না থাকিলে বিধবার গর্ব্ভজাত দশম পুত্রই শ্রাদ্ধাধিকারী, এবং ধনাধিকারী, হইত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ও নাগরাজের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কলিযুগ প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহে, হিন্দুদিগের দেশাচার ছিল। তবে আর দেশাচারকে বিধবাবিবাহ নিবারণের কারণ, বলা হইল না, এক্ষণে আমরা একটি কারণ দেখাই যে আদিত্য, পুরাণে এবং বৃহন্নারদীয পুরাণে বেদব্যাস বলিয়াছেন কলিযুগের আদিতে মহাত্মা পণ্ডিতেরা সকলে সভা করিয়া একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার ফলিতার্থ এই যে পূর্ব্বাবধি শাস্ত্রোক্ত যে সকল ধর্ম্ম চলিতেছে তন্মধ্যে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তাকন্যার পুনর্ব্বার দান, বর্ণান্তরীয় কন্যাকে বিবাহ করা, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, যজ্ঞ ধর্ম্মযুদ্ধে আচার্য্য ব্রাহ্মণের বধ করা, বানপ্রস্থাশ্রম, বেদ বিদ্যা এবং

সদ্বৃত্তি অবলম্বন জন্য অশৌচের অল্পতা, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপির সংসর্গ করিলে পাপ হওয়া, মধুপর্ক নামক যজ্ঞে, পশু বধ, দত্ত এবং ঔরস ভিন্ন, পুত্র শূদ্রের মধ্যে ভৃত্য এবং গোরক্ষক এবং কৃষি কর্ম্মের অংশী, এই সকলের গৃহে ভোজন, অতিদূর তীর্থ সেবা, ব্রাহ্মণের ভোজনীয় অন্নের শূদ্র কর্ত্তৃক পাক, উচ্চস্থান হইতে পতনে এবং অগ্নি প্রবেশে মরণ, অতিশয় বৃদ্ধাবস্থা হইলে চেষ্টা করিয়া মরণ,' এই সকল ধর্ম্মের অতঃপর আমরা নিবৃত্তি করিতেছি লোক রক্ষার নিমিত্তে এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিয়া পরিশেষে আবার বেদব্যাস বলিলেন যে এই প্রতিজ্ঞা কর্ত্তা পণ্ডিতেরা তপোবল সম্পন্ন, পরম সাধু, অতএব ইহাঁদের প্রতিজ্ঞা বেদ স্বরূপ অর্থাৎ বেদ লঙ্ঘন করিলে যে পাপ হয় ইহাঁদের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও সেই পাপ হয়।" এই পুরাণ বাক্যকেই বিধবাবিবাহ নিবারণের কারণ বলিয়া আমরা স্থির করিলাম বিবেচনা করিয়া দেখুন কলির আদিতে ধর্ম্ম শীল ক্ষত্রিয়গণই, রাজা ছিলেন এবং পুরাণ শ্রবণ করাও সকলের প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল। তাহাতে রাজগণ, যখন জানিলেন যে মহর্ষি পণ্ডিতগণ এই সকল ধর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন আবার বেদব্যাস তাঁহাদের বাক্যকে সমাদর করিয়া পুরাণ মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তখনই সেই রাজারা ঐ নিষেধকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া প্রজাদিগের হিতার্থে স্বীয় স্বীয় রাজ্য মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রচার করিয়া ছিলেন তাহাতেই ঐ সকল ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়াছে এ ভিন্ন আর কাহাকেই বিধবাবিবাহ নিবারণের কারণ বলা যায় না কিন্তু বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বীয় পুস্তকে ঐ প্রতিজ্ঞা বাক্যের অসঙ্গত (২) অর্থ করিয়া ঐ প্রতিজ্ঞা জন্য যে বিধবা-বিবাহের নিবৃত্তি হইয়াছে এ কথা বলেন না তিনি বলেন দেশাচার জন্যই হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দেওয়া, হয় না। কিন্তু হে সুবোধ সামাজিক বৃন্দ! আপনারা স্থিরতর অন্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি দেশাচারকে ঐ বিবাহ নিবারণের কারণ, বলা যায় কি না সত্যযুগ অবধি দ্বাপরযুগান্ত পর্য্যন্ত যে দেশাচার বিধবা-

(২) কতদূর অসঙ্গত অর্থ করিয়াছেন তাহা ৭৪ পৃষ্ঠা অবধি ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ

বিবাহের কারণ হইল, সেই দেশাচার কি? আবার বিধবাবিবাহ নিবারণের কারণ হইতে পারে কদাচই পারে না একটি বিষয় হওয়া, এবং না হওয়ার প্রতি একই কারণ, এমন কথা কেহই কখন বলিতে পারিবেন না অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম না বিদ্যাসাগর মহাশয় কি? বিবেচনায় নিজ পুস্তকে বলিয়াছেন যে, অরে দেশাচার তুই কি এতই দুর্দ্দান্ত শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাকেও দূরীকৃত করিলি আর্য্যগণ শাস্ত্রকেও হেয় করিয়া দাসানুদাসের ন্যায় তোমাকেই মস্তকে বহন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং সদ্ বিবেচনা না করিয়া অকারণেই আর্য্য সমাজের ঐ প্রকার নিন্দা করিয়াছেন উক্ত যুক্তি দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইল যে, আর্য্যগণ, দেশাচারের অণুমাত্রও অনুরোধ করেন না কেবল পুরাণোক্ত নিষেধের অনুরুদ্ধ হইয়াই চির প্রচলিত বিধবাবিবাহ ব্যবহারকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ পুরাণোক্ত প্রতিজ্ঞাতে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তিও নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ সত্যযুগাবধি শাস্ত্রানুমত ব্যবহার ছিল যে অপুত্রক, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সহোদর তাঁহার পত্নীতে ঋতুকালে ঋতুকালে এক এক বার অভিগমন করিত একটি পুত্রোৎপত্তি হইলে আর গমন করিত না সেই ভ্রাতৃবধূকে মাতৃবৎ ব্যবহার করিত সেই সকল যুগ প্রভাবে লোকের অন্তঃকরণ, এতই ধর্ম্ম নিরত ছিল ঐ ভয়ঙ্কর সনাতন ধর্ম্ম, অবিবাদেই সুরক্ষিত হইয়াছে কিন্তু সামাজিকগণ! কলিকালের মনুষ্য আমরা আপন আপন মনোমধ্যে একবার বিচার করি আসুন দেখি যে এক্ষণে ঐ রূপ ধর্ম্মের রক্ষা হইত কি? না কদাচই হইত না কলির আদিতেই দুরদর্শী পণ্ডিতগণ, জানিয়াছিলেন যে কলিযুগে লোকের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ, কলুষাকীর্ণ, হইবে এই সকল ধর্ম্মের প্রচলন থাকিলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না ধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর অধর্ম্মই করিয়া ফেলিবে, অতএব বিশেষ করিয়া ঐ সকলের নিবৃত্তি না করিলে নিবর্ত্ত হওয়া দুর্ঘট এই ভাবিয়া তাঁহারা বহু পণ্ডিতে সভা করিয়া ছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন।

এক্ষণে যে সকল মাংসের সমাজে ব্যবহার আছে ইহা এবং গোমাংসে, অশ্বমাংসে নরমাংসে ও যজ্ঞাদি করা, পূর্ব্বে ছিল

পূর্ব্ব যুগের লোক, যজ্ঞশেষ মাংস ব্যতীত বৃথা মাংসকে অভক্ষ বলিয়া জানিত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজের রীতি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, মহর্ষিগণ যদি গো-মাংসপ্রভৃতির নিষেধ না করিতেন, তাহা হইলে ছাগ-মাংসের ন্যায়, ঐচ্ছিক ভোজনে সর্ব্বদাই গোমাংসাদির ব্যবহার করিয়া এই উষ্ণ প্রদেশের লোক, অনেকেই অকালে কালগ্রস্ত হইত। নিষিদ্ধ বিষয়মাত্রেই, ঐরূপ অনিষ্ট ঘটনা অবশ্যই সেই মহর্ষিগণ, জানিয়া ছিলেন; তাহা না হইলে, স্মৃতিসম্মত, এবং চিরাচরিত, ব্যবহার গুলিকে, কলিপ্রবর্ত্ত হইলেই কিজন্য নিষিদ্ধ করিলেন।

বিধবাদের বিবাহাভাবে, ভ্রূণহত্যা ও কুলকলঙ্ক এই দোষদ্বয়কে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দেখিলেন, নিষেধ-কার মহর্ষিরা দেখেন নাই, বিদ্যাসাগর অপেক্ষা তাঁহারা অল্পদর্শী, এমন কথা, উন্মাদ ভিন্ন, আর কেহই বলিতে পারিবে না। তথাপি যখন তাঁহারা বিধবাবিবাহের নিষেধ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্থির করিতে হইল যে, ঋষিরা জানিয়া ছিলেন যে, কলিতে বিধবাবিবাহ থাকিলে ভ্রূণহত্যা ও কুলকলঙ্কের কদাচই হ্রাস হইবে না; প্রত্যুত বৃদ্ধিই হইবে। সেই মহর্ষিরা, যে কতপ্রকার, অনিষ্ট ভয়ে বিধবা বিবাহের নিষেধ করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ বলিতে পারিব না; তথাপি আমাদের সামান্যজ্ঞানেও যে সকল, অনিষ্ট ঘটনা দেখাইতেছি, তদ্দর্শনেও আপনারা বিবেচনা করুন, এক্ষণে, বিধবাবিবাহ, চলিলে ভ্রূণহত্যা ও কলঙ্কের হ্রাস হইবে কি বৃদ্ধি হইবে? যথা ঐ বিবাহে বয়স্থা বিধবারা, সকলেই স্বেচ্ছানুরূপ, পাত্রের চেষ্টা করিবে। বরের রূপ, ও ধনসম্পত্তি এবং রতিশক্তি তাহাদের ইচ্ছার মূলী ভূত কারণ। বর্ত্তমানসময়ে অন্যের কথায় স্ত্রীজাতির, বিশ্বাস কদাচই হইতে পারেনা। এজন্য তাহারা স্বয়ংই

ঐ কএক বিষয়ের পরীক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। মধ্য-বর্ত্তিনীর উদ্‌যোগে রতিশক্তির পরীক্ষাতে যতদিন মনো গত না হইবে, ততদিন প্রায় দিন দিনই নূতন নূতন পুরু-ষের সহবাস সম্ভাবনা। তাহাতে অবশ্যই কোন দিন লোকবিখ্যাত হইয়া কুলের কলঙ্ক করিবে। রতিশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া পরে ধনসম্পত্তির কথা মিথ্যা জানিলেও, সেপাত্রত্যাগ করিয়া পাত্রান্তর পরীক্ষাতে প্রবর্ত্ত হইবে; এ রূপেও অনেকবার নূতন নূতন পুরুষের সহবাস ঘট-নায়, কুলকলঙ্ক হইবে। যে নারী কেবল দারিদ্রদোষে পাত্রান্তর গ্রহণ করিবে, সে, কখনই ঐ রতিকুশল ব্যক্তিকে বিস্মৃত হইবে না, অনুরাগবশত অবশ্যই সহবাস জন্য কলঙ্কিনী হইবে। যদিচ এক্ষণে ব্যভিচার দোষ অধিক হইতেছে, কিন্তু তাহাও এবম্বিধ স্ত্রীদিগেরই ঘটে, যাহারা বন্ধুবর্গের অরক্ষিতা কি সঙ্গদোষ দূষিতা, বা অতি-শয় কামরতা এতদ্ভিন্ন সুরক্ষিতা বিধবাদের পরপুরুষের সন্দর্শনই ঘটে না। ধর্ম্মশীলারা সর্ব্বদাই পরলোকার্থে ব্রত নিয়ম, উপবাসাদিকার্য্যে আশক্তা থাকে, ধর্ম্মনাশক বলিয়া, ঐ পাপকার্য্যে, অত্যন্তই বিদ্বেষকরে। বহুকুটুম্বিগৃহস্থের কন্যারা বিধবা হইলে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রায়ই দেবগৃহের পরিচর্য্যা ও পাককার্য্যে সন্নিবিষ্টা হয়; ঐ রূপকার্য্য তাহা-দের বিশুদ্ধচারিত্রের প্রকাশক বলিয়া লোকখ্যাতি থাকায়, প্রাণপণেই তাহারা ঐ ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে, তাহাতেই তাঁহাদের জীবনকাল অতিবাহিত হইয়া যায়; পাপকার্য্যের অনুশীলন প্রায় থাকে না। কিন্তু যদি, বিধবাবিবাহ, প্রচলিত হয় তবে, ঐ সকল বিধবাও বিবাহের চেষ্টা করিবে; লোকনিন্দা ও ধর্ম্মহানি নাই জানিলে, অসাধারণ সুখাবহকার্য্যে কেনই বা নিবর্ত্ত থাকিবে, এবং বন্ধুবর্গেরাও সুরক্ষণে সুতরাং ক্ষান্ত হইবে। তবেই দেখুন

দেখি কুলকলঙ্ক, অল্প হইবে কি অধিক হইবে? যে প্রকার নারীরা এক্ষণে ব্যভিচারিণী হইতেছে, বিধবাবিবাহ চলিলেও তাহারা পাত্রস্থির করিতে করিতেই ততদিন কত প্রকার কলঙ্ক সঞ্চয় করিবে; অধিকন্তু যাহারা কোনপ্রকারে কলঙ্কলেসও করিতনা, তাঁহাদের কলঙ্কের জ্বালাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিবে। আর এক সর্ব্বনাশ এই যে, একটী কামিনী পাঁচ, সাতবার বিবাহ করিয়া সর্ব্বশেষে কলঙ্কিনী হইলেও সমুদায় পতিকুলকেই কলঙ্কমলিন করিবে।

ভ্রূণহত্যা বৃদ্ধির যুক্তি।

এক্ষণে যাহারা ভ্রূণহত্যা করিতেছে, উক্ত বিবাহ, চলিলেও সে প্রকার কামিনী, এবং সুরক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা প্রভৃতি সকলেই বিবাহের চেষ্টিতা হইয়া পাত্রস্থির করিতে করিতে, যদি গর্ব্ভধারণ করিল, কিন্তু কোন কারণে বিবাহের বিলম্ব হইল, তবেই ভ্রূণহত্যা ঘটিয়া উঠিবে। বৈধব্যদশায় গর্ব্ভ হইলে, লজ্জা ও ভয়ে অনেকে, কুলটা হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের কর্ত্তৃক ভ্রূণহত্যা হয়না, কিন্তু বিধবাবিবাহ চলিলে অবশ্যই সকলে পত্যন্তর লাভের ইচ্ছা করিবে, তাহাতে যে গর্ব্ভ, অভিলষিতপতির ঘৃণাকর বোধ হইবে, সে গর্ব্ভ, পূর্ব্বের পতিজাত হইলেও তদ্বিনাশে একান্ত যত্নবতী হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে বিধবাবিবাহ সমাজ সিদ্ধ থাকিলেও, যুগপ্রভাবে অনেক রমণীই পতিপ্রাণা সতী হইত, পতি মরণে সহগমন কিম্বা ব্রহ্মচর্য্য ধারণই অনেকে করিত। নিতান্ত কামুকী দুই চারি জন কামিনীই পুনর্ব্বিবাহ করিত, কিন্তু তাহা শাস্ত্রত কি লোকত সাধ্বী বলিয়া পরিগণিত হইত না, তবে সমাজপ্রচলিত বলিয়া, অব্যবহার্য্য, কি সাক্ষাৎ নিন্দ-

নীয় হইত না, এইমাত্র। প্রবহমান কলিযুগে, কাম রিপুর যে প্রকার উন্নতি দেখিতেছি, এসময়ে ঐ বিবাহ চলিলে, কেহই বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে না, বৃদ্ধদশাপর্য্যন্ত, যতো বার পতি মরিবে, তত বারই বিবাহের চেষ্টা করিবে; তবেই উক্ত প্রকারে অনেকবার ভ্রূণ হত্যা ঘটিবে। যে পীড়া হইলে দুই এক বৎসর মধ্যে অবশ্যই মরিতে হয়, সেই রূপ কোন পীড়াগ্রস্ত পতিকে দিখেলে, পিতার প্রথমাবধিই অন্যপতির চেষ্টা থাকিবে তাহাতেও ভ্রূণহত্যা ঘটিবে; তবেই দেখুন ভ্রূণহত্যা অল্প হইবে কি অধিক হইবে? উক্তপ্রকার কারণসকল চিন্তা করিলে, নিশ্চয় বোধ হইবে যে, বিধবাবিবাহ চলিলে, এ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভ্রূণহত্যা ও কুল কলঙ্কের বৃদ্ধি হইবে।

অন্য প্রকার অনিষ্ট ঘটনার যুক্তি।

দুরন্ত কলিকালে, পুত্রেরও মাতা পিতার প্রতি ভক্তি বিশেষ দুর্ঘট, সহস্রের মধ্যে দুই এক জন পিতৃ মাতৃ পরায়ণ হয়, একালেও হিন্দুসমাজের পত্নীরা যে প্রকার পতিসেবা করিতেছে, ইহাকে অসাধারণ সেবা বলিতে হইবে, অধিকদিন পীড়াতে পতি, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর অস্থি পিঞ্জরপ্রায় হইলেও, কণ্ঠাগত প্রাণপর্য্যন্ত সুশীলা কি দুঃশীলা সকলেই মনোগতভাবে পতিসেবা করে, ইহার কারণ যে, পত্নীদের সতীত্ব, তাহা হইলে দুঃশীলারাও কেন করিত, কিন্তু হিন্দুসমাজে পত্নীরা অবশ্যই জানে যে, এই পতিই আমার সর্ব্ববিষয়ে সুখদাতা অতিশয় দুর্ল্লভ ধন, পতির মৃত্যু হইলে, এরূপ সুখসচ্ছন্দ কিছুই থাকিবে না, এই ভাবিয়া বিশুদ্ধবংশজাতা বুদ্ধিমতীরা মনঃপ্রাণের সহিত পতির

অনুগতা হয়; ব্যভিচারিণীরা মনোগতভাব না হইলেও ব্যবহারে বিলক্ষণ অনুগতা হয়, তাহারা অবশ্যই জানে যে পতিই বৃদ্ধদশা পর্য্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; পরসঙ্গের সুখ, অতি স্বল্পকাল এবং কুলনারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর কলঙ্ক-সাগর তাহাতেও বরং পতি জীবিত থাকিলে অনেক প্রকার গোপণ করিবার উপায় আছে, কিন্তু পতির জীবনান্ত হইলে অনেক দুর্ঘটনার ভয়ে, ঐ পরসঙ্গের সুখও পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতএব পতি জীবিত থাকাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল, এই ভাবিয়া দুঃশীলারাও পতির জীবন রক্ষার্থে বিলক্ষণ যত্নবতী হয়, কিন্তু যদি বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয় তবে, পতি আর দুর্ল্লভ ধন হইবে না। স্ত্রীবিয়োগিপুরুষের ন্যায় নারীদের বিদ্যাবৈভব কিছুই দেখাইতে হইবে না, পতির মৃত্যুর পর ইচ্ছা করিলেই আবার মনোমত পতি লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে কি জন্যই বা পতির প্রতি বিশেষ যত্নোদয় হইবে। মনু প্রভৃতি মহাত্মারা বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতির উত্তম শয্যা ও আসন, অলঙ্কারের সর্ব্বদা অভিলাষ হয়; অধিকন্তু কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, হিংসা, কুৎসিদাচার এই সকল স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। স্ত্রীদিগের কেহ প্রিয় নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই, অরণ্যমধ্যে চরমান গোসকল যেমন, নব নব তৃণ ভোজনের ইচ্ছা করে, নারীগণও সেই প্রকার নূতন নূতন পুরুষ সম্ভোগের ইচ্ছা করে। একেত কলিকালের স্বভাবেই পাপাচারে অন্তঃকরণ পরিধাবিত হয়, তাহাতে আবার স্ত্রীজাতির স্বভাব ঐ রূপ, অতএব এক্ষণে বিধবাবিবাহ চলিলে পতি মরণে দুঃখ বিশেষ হইবেই না, তবে অশেষ গুণযুক্ত পতির মৃত্যু হইলে, নূতন ভোগেচ্ছা যে নারীর অল্পই থাকিবে, তাহার চিন্তা হইতে পারে যে, এরূপ গুণাকর পতি, আবার কিপ্রকারে পাইব; কিন্তু যে

নারীর নূতন ভোগেচ্ছা বলবতী থাকিবে, সে কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তান্বিতা হইবে না; নির্ব্বিরোধে যে নূতন সম্ভোগ হইবে এই আমোদেই আমোদিতা হইবে। কলিকালে, সতী নারী, অতীবদুল্লর্ভ এ কালে, ঐ বিবাহ চলিলে, পত্নীরা, যখন জানিবে, যে আমার পতি, অতিশয় পীড়াগ্রস্ত কিম্বা রতিকার্য্যে অপটু, সর্ব্বদা প্রবাসী, অথবা উপপত্নীতে আশক্ত, তখনই তাহারা, মনে করিবে যে, এ পতির মৃত্যু হউক; শান্ত বনিতারা ঐ প্রকার মনে করিয়া যত্নের ক্রুটি করিবে; কিন্তু দুর্ব্বৃত্তারা তাদৃশ পতির, প্রাণবিনাশেরই চেষ্টা করিবে। একথাতে কেহ যদি আপত্তি করেন যে, জাতিবিশেষে বিধবাবিবাহের প্রথা আছে, তাহাতে কখনও শোনা যায় না যে, পত্নীকর্ত্তৃক পতির মৃত্যু হইয়াছে। এ আপত্তির নিরাকরণ এই যে, অত্যন্ত বিশ্বাসিব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি, অবিশ্বাসের কার্য্য উপস্থিত হয়, তবে সেকথা প্রায় প্রকাশ হয় না। দেখুন যে পত্নীর সহিত অতিনির্জনে কালযাপন করা যায়, যে পত্নীকে প্রাণ রক্ষার অত্যন্ত সহকারিণী জানিয়া, আপনার করচরণকেও অবসন্ন করিয়া পার্শ্বে নিদ্রিত থাকা যায়, যে পত্নীর হস্তে প্রস্তুত খাদ্যবস্তু নিঃশঙ্কচিত্তে আহার করা যায়, এবং পীড়া জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বলদশাতে, যে পত্নী একাকিনীও রক্ষাকর্ত্রী থাকেন, সে পত্নী যদি প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করে, তবে তাহা, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারেন না, এবং যদ্যপি অস্ত্রাঘাতেই বিনাশ করে, তথাপি, পত্নীকে হটাৎ পতিঘাতিনী, কেহই বলিতে পারে না, তাহার কপট ব্যাকুলভাবেও, সকলকে ব্যাকুল হইতে হয়। আর একটী তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন, প্রাণেশ্বরী এবং প্রাণেশ্বর এই শব্দদ্বয়, সংযুক্তস্ত্রীপুরুষেরাই ব্যবহার করে, এতদ্ভিন্ন আর কেহই, কাহার প্রতি ঐ শব্দের

ব্যবহার করে না, অতএব সংযুক্তস্ত্রীপুরুষের, একজন যদি একজনের প্রাণ বিনাশ করে, তাহা অবশ্যই করিতে পারে, যে যাহার ঈশ্বর হয়, সে তাহাকে তুষ্ট করিতেও পারে, নষ্ট করিতেও পারে, ইহাও অনেকবার শোনা গিয়াছে যে উপপতিসঙ্গ সুখের বিঘ্নকারী দেখিয়া, কত রমণী পতিহত্যা এবং পুত্রহত্যাও করিয়াছে। তবেই দেখুন, অত্যন্ত নিন্দাকর অত্যল্পকাল সুখজনক যে, উপপতি সঙ্গ, তদনুরোধেও যদি পতি ও পুত্রকে কোন, কোন কামিনী বিনাশ করিতে পারিল, তবে বিধবাবিবাহ চলিলে, আর একজনকে পতি করিয়া চিরদিন নির্ব্বিরোধে সুখানুভব করিবে, লোকনিন্দা প্রভৃতিও থাকিবে না; ইহা নিশ্চয় জানিয়া অকর্ম্মণ্য ঘৃণ্য পতিদের যে, প্রাণ বিনাশ করিবে, ইহা কোনমতেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বৃদ্ধ মাতা পিতা সত্ত্বে, যে ব্যক্তির দেহান্ত হয়, তাহার পত্নীও সমুদায় সম্পত্তি রক্ষা করতঃ ঐ বৃদ্ধ মাতা পিতার সেবা, সদ্গতি করিতেছে; কিন্তু উক্ত প্রথা চলিলে, পতিমরণের পরেই সমুদায় অস্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া পতির বৃদ্ধ মাতা পিতাকে জনশূন্যগৃহে ফেলিয়া অবশ্যই পত্যন্তর লাভ করিতে বহির্গতা হইবে। দুই তিনটী পুত্র থাকিলে স্তন্যজীবিপুত্রকে সঙ্গেই লইবে, অন্য পুত্রদিগকে পতিগৃহে রাখিয়া অথবা সঙ্গেই লইয়া গ্রামান্তরীয় বা দেশান্তরীয় কোন মনোমত পতিগৃহে প্রবেশ করিবে; সেই নূতন পতিপক্ষীয় সকল ব্যক্তিই ঐ সন্তানদিগের পক্ষে আন্তরিক বিপক্ষতা অবশ্যই করিবে, তাঁহাদের মনে, হইবে, এই সন্তানগুলা আমাদের কেহই নয়, বরং বধূর পূর্ব্ব বিবাহ প্রকাশ করিয়া দেয়, মরিলেই নিরাপদ হয়, পরম সাধু ভিন্ন, সংসারিলোকমাত্রেরই মনোবৃত্তি, এই রূপ হয়। তবেই ঐ সন্তানদিগেরও বাঁচা সংশয় কি না? হে

সামাজিক বৃন্দ! আপনারা সকরুণ হৃদয়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, বালকেরা অল্পকালেই পিতৃহীন হইল, জননীও যদি তাহাদিকে পরিত্যাগ করে, কিম্বা সমুদয় পিতৃবন্ধুর নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া শত্রুসমাকীর্ণ স্থানে রাখে, তবে ঐ বালকেরা কিরূপ দুর্দ্দশা সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই বালকদিগের ঐ ঐ দুর্দ্দশার অনুভব করিয়া যে প্রকার কাতর হইবেন; ভ্রূণহত্যা চিন্তা করিয়া কদাচই সে প্রকারকাতর হইবেন না। উপস্থিত সন্তান দেখিয়া তাহাদের গাত্রস্পর্শাদি করিয়া অস্ফুট মধুর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, কত প্রকার বাল্য ব্যবহার দেখিয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুখরাশির উদয় হয়; সেই সন্তানগণের অনিষ্ট ঘটনা জানিলে, যে দুঃখ ভার, বহন করিতে হয়, তাহার তুলনা কি ভ্রূণহত্যা জন্য দুঃখের উপর হইতে পারে, কদাচই পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে অপুত্রা কি সপুত্রা সকলেই যতবার পতি মরিবে, ততবার বিবাহ করিবে, অন্য কেহ যদি বলেন যে, অক্ষতযোনি অর্থাৎ ঋতুমতী না হইয়া বিধবা হইলেই বিবাহ দেওয়া যাইবে, নতুবা নয়, এ কথার উত্তর এই যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কদাচই ঐ রূপ নয়; কোনও পণ্ডিতবর ঐ ব্যবস্থাকে শাস্ত্রসম্মত করিতে পারেন, আমরা তাঁহার ক্রীতদাসের ন্যায় চিরদিন আজ্ঞা পালন করিতেও সক্ষম হইব; কিন্তু শাস্ত্র অমান্য করিয়া বালিকা বিধবাদের বিবাহ দিতে আরম্ভ করিলে, সঙ্গে সঙ্গেই সপুত্রা প্রভৃতি সকল বিধবারই বিবাহ চলিয়া উঠিবে। তবেই উক্তপ্রকার অনিষ্ট সমুদায়ও ঘটিবে।

বালিকা বৈধব্য অত্যন্তই দুঃখজনক বটে, ইহার নিমিত্তে বালিকা বিবাহই বরং নিবারণ করা কর্ত্তব্য, যদিচ কএকটী স্মৃতির বচন আছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে পিতা ও ভ্রাতার বিশেষ বিশেষ পাপ জন্মে, কিন্তু

বেদ বলিয়াছেন, পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও বিদ্যাদান করিয়া পতির মর্য্যাদাজ্ঞান ও আজ্ঞা সম্পাদনে সমর্থা হইলে অনুরূপ পাত্রে প্রদান করিবে, যত দিন পতি মর্য্যাদা না, জানিবে তত দিন পাত্রসাত করিবে না। তবেই দেখুন, বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ হইল কি না ; এস্থলে স্মৃতির অমান্য করিয়া বেদের মতানুসারে যৌবনাবস্থাতেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য। বেদ ও স্মৃতির বিরোধে শাস্ত্রকর্ত্তারাই এই প্রকার সমাধান করিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্মৃতিসংগ্রহ প্রচার হইবার পুর্ব্বে আর্য্যকন্যাদের যৌবনাবস্থাতেই বিবাহ হইত, ইহা কুন্তী ও শকুন্তলা প্রভৃতির তত্ত্বানুসন্ধানেই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে। অদ্যাপিও পশ্চিম প্রদেশে যুবতিকন্যার বিবাহ হইয়া থাকে ; কেবল রঘুনন্দনের স্মৃতিসংগ্রহ, যে যে স্থানে চলিয়াছে, সেই সকল প্রদেশেই বালিকাবিবাহরূপী সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, অতএব একটী জনশ্রুতি আছে যে, নিতে রঘো বলা তিন কলির চেলা, অতএব রঘুনন্দনের স্মৃতিবচনে মুগ্ধ না হইয়া বেদের মতানুসারে যৌবন অবস্থাতেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য ; তাহা হইলেই বাল্যবৈধব্যরূপী দুরন্ত যন্ত্রণা এদেশ হইতে দূরীকৃত হয় ; এবং যৌবনাবস্থকন্যা কিঞ্চিৎকাল ও পতির সহবাস করিয়া বিধবা হইলে, সেই প্রিয়তম পতির গভীরপ্রণয় স্মরণ করিয়া বৈধব্য যন্ত্রণাকে সহ্য করিতে পারে। কামেন্দ্রিয় অগ্নির ন্যায়, অগ্নি যত কাষ্ঠ পায় ততই প্রবল হয়, না পাইলে ভস্মাবশেষ হইয়া যায়। কামেন্দ্রিয়ও সেই প্রকার, ভোগনিবৃত্তি হইলে ক্রমশই দুর্ব্বল হয়, ও ভোগ বৃদ্ধি হইলেই প্রবল হয়, এবং যত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সহিত ভোগ হয়, ততই দোষাশ্রিত হইয়া সর্ব্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ভোগচেষ্টা করায় ; এই নিমিত্ত লাম্পট্য স্বভাবকে লোকে দুষ্টস্বভাব বলে, এবং

লম্পট পুরুষকে বিশ্বাস না করার ইহাই প্রধান হেতু। সকলেই জানে, ইহার সম্পর্কাসম্পর্ক বিচার নাই। দুই চারিবার পৃথক্‌পাত্রে ভোগজন্য পুরুষের দশাই যদি এই রূপ হইল, তবে নারিদিগের কামশক্তি পুরুষ অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক তাহারা উক্ত প্রকারে দুই চারি জন পুরুষের উপভোগ করিলে, লাম্পট্যদোষে যে অধীর হইয়া উঠিবে; তাহাতে বিচিত্র কি এবং নূতন নূতন পুরুষ ভোগের জন্যে তাহাদের যে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকিবে না, তাহারই বা আশ্চর্য্য কি এক্ষণকার মত, বোধ হয় আর স্বতন্ত্র বেশ্যাপল্লী থাকিবে না, তখন লম্পটপুরুষদিগের, বাজার বড়ই সস্তা হইবে।

দুর্ব্বাচ্য দোষের যুক্তি।

মুরসিদাবাদ নিবাসী প্রধানশ্রেণীভুক্ত এক জন তর্ক পণ্ডিত * একটী ঘোরতর অনিষ্টের ঘটনা বলেন; তাহা মনে হইলেই শিরঃকম্পন হয়; কিন্তু একটী চমৎকার ইতিহাসের দৃষ্টান্তে বোধ হয় বিধবাবিবাহ চলিলে হিন্দুসমাজেও সেই অনিষ্টের, ঘটনা হইবে, অতএব সেই ইতিহাস অগ্রে লিখিয়া পশ্চাৎ পণ্ডিতবরের যুক্তিকথা লিখিব।

ইতিহাস।

কোন পল্লীগ্রামে, শান্তিধারা নামে একটী কুলবালিকা একাদশ বৎসর বয়সে গর্ভবতী হইলে, তাহার শ্বশুর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রবধূকে নিজালয়ে আনিলেন; শান্তিধারার গর্ভ যখন অষ্টমমাস তখন তাঁহার পতির মৃত্যু হয়, শান্তিধারা অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, পতিবিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও গর্ভের স্নেহ বশতঃ ধৈর্য্যাবলম্বনে কালযাপন করিতে লাগিলেন যথাকালে একটী সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, পতির অনুরূপকুমারের মুখদর্শন করিয়া অত্যন্তই আনন্দিতা

* শ্রীরাম শিরোমণি।

হইলেন ; সন্তানের লালনপালনে পতির বিরহানল অনেক শীতল হইল, শান্তিধারার পবিত্রস্বভাব দেখিয়া শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত সমাদর করিতেন এবং ঐ সন্তানকে সকলেই প্রাণের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ দেখিতেন। সন্তানটীর অন্ন-প্রাশন উপস্থিত হইলে মহতী ঘটা করিয়া সেই উৎসব আরম্ভ করিলেন ; সমারোহ সময়ে একজন প্রতিবাসী লম্পটের চাতুর্য্য জালে শান্তিধারা নিপতিতা হইল ; উৎসব সমাপ্ত হইলে, সকলেইপ্রায় স্বস্ব নিবাসেগমন করিল, দুই চারি দিবস প্রণয়িপুরুষকে না দেখিয়া শান্তিধারার প্রাণ ব্যাকুল হইতে থাকিল, প্রাণস্বরূপ যে সন্তান তাহারও লালনপালনে বিরক্তা হইলেন ; ইত্যোমধ্যে সেই নায়কের প্রেরিতা এক জন দূতী শান্তি-ধারার নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে চুপে চুপে কহিল ; অমুক আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন এইকথা শুনিবা মাত্র শান্তিধারা মৃতদেহে যেন জীবন পাইলেন, নয়নভঙ্গি দ্বারা সেই দূতীকে লইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, তৎকালে সেই দুতীকেই যেন মনোগত জন বোধ হইতে লাগিল, সমাদর করিয়া নিজ পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। সেই দূতী শান্তিধারার প্রতিবেশিনী নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন, এইজন্য নিঃশঙ্কচিত্তে অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিলেন, তাহাতে জানিলেন যে, আমি যেমন তাহার অদর্শনে কাতর হইয়াছি, প্রিয়তমও আমার অদর্শনে ততোধিক হইয়াছেন ইহাতে প্রণয়পাশ পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক হইল, দূতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন সখি ! অদ্যই যদি সে জনের সম্মিলন করাইতে পার, তবে তোমার ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব ; এই বলিয়া একটী স্বর্ণমুদ্রা দূতীর হস্তে অর্পণ করিলেন। দূতী অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া খিড়কির পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তি এক শিবালয়ে সংকেতস্থান নির্ণয় করিয়া এই বৃত্তান্ত্যাকল

নায়ক নিকটে প্রত্যাবেদন করিল, এই সুযোগে ঐ রজনী-যোগেই উভয়ের মীলন হইল অতিনির্জনে কিঞ্চিৎ-কাল নির্ভয়ে সহবাস করিয়া পরস্পরেরই বোধ হইতে লাগিল যে ক্ষণকালও আর বিচ্ছেদ সহিতে পারিব না। ঐ রূপ উভয়ের মনোবৃত্তি উভয়ে অবগত হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহারা দেশান্তরে পলায়নের যাত্রা করিল। নূতন প্রণয়ে, এতই বিমুগ্ধ হইল যে, সন্তানের মায়াপাশ, একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; সন্তান আর স্মৃতিপথেও উদয় হইল না; কুলমান কি বসন ভূষণের কথা আর কি কহিব, বহুমুল্য আভরণ সকলেও তৃণজ্ঞান করিল, হায়! প্রেম কি চমৎকার পদার্থ; হে সামাজিকবৃন্দ! কার্য্যানুরোধে যদিও অশ্লীল বৃত্তান্তটী লিখিতে হইল তথাপি এতন্মধ্যে একটি সারতত্ত্ব এই যে, শান্তিধারা এক জন সামান্য মানবকে প্রীতিপুর্ণ নয়নে দর্শন করাতেও যদি পুত্রস্বরূপ ঘোরতর মায়াবন্ধনের খণ্ডন করিতে পারিল, তবে পরম সুন্দর যে পরমেশ্বর তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণ জ্ঞান-নয়ন দ্বারা যদি তোমরাও কিয়ৎক্ষণ দর্শন কর তাহা হইলে যাবদীয় বিষয়বন্ধনের খণ্ডন করিয়া অবশ্যই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পার।

তখন শান্তিধারা নায়কের হস্ত ধারণ করিয়া উভয়ে আনন্দিত মনে প্রান্তরপথ দ্বারা গমন করিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক নদী তীরে উপস্থিত হইলেন, এদিকে শান্তিধারার পরিত্যক্ত সন্তানের ক্রন্দনশব্দে পার্শ্বগৃহস্থিত ব্যক্তিরা বিনিদ্র হইয়া দেখিল, বালক মাত্র রোদন করিতেছে, প্রসূতি নাই, তখন ইতস্ততঃ অন্বেষণ ও চীৎকার শব্দে ডাকিতে ডাকিতে বাটীর সকলেই এককালে ভগ্ননিদ্র হইয়া ঐ বিষম সংবাদ শ্রবণ করিল, বালকটিকে নিতান্ত রোরুদ্যমান দেখিয়া শান্তি-

ধারার শ্বশুর ও দেবরেরা উন্মত্ত প্রায় বাটীর সমুদয় স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল, খিড়্কির দ্বার, কীলকমুক্ত রহিয়াছে ; তখন ভৃত্যাদি পরিকর লইয়া বিশেষ আলোকা-বলী প্রস্তুত করিয়া খিড়্কিপুষ্করিণীর পাঁহাড়, কতক জঙ্গল এবং সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া ফেলিল. পরিশেষে স্থির করিল হিংস্রক জন্তুতেই নষ্ট করিয়াছে, সুবুদ্ধিমতীর কোন দোষ ছিল না. জীবিত থাকিলে স্তন্যজীবিসন্তানকে কদা-চই বিস্মৃত হইতে পারিত না এই বলিয়া অন্বেষণে নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে রজনীপ্রভাত হইলে শান্তিধারা ও তাহার নায়ক পতিপত্নীভাব প্রকাশ করত তরণীযান অবলম্বনে চলিল। ক্রমশ চারি দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া এক রাজ-নগরীতে বেশ্যাপল্লীর মধ্যে বাস করিয়া উভয়ে কেলিকুতু-হলে কালযাপন করিতে থাকিল; কতক দিন পরে উপপতির মৃত্যু হইল, শান্তিধারার বিশেষ রূপলাবণ্য ছিল, ভাগ্য-ক্রমে এক জন বিপুলধনবান উপপতি হইয়া বিস্তর বিভব দান ও একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিঞ্চিদ্দিবস পরে সে উপপতিরও মৃত্যু হইল, তখনও শান্তিধারার রূপলাবণ্য প্রায় পুর্ব্ব মতই রহিয়াছে ; কিন্তু তদবধি আর কোন নায়কের নিকটে আবদ্ধা হইল না। দ্বারী ও সকল দাসীদের বিদায় দিয়া অত্যন্তবিশ্বাসি একজন প্রিয়দাসীকে রাখিল। নিম্নের গৃহসকলে অপরাপর বেশ্যাগণকে করাবধারণ করিয়া দিল এদিকে চমৎ-কার ঘটনা দেখুন, শান্তিধারার পরিত্যক্ত সন্তানটি রক্ষা পাইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে পিতামহের প্রযত্নে লেখা পড়ায় সুশীক্ষিত হইয়া স্বগ্রামেই একজন বড়লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরের সঙ্গে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে যে সহরে শান্তিধারা বাস করিতেছে, তথায় আসিয়াউপস্থিত হইল। তাহার নাম অজিতনাথ। শ্বশুরের বিশ্বাসপাত্র অজিত-

নাথের হস্তেই খরচের টাকা পয়সা থাকিত, একদিন অপরাহ্ন সময়ে বাহির হইয়া বাসা হইতে দূরস্থিত এক বেশ্যাপল্লীর মধ্যে ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইসময়ে শান্তিধারা বেশভূষাদি করিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া রাজপথের পথিকগণকে দেখিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই অজিতনাথের বোধ হইল এই যুবতী চমৎকার রূপবতী শঙ্কিতমনে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলেই একজন রমনী বলিল বাবু! উপরে, নিচে, যেখানে ইচ্ছা হয় বসুন তখন অজিতনাথ সানন্দমনে উপরেই উঠিল ঈষৎ হাস্যমুখে শান্তিধারার সম্মুখীন হইলে সুন্দর নব্য বাবুটিকে দেখিয়া শান্তিধারাও হাস্যমুখে বসাইয়া দাসীকে তামাক দেবার আজ্ঞা করতঃ নিকটে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিল। বাবুটির মুখ দেখিতে দেখিতে শান্তিধারার পতিকে স্মরণ হইল এবং হটাৎ শঙ্কা হইল যে এ পুরুষ আমার সন্তানই বা হয় এই ভাবিতে ভাবিতে মৌখিক হাস্যমুখে বিশেষ পরিচয় করিতে লাগিল সুমধুর হাস্যের বশীভূত হইয়া বাবুটিও সকল পরিচয় দিতে বাধ্য হইল ক্রমশঃ যত মিলিতে থাকিল ততই ঐ ব্যক্তিকে স্বীয়-সন্তান জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমুল হইয়া স্নেহভার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিবাসভূমি প্রভৃতি পরিচয় দিয়া যখন বলিল আমার পিতার নাম অমুক মিত্র আমি যখন অষ্টম মাস গর্ব্ভে তখন তাঁহার পরলোক হইয়াছে আবার দুর্ভাগ্য ক্রমে অন্নপ্রাশনের ছয়দিবস পরেই জননীর মৃত্যু হইয়াছে এই কথা শুনিয়া শান্তিধারা জিজ্ঞাসা করিল কিরূপে, বাবুটি বলিলেন সুনিয়াছি গভীর রজনীতে কোন পীড়া বাধিতা হইয়া একাকিনী খিড়কিরদিকে বাহির হইয়াছিলেন বোধ হয় ব্যাঘ্রেই হবে এমন নষ্ট করিয়াছিল যে কেহই জানিতে পারে নাই অস্থিখণ্ডও পাওয়া যায় নাই, এই কথা শুনিতে শুনিতে শান্তিধারা সেই পুরুষের দিকে স্থিরনয়নে

রহিল, এবং ভাবিতে লাগিল যে আমি মরিয়াছি ইহা সক- লেই জানে তবে আমার এখনও কলঙ্ক ঘোষণা হয় নাই,যাহা হউক এখন কি করি, সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে ইহাকে সেই ছয়মাসের বালকের মত একবার বক্ষ স্থলে রাখি. আবার ক্রোড়ে লইয়া মুখ মার্জ্জনা করিয়া দি. নয়নে অঞ্জন দিয়া বার্‌ংবার মুখচুম্বন করি স্তনদান করিতে করিতে একবার সুখে নিদ্রা যাই কিন্তু হায় বিধাতা তুমি তাহা করিতে দিলে না এব্যক্তি এখন আমার প্রতি কামুক আমি ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেই কামোন্মত্ত হইয়া উঠিবে নাজানি কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবে আমি পুত্র বলিয়া নিশ্চয় জানিলাম বটে কিন্তু এ ব্যক্তিত আমায় বেশ্যা বলিয়াই জানে যদি যথার্থ পরিচয় দি তাহাতে কদাচই বিশ্বাস করিবে না, উপহাস করিবে, কি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইবে, আর দেখিতেও পাইব না। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে হরিষ বিষাদে শান্তি- ধারার হৃদকম্পন হইতে লাগিল ঐ সন্তানের গর্ব্ভবাস অবধি পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিহ্বলা হইল সচমকে দণ্ডায়মানা হইয়া বুক্ গেল গো মা বুক্ গেল গো মা এই শব্দে চীৎকার ও বক্ষস্থলে নিদারুণ করাঘাত করিতে করিতে অস্ত্রাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেল দাসী অমনি কিহলো কিহলো বলিয়া চীৎ- কার ক্রন্দনে সকলকে ডাকিতে লাগিল কাকু শব্দ শুনিয়া প্রতিবাশিগণ দ্রুতপদে আসিতে থাকিল নব্য বাবুটিও চমৎকার হইয়া শান্তিধারার বদনে জলবিন্দু নিষেক করিতে লাগিল ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া এক হস্তে ব্যজন সঞ্চালন অপর হস্তে আদ্রবসনে ঘর্ম্ম মার্জ্জনা করিতে থাকিল. শান্তিধারা একবার মোহ সম্বরণে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল সেই পুরুষটি ঐরূপ সেবা করিতেছে তাহাতে একটি চমৎকার সুখোদয় হইয়া মনে করিতে লাগিল হায়, আমি কি পাষাণ

হৃদয়া এই দেবতুল্য সন্তানকে স্তন্যজীবি অবস্থায় প্রসূতি হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছি একটি পুত্রের নিমিত্ত লোকে প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে কিন্তু এমন পুত্রনিধি পাইয় আমি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি ধিক্ আমাকে হায় রে দুষ্কর্ম্ম তুইকি এতই অসৎ এক দিন তোমার সম্পর্ক করাতে এতদূর ঘটিল আমি যে সৎকুলে জন্মিয়াছিলাম সৎকুলের কুলবধূ ছিলাম সৎপতির পত্নী ছিলাম এই সকল সৎকে এক অসত আসিয়া বিনষ্ট করিল এই নিমিত্তে সাধুলোকেরা অসৎকর্ম্মের সম্পর্কই করেন না। যাহা হউক এই পাপিষ্ট জীবনকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য যদি দিবা ভাগ না হইত এই সুকুমারের মুখচন্দ্রকে যদি বিশেষ করিয়া না দেখিতাম তবেইত আমার পাপজীবন স্বপুত্রেও উপগতা করাইত এই চিন্তা করিতে করিতে শান্তিধারর শরীর সিহরিয়া উঠিলে গাত্র রোমাঞ্চ হইল তদ্দর্শনে কেহ কেহ বলিতে লাগিল চৈতন্য সম্পাদনের উপায় কি ! কেহ বলিল দুই একটা কথা কহিলে যে জানা যায় অনেকেই কর্ণের নিকটে নাম ধরে ডাকতে লাগিল শান্তিধারা তখন হস্ত সঙ্কেত করিয়া কিঞ্চিৎ পরে ধিরে ধিরে বলিল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ বটে ভাগ্যে এই বাবু ছিলেন তাহাতেই এবার বাঁচিয়াছি তখন সেই বাবু বলিল যাহা হউক বাপ্ধন আচ্ছা মজা দেখাইয়াছিলে এই কথাতে শান্তিধারা অতি কুণ্ঠিতা হইয়া সেই পুরুষের একটি হস্ত বক্ষে লইয়া বলিতে লাগিল, বাবু ! আপনি কোপ করিবেন না এই পাপিয়সীর নিমিত্ত আপনার কতই ক্লেশ হইয়াছে কি করিবেন আরও কিঞ্চিৎ কাল বসুন এই বলিতে বলিতে শান্তিধরার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল স্থির নয়নে পুত্রের রূপ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল হা ! নিদারুণ বিধি তুমি, এই পুত্রেরত্ন আমারে দিয়াও বঞ্চনা করিলে

যদি সৎপথে থাকিতাম এই সন্তান, মা মা বলিয়া ডাকিত যথাকালে এই সন্তানের কোলে প্রাণত্যাগ করিতেও পারিতাম, দূর হউক আর কেনই বা দুর্ঘট চিন্তা করিয়া দগ্ধ হই, এই সমস্ত সম্পত্তি পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া যাহাতে মরিতে পারি সেই চেষ্টা করি, এই ভাবিয়া অল্পে অল্পে বলিল প্রতিবেশিগণ ! আপনারা সকলেই আছেন, আমার যে প্রকার হৃদয়বেদনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বলিবার নয়, সে যন্ত্রণাতে আত্মহত্যাই করিতে ইচ্ছা হয়। নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমি অবিলম্বেই মরিব ; অতএব আমার সমুদয় সম্পত্তি এই বাবুকে দিব, এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিল শান্তিধারা এই বাবু কি তোমার পরিচিত লোক ? শান্তিধারা বলিল আমার সহিত কোন দিন পরিচয় হয় নাই. এই মাত্র আমার গৃহে আসিয়াছিলেন নিকটে বসিয়া কথা কহিতে কহিতে এই বেদনা উপস্থিত হইল, আমার সেই দুরবস্থা দেখিয়া এই বাবু দয়াদ্র হইয়া যৎপরোনাস্তি সেবা করিয়াছেন বারম্বার পাণিস্পর্শ করাতেই আমি যেন প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তৎকালে আমার নিশ্চয় বোধ হইল যেন গর্ব্ভজাত সন্তান আমার সেবা করিতেছে তাহা মূচ্ছাতে কি অন্যপ্রকারে সেকথা বলিতে পারিব না তদবধিই আমার পুত্রভাব বোধ হইয়াছে এবং সেই সময়ে আমি স্থির সংকল্প করিয়াছি, এই সমস্তবিষয় ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিব এই সময়ে কেহ কেহ বাবুটীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল শান্তিধারা বলিল বাবু আপনাকে যে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে সে অবশ্যই পুণ্যবতী কিন্তু আমি বেশ্যা হইয়াও যে তোমাকে সন্তান বলিতেছি তাহাতে আপনি কোপ করিবেন না কি করিব আমার মনের বশবর্ত্তি নয়ন তোমাকেই পুত্ররূপে দেখিতেছে। প্রতিবাসিগণকে করযোড় করিয়া পুনর্ব্বার বলিল শীঘ্রই

আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দাও শান্তিধারার কাতরতা দেখিয়া সকলেই দয়াদ্র হইল। অল্পকালের মধ্যে রীতি মত দানপত্র প্রস্তুত হইলেই শান্তিধারা সেই খানি লইয়া বাবুর হস্তে দিয়া বলিল বাপধন] অজিতনাথ, আমার সমুদয় সম্পত্তি তোমারে দিলাম, এই চাবিকাটী লও, বলিয়া চাবিকাটী দিয়া কষ্টে শ্রেষ্টে উঠিয়া বসিল। অজিতনাথ মনে করিল একি, আহা কি, চমৎকার স্নেহভাব আমারও মা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে চির-দিনইতো মাতৃহীন কোন দিন ত এরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শুনিতে পাই না। এই ভাবিয়া অজিতনাথও নিষ্কপটে মাতৃ সম্বোধন করিতে থাকিল মা মা, বলিতে বলিতে শান্তিধারাকে কিঞ্চিৎ আহার করাইতে প্রবর্ত্ত হইল শান্তিধারা নয়নের করুণাশ্রু নয়নেই নিবারণ করত নাম মাত্র কিঞ্চিৎ আহার করিয়া দাসীকে বলিল বাহিরে গমন করিব। এখন কোন ভয় নাই সেই বেদনার উদয় হইলেই কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত হয় কেবল মরিতেই ইচ্ছা হয় এই বলিতে বলিতে দাসীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া ধিরে ধিরে চলিতে থাকিল প্রতিবেশি অঙ্গনা কেহ কেহ সঙ্গে যাই-তে ছিল তাহাদিগকে নিবারণ করিল যাইতে যাইতে বলিল দাসি! তুমি আমার নিতান্ত বিশ্বাসী অতএব বলিতেছি ঐ বাবুটী আমার গর্ব্ভজাত পুত্র, বারবৎসর বয়সে ঐ পুত্রকে প্রসব করিয়া অন্নপ্রাশনের ছয়দিন পরে ঐ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছি; এই বলিয়া নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিতে করিতে বেদনার কারণ প্রায় সকলই দাসীর নিকটে প্রকাশ করিল পরিশেষে বলিল প্রাণান্তেও কাহার নিকটে প্রকাশ করিবে না যদি মরি, তাহা হইলে ঐ পুত্রকে মাত্র বলিবে দাসী বলিল আপনি অবিলম্বেই মরিব একথা কেন বলিতে ছিলেন শান্তিধারা বলিল দাসী আমার

এজীবনকে আর ক্ষণকালও রাখা কর্ত্তব্য নয়। ওষ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত যে পুত্রধনের- দুঃখলেষ দর্শন করা যায় না; কিন্তু আমার পাপজীবন সচ্ছন্দ দশাতেও সেই পুত্রধনকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার এতকাল পাপসঞ্চয় করাইয়া পরিশেষে পুত্রের সঙ্গেই রতি সম্ভোগ করাইল, হায়! এমন পাপিষ্ঠ প্রাণকে আরও কি রাখিতে হয়। যাহা শ্রবণমাত্রে গাত্র রোমাঞ্চ হয়, যাহার ভয়ে পৃথিবী কম্পান্বিতা হন, বরং শ্বশুর, ভাসুর প্রভৃতি সকলের সঙ্গে ঐ দুষ্টাচার শোনা গিয়াছে, নিজপুত্রের সহিত ঐ ঘটনা অদ্যাপিও শোনা যায় না। কিন্তু সখি! আমার এই পাপ জীবন হইতে সেই অপূর্ব্ব পাপকীর্ত্তির পতাকা উঠিতেছিল। অতএব সখি! উপায় বল কি রূপে মৃত্যু হয়। এই বলিয়া দাসীকে কহিল তুমি এক খানা কাপড়, ও ভাল জল শীঘ্রই আন। দাসী তাহাই করিতে আসিল ইত্যবসরে বুক্‌গেলো গো মা এই রূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া বারাণ্ডায় উঠিয়া লম্ফ প্রদান করিল ইষ্টকময় অঙ্গনে একটা কূপ ছিল, তাহার পাহাড়ে বাজিয়া মস্তকটা বিদীর্ণ হইয়া গেল হস্ত পাদ প্রভৃতির অনেক স্থানে ছিন্ন ভিন্ন অস্থিভঙ্গ হইয়া গেল এই ঘোরতর শব্দে ব্যাকুল হইয়া সকলে এককালে বহিরাগমন করিয়া দেখিল শান্তি ধারা কূপের পার্শ্বে পড়িয়াছে সে স্থান রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিয়া কি হলো কি হলো শব্দে কোলাহল করত ত্রস্তব্যস্ত হইয়া অনেকে শান্তি-ধারার নিকটে গমন করিল, কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন, করত শান্তিধারার মৃত্যু ঘোষণা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে ঐ সংবাদ নগরী বেষ্টিত হওয়াতে অনেকেই দেখিতে আসিল একজন প্রধান পদস্থ রাজকর্ম্মচারী পুরুষও তথায় উপস্থিত হইলেন; তখন সেই অর্জিতনাথ মিত্র আপনার

উরুদেশে শান্তিধারার ভগ্নমস্তকটী রাখিয়াছে, আর কতকগুলি নারী চেলখণ্ড লইয়া রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিতেছে, শান্তিধারার অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে. দেখিবামাত্র যেন মৃতই বোধ হয়। রাজপুরুষ তখনি কতুষ্ণ দুগ্ধ, বিন্দু বিন্দু করিয়া ওষ্ঠে দিতে কহিল, এক জন পদাতিককে ডাক্তর আনিতে পাঠাইয়া সকলের সম্মুখে আমূলক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কর্ণের নিকটে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল অজিতনাথ, মধ্যে মধ্যে মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল কতক্ষণের পর মুগদত্ত দুগ্ধ বিন্দুগুলিকে এক বার গলাধঃকরণ করিল আর কতক্ষণের পর মা, মা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নয়ন উন্মীলন করিয়া অজিতনাথের মুখ দেখিতে লাগিল ঐ সময়ে কিঞ্চিৎ চৈতন্য যোগ দেখিয়া রাজপুরুষ জিজ্ঞাসা করিল শান্তিধারা তোমাকে ফেলিয়া দিয়াছে না আপনি পড়িয়াছ কেন পড়িলে এই রূপ বার বার জিজ্ঞাসা করিলে, সেই রাজপুরুষের দিকে শান্তিধারা এক বার দৃষ্টিপাত করিল নয়নে ধারা বহিতে লাগিল যেন কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া স্পষ্ট কথা কহিতে পারিল না, আরও কতক্ষণ পরে এক বার বলিল আমার হৃদয়ে, এই বলিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল আবার বলিল বেদনাতে আপনিই, এই বলিতে বলিতে উর্দ্ধ নয়ন হইল, অজিতনাথের মুখ দেখিতে দেখিতে ঈষৎ হাস্যমুখে প্রাণ ত্যাগ করিল, ঐ প্রকার মৃত্যু দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন, রাজপুরুষ বুঝিলেন আপনিই মরিয়াছে। তখন তিনি দাহাদি করিবার অনুমতি দিয়া অজিতনাথের অনেক সাহায্য করিলেন,, পরে যাহা হউক।

এই ইতিহাস অবশ্যই সত্য হইতে পারে, অতএব উক্ত পণ্ডিতবরের যুক্তি এই যে এক্ষণে বিধবাবিবাহ চলিলে প্রায় সকল বিধবাই পঞ্চাশত কি ততোধিক বয়স পর্য্যন্ত

যতবার পতির মৃত্যু হইবে ততবারই বিবাহের চেষ্টা করিবে ? পিতা, মাতা কি, বন্ধুবর্গের চেষ্টায় ঐরূপ বিবাহ ঘটিবে না ; কেবল জাতিপরিচয়ে বিশ্বাস, আর বর কন্যার অভিমত হইলেই হইবে তবেই বিবেচনা করুন যে যে কুল-বধূ দ্বাদশ বৎসর কি ত্রয়োদশ বৎসরে পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হইল এবং পুত্রকে শ্বশুরাদির নিকট হইতে লইয়া যাইতে না পারিল তথাপিও বিবাহ করিতে প্রবর্ত্ত হইল বার স্বার বিবাহ করিতে করিতে অতিদূরস্থ কোন ব্যক্তির পত্নী-হইল ইতোমধ্যে সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যদি কোন কার্য্য উপলক্ষে সেই দেশে উপস্থিত হইয়া জননীপতির পাড়ার মধ্যে বাসা করিয়া থাকে, এবং সেই পল্লীস্থ যাবদীয় ব্যক্তির নিকটে জাতিপরিচয়ে ও ক্ষমতা শীলতা প্রভৃতির পরিচয়ে সুখ্যাতি পাইয়া কিছুকাল কাল যাপন করে, ইতি মধ্যে সেই জননীরা বিধবা হইয়া আবার বিবাহ চেষ্টা-করিলে ঐ ঐ সন্তানের সহিতও তাহাদের বিবাহ হইতে পারে কি না ? অবশ্যই পারে বয়োধিকা বলিয়া কি, মাতা পুত্রের পরিচয় হইতে পারে বলিয়া ঐ বিবাহের প্রতি-বন্ধক দেখান, সে সমুদয় মিথ্যামাত্র, বর কন্যার মতানুসারেই যাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহাদের বয়োধিকা কন্যার সহিতও বিবাহ হইয়া থাকে ; উভয়ের মন হইলে অন্য বিবেচনার নিমিত্ত বিলম্ব করিতে কেহই পারে না এবং বাল্যাবস্থায় সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ সন্তানের জন্ম দেশ হইতে সাতআট দিনের পথ অতিক্রম করিয়া বাস করিলে ১৫ কি ১৬ বৎসর পরে ঐ সন্তানকে নিজ পুত্র বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না ; চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ প্রকার মাতা, পুত্রের অপরিচয়ের কারণ অনেকই দর্শন করা যায়, অতএব হে সামাজিক বৃন্দ ! যে ঘটনা শুনিলে গাত্রের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় সকলকেই কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয় সেই

দুষ্টাচারের মুলীভূত ব্যবহারকেও কি তোমরা সদ্ব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে কদাচই পারিবে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিয়াছিলেন হতভাগিনী বিধবাদের হিত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ চেষ্টা বিধবাদের পক্ষে নিতান্ত অহিত-কর দেখুন প্রথমত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহারে পরলোক নষ্ট হইল দ্বিতীয়ত সৎপাত্রের সহিত প্রায়ই বিধবাদের বিবাহ ঘটিবে না; যে ব্যক্তি বিদ্যাদি গুণযুক্ত সৎপাত্র হইবে তাহাকে কন্যাদান করিতেই অনেকে উদ্‌যোগী হইবে, কন্যা লাভ ঘটিলে বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে কেহই ইচ্ছা করিবে না। যে হেতু ঐ বিবাহ অপ্রশস্ত এবং এক জনের উপভুক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে হইবে, আবার পূর্ব্ব স্বামীর সম্বন্ধে পারদ দোষ থাকিতেও পারে এই সকল বিবেচনা করিয়া সৎপাত্রেরা ঘৃণা করিবে, যাহারা দুঃশীল দুর্ভাগা যাহাদিগকে কন্যাদান করিতে কেহই যত্ন করে না তাহারাই বিধবা-দিগকে বিবাহ করিতে চেষ্টান্বিত হইবে; কিন্তু তাহারাও নিতান্ত বিশ্বাস করিবে না, লইয়া পলাইবার ভয়ে শক্তি থাকিতেও বিশেষ আভরণ দিতে পারিবে না, তৃতীয়ত বিধবাদিগকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে স-কলে নিযুক্তা করিত ইহাদিগকে দ্বিচারিণী বলিয়া তাহাও করিবে না; এবং কন্যাপুত্রের বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্যে সধবা বলিয়াও কেহ ডাকিবে না; ইহাদের পূর্ব্ব বৈধব্য স্মরণ করিয়া মাঙ্গলিক দ্রব্য সকলের স্পর্শ করিতেও দিবেনা তবেই দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টানুসারে বিধবার দ্বিকুল ভ্রষ্ট হইবে, না পারমার্থিক সুখ না ঐহিক সুখ, কেবল কিঞ্চিৎ কালের জন্য রতি সুখের আশায় আবদ্ধ হইয়া সুদীর্ঘকাল গঁাজাখোর গুলিখোর প্রভৃতির লাতি ঝাঁটা খাইতে খাইতে বিধবাদের জীবন কাল অতিবাহিত হইবে।

নব্য পুরুষেরা অনেকেই বলেন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মনুষ্য, সমান পদার্থ তন্মধ্যে পুরুষেরা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই বিবাহ করিতে পারিবে কিন্তু স্ত্রীরা স্বামীবিয়োগ হইলে পারিবে না ; ইহা অত্যন্তই অন্যায় ব্যবস্থা নিতান্তই স্বার্থ-পরতা, একথার সিদ্ধান্ত এই যে শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি যাবদীয় জগন্মণ্ডলে সম দর্শনের জনক যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই যে ব্যক্তির পরিণত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষের সংসার বিষয়েও পরম বৈরাগ্য জন্মিয়াছে সংসারের কোন অনিষ্ট বা ইষ্টতে সে মহাপুরুষের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাই তিনি নিরন্তরই নিরাময় ব্রহ্মসুখে কাল যাপন করেন ; সেই মহাত্মাই স্ত্রীপুরুষে, স্ত্রীপুরুষে কেন শৃগাল কুক্কুর সাধারণে সমদর্শনে সমব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু যাঁহারা সংসারি, তাহারা জাতিভেদে ব্যবহার বিশেষ না রাখিলে কদাচই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না ; স্মৃতিশাস্ত্রে, সংসারিদের নিমিত্ত,ব্রহ্মজ্ঞানী মতে ঠাকুর কুক্কুর সমান বলিয়া গৃহীব্যক্তি কেহ যদি দুই দিন, কি তিন দিন, কোন কুক্কুরকে আপনার আহারের নিকটে আহার করিতে দেয়, তাহা হইলে সেই কুক্কুর ঐ গৃহীর ভোজনপাত্রে আসিয়াও আহার করে ক্রমশ বদন হইতেও লইবার চেষ্টা করে এই নিমিত্তে কুক্কুরকে জাতি স্বতন্ত্র জানিয়া তাহার স্বভাব স্বতন্ত্র জানিতে হইবে, এবং তাহার সহিত ব্যবহারও স্বতন্ত্র করিতে হইবে তাহা হইলেই সেই কুক্কুর দ্বারা সংসারে অপকার না হইয়া উপকারই নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, শাস্ত্রকর্ত্তারা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন ; স্ত্রীপুরুষ দুইই মনুষ্য হইলেও পুরুষ এক জাতীয় মনুষ্য স্ত্রী আর এক জাতীয় মনুষ্য, আকার প্রভেদ থাকিলেই জাতি প্রভেদ স্বীকার করিতে হয়, স্ত্রী, পুরুষ উভয়ে এক মনুষ্যজাতি বলিয়া অনেক স্বভাবের ঐক্য থাকিলেও স্ত্রী এবং পুরুষ-

রূপে জাতিভেদ থাকাতে অনেক স্বভাবের ভিন্নতাও আছে, এই নিমিত্তে পুরুষেরা যে যে ব্যবহার করিবে স্ত্রীরাও যে সেই সেই ব্যবহার সমান রূপে করিবে ইহা কদাচই নহে পুরুষেরাই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবে স্ত্রীজাতিরা অধিন রূপে থাকিবে কিন্তু স্ত্রীদিগকে স্বাধিনতা প্রদান করিলে সংসার-যাত্রা কদাচই সুনির্ব্বাহ হইবে না ; বিশেষতঃ কলিকালে, অতএব হে সংসারিযুবক বৃন্দ ! আপনারা যদি পত্নী নামক ক্ষেত্রে নিজ বীজ বপন করিয়া আত্মজ নামক পবিত্রফল উৎপত্তি দ্বারা সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করেন; তবে শাস্ত্রীয় ব্যবহারকে শিরোধার্য্য করিয়া বিধবা বিবাহের উপর সম্পূর্ণ বিদ্বেশী হইবেন ; আর ঐ অভিলাষ যদি না করেন তাহা হইলে স্ত্রীদিগের স্বাধিনতার মূলীভূত বিধবাবিবাহে সম্মতি দান করিবেন। যে পত্নী এক্ষণে পরম বন্ধুর ব্যবহার করিতেছে যাহার হস্তে ধন জন, জীবন সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক ; তাহারাই তোমাদের পরম বৈরিণী হইবে তোমাদের ধন, জীবন হরণের চেষ্টা করিবে তোমাদের পরম যত্নের ধন যে পুত্ররত্ন তাহারও কি সেই সেই দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিবে, হায় কালপ্রবাহ ! তুমি কলি নাম প্রাপ্ত হইয়া এতই কি কুটিল হইলে তোমার কৌটিল্যপ্রভাব, নিতান্ত সরলস্বভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও দারুণ অধর্ম্ম প্রণেতা করিল, বৈধব্য যন্ত্রণাটীই তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিল তদ্ভিন্ন পিতৃহীন বালকদের মাতৃসঙ্গ ত্যাগ জন্য যন্ত্রণা কি পিতৃ বন্ধুত্যাগ ও বিপক্ষের আশ্রয় জন্য যন্ত্রণা পুত্রহীন বৃদ্ধ মাতা পিতার যন্ত্রণা পত্নীর অযত্ন কি দুষ্টাচার জন্য পীড়িত কুৎসিত প্রভৃতি পতির যন্ত্রণা এই সকলের প্রতি তাঁহার দৃক্‌পাতও হইল না ; এই সকল যন্ত্রণাতে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা বৈধব্য যন্ত্রণাতে কখনই কোন ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হয় না। ইতি তাং

জিলা হুগলি ডাক দ্বারহাট্টা সাং আটপুর। শ্রীশ্যামাপদ দেবশর্ম্মা